পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 260 Friday, 21 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৬০ সংখ্যা ❋ ৩ ভাদ্র ১৪৩৩, শুক্রবার, ২১ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘বন্যায় ২ জনের মৃত্যু, ৩২০০ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িকে ৩০,০০০ টাকা’

সবংয়ে পৌঁছে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ আগস্টঃ ভারী বৃষ্টিতে সবং-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের একাংশে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার সবংয়ে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি আকাশপথে ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে একগুচ্ছ নির্দেশও দিয়েছেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ‘‘এখানে বন্যার কারণে ২ জন মারা গিয়েছেন। তাঁদের পরিবারকে ৯ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। শুধুমাত্র সবং ব্লকেই ৩২০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সব পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।’’ পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। ভারী বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। মঙ্গলবারও দফায় দফায় বৃষ্টি হয়। তার জেরে কেলেঘাই-সহ একাধিক নদীর জলস্তর বেড়ে কোথাও বিপদসীমা, কোথাও চরম বিপদসীমা ছাড়িয়েছে। পার ছাপিয়ে জল ঢুকেছে জনবসতি এলাকায়। বৃহস্পতিবার অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেলেঘাইয়ের জলস্তর এখন বিপদসীমার নীচে। যাঁরা ত্রাণশিবিরে

আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের পাঁচ দিনের রেশন দিয়ে বাড়ি ফেরানো হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, ‘‘পুলিশকেও আলাদা করে টাকা দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে জলবন্দি মানুষের বাড়িতে রেশন এবং খাবার জলের ২০ লিটারের জার পৌঁছে দিতে পারে। আকাশপথে পাঁচটা গ্রাম পঞ্চায়েত দেখেছি। পর্যালোচনা করে যা নির্দেশ দেওয়ার দিলাম। ১০টা সাপে কাটার কেস এসেছে। প্রত্যেককে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। স্বাস্থ্য দপ্তর ভালো কাজ করেছে।’’ বৃহস্পতিবার থেকে প্রধানমন্ত্রী শস্যবিমার শিবির শুরু হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘আজ থেকে ধানচাষিরা সেখানে নাম লেখাতে পারবেন। মাদুরকাঠি বিমার আওতায় নেই। তাদের জন্য আলাদা কিছু ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি।’’ এ দিন প্রাক্তনদেরও বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘‘এরা বলছিল, ১৯৮৬ সালে জ্যোতিবাবু এসেছিলেন। তার পরে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী এলেন। কী করা যাবে! আগের মুখ্যমন্ত্রীরা গ্রামের মানুষকে মানুষ বলে মনে করতেন না। আমার সঙ্গে তো গ্রামের মানুষের নাড়ির টান। গ্রামই আমার শুরু, গ্রামই আমার শেষ। রাজেশ মাহাতো স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁকে এখানে রেখে দিয়ে গেলাম। আরও ২ দিন থাকবেন। সকলেকে বাড়ি না ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত। শস্যবিমার তালিকা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত।’’ সবং থেকে হুগলির আরামবাগে যাবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তার পরে তাঁর যাওয়ার কথা উত্তরবঙ্গে। বলেন, ‘‘আরামবাগে বন্যা হয়নি। কিন্তু ডিভিসির জল এলে, তার প্রস্তুতি হিসেবে কী করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করব। তার পরে আমাকে বাগডোগরা যেতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন বিকেলে।’’

‘স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃ বন্দে মাতরম নিয়ে ফের নয়া বিতর্ক। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা দলীয় সভা-অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি পঙক্তি গাইবে। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। এবার কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বললেন, ‘‘চরম তোষণনীতির পুনরুজ্জীবন করছে কংগ্রেস। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করছে, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তাদের অপমান করা হচ্ছে।’’ বুধবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় বন্দে মাতরম নিয়ে যে দলের ১৯৩৭ সালের প্রস্তাবনা বা রেজিলিউশন অনুযায়ী প্রথম দুটি পঙক্তি গাওয়া হবে দলের সমস্ত অনুষ্ঠানে। সম্প্রতিই

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন প্রোটোকলে জাতীয় গানের ছয়টি পঙক্তিই গাইতে হবে। এর সঙ্গে জনগণমন-ও গাইতে হবে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে এই সিদ্ধান্ত শুধু প্রতীকী নয়, এটি ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি, যা দেশ ভাগে অবদান রেখেছিল। তিনি বলেন, ‘‘গতকাল কংগ্রেস পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি আশ্চর্যজনক ও দেশ-বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৩৭ সালের পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বন্দে মাতরমের দুইটি পঙক্তি গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’’ অমিত শাহ বলেন, ‘‘আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৩৭ সালে মুসলিম তোষণের জন্য কংগ্রেস পার্টি বন্দে মাতরম গানকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। সেখান থেকেই দুই দেশের তত্ত্ব শক্তি পায় এবং শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়।’’ শাহ জানান যে নরেন্দ্র মোদির সরকার এই ঐতিহাসিক ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছেন। সরকার জাতীয় ঐক্য আরও বাড়ানো এবং শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে বন্দে মাতরম গানটি পুরো গাওয়া বাধ্যতামূলক করে। কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্তকে মানছে না। তিনি বলেন, ‘‘ভোট ব্যাঙ্কের জন্য তারা শুধু বঙ্কিমবাবুর চিরস্মরণীয় কাজকেই অপমান করেনি, একইসঙ্গে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, বহু বছর জেলের কালকুঠুরিতে কাটিয়েছেন, তাদেরও অপমান করছে।’’

হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ধৃত লিজ হোল্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেল ‘শিখা ইন’-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন হোটেলের লিজ হোল্ডার। বুধবার গভীর রাতে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা আবু জাফর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। এন্টালি থানার জোড়াসাঁকোর কাছে তাঁর নিজ বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় আরও দু’জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হোটেলের ম্যানেজার এবং এক কর্মীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। বুধবার ভোররাতে আগুন লাগে নিউ মার্কেট এলাকার ওই হোটেলে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। হোটেলের ভিতরে আটকে পড়েন বহু আবাসিক। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৯ জনের। মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আগুন লাগার পর হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। আবাসিক এবং স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, হোটেলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। আগুন লাগার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সমস্যা হয়। হোটেলের

● এরপর ৬ পাতায়...

মেধার অবমূল্যায়ন’ নিয়ে শমীক

‘রাজনীতি সংকীর্ণতাই সর্বনাশ করছে, বিরোধিতার অধিকার কাড়লে গণতন্ত্র বাঁচে না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং রাজনীতির সংকীর্ণ আঙ্গিকের বাইরে চিন্তা করতে না পারার এক বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ মেধা আজ আমাদের চরম সর্বনাশের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের এক অনুষ্ঠানে এভাবেই বিগত কয়েক দশকের রাজ্য রাজনীতির ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গের মেধাবী তরুণ-তরুণীদের ‘ব্রেন ড্রেন’ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্যের মূল সুরই ছিল বাঙালির মেধা, তার বিশ্বজোড়া পরিচিতি এবং স্বরাজ্যে সেই মেধার অবমূল্যায়ন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে পশ্চিমবঙ্গ কিংবা অবিভক্ত বাংলা একসময় সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ প্রদর্শন করেছিল, আজ সমস্ত দিক থেকেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বলয়ে বন্দি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ কার্যত একটি ‘মার্জিনালাইজড’ বা প্রান্তিক রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতির অতিরিক্ত অনুপ্রবেশই যে মেধার এই চরম অপচয় ও অবনমনের মূল কারণ, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তিনি। রাজ্য ছাড়িয়ে প্রবাসী বাঙালির সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে শমীক ভট্টাচার্য স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতের যে কোনও প্রান্তে বা বিদেশের মাটিতে বাঙালিরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাঁরা আর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছেন না। উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, তিন বছর আগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবল বেঙ্গালুরুতেই প্রায় ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার বাঙালি তরুণ-তরুণী কর্মরত, যার ফলে সেখানকার দ্বিতীয় কথ্য ভাষা হয়ে উঠেছে বাংলা। একইভাবে আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি, নিউ জার্সি, সান ফ্রান্সিসকো, ম্যানহাটন থেকে শুরু করে নাসা কিংবা ইসরোর মতো

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আপনার ব্যাঙ্ক একটু বেশি আগ্রহী ওঁকে দেখার জন্য’

অভিষেকের মামলায় ব্যাঙ্ককে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ সুপ্রিম কোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেওয়ার পর তৈরি হয় নতুন সঙ্কট। ফ্রিজ হয়ে যায় সাংসদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। বৃহস্পতিবার সেই মামলায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। সব ক্ষেত্রেই যখন অনলাইনেই কেওয়াইসি আপডেট হয়, তখন এ ক্ষেত্রে কেন অভিষেককে সশরীরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে? প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। আজই বাড়ি গিয়ে কেওয়াইসি আপডেট করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১০৭ ধারা প্রয়োগ ছাড়াই কীভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হতে পারে? সেই প্রশ্ন উঠেছিল আগের শুনানিতে। বিচারপতি রাও জানতে চেয়েছিলেন, কোনও তদন্ত চলছে কি না। তবে অভিষেকের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেল আদালতের নির্দেশ মতো তদন্ত সহযোগিতা করছেন। তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যাঙ্ককে নোটিস দেওয়ার কথা বলেছিল আদালত। আজ ছিল, সেই মামলার শুনানি। অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য এদিন জানান, অভিষেকের ডেবিট কার্ড ব্লক করা হয়েছে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। আইনজীবী জানান, শীর্ষ আদালত বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছে। ২০১৭ থেকে এই অ্যাকাউন্ট রয়েছে। হঠাৎ নোটিস না দিয়েই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এদিন আদালতে জানায়, অভিষেকের অ্যাকাউন্টের কেওয়াইসি আপডেট করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক দেখে, একাধিক মামলা রয়েছে। আধার চেক করতে গিয়েই এটা চোখে পড়ে বলে দাবি ব্যাঙ্কের। তাই ব্যাঙ্কের বক্তব্য, অভিষেককে কেওয়াইসি আপডেট করাতে সশরীরে যেতে হবে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ব্যাঙ্ককে বলেন, ‘‘আপনার ব্যাঙ্ক একটু বেশি আগ্রহী ওঁকে দেখার জন্য। ওঁর মুখ দেখতে চায়? যেখানে অনলাইনে সরকার সব করে দিচ্ছে, সেখানে বেসরকারি ব্যাঙ্ক সশরীরে ডাকছে? মনে হচ্ছে খুব আগ্রহ আপনাদের। চিঠি যে ভাষায় লেখা হয়েছে, সেই ভাষায় কি লেখেন? কবে সমাধান করবেন? যা ডকুমেন্টস লাগে এখানেই দিয়ে দিন।’’ ব্যাঙ্কের তরফে বলা হয়, প্রসেস শুরু করা হয়েছে। কিন্তু মামলার গ্রহণযোগ্যতা আছে কি না, প্রশ্ন তোলে ব্যাঙ্ক। আরও তথ্য নিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার কথা

● এরপর ৬ পাতায়...

সেপ্টেম্বরে শিলান্যাস, আসছেন গৌতম আদানি

নিউটাউনে আদানির হাসপাতাল প্রকল্পে রাজ্যের কী প্রাপ্তি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ কলকাতার নিউ টাউনে আদানি শিল্প গোষ্ঠী যে আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল তৈরি করতে চলেছে, সেই প্রতিবেদনে আগেই লেখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন না ঘটলে আগামী মাসেই সেই হাসপাতাল তথা আদানি আরোগ্য নিকেতনের শিলান্যাস করতে পারেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। তবে বড় প্রশ্ন হল, নিউটাউনে এই হাসপাতাল তৈরি হলে রাজ্যের কী আর্থিক সুবিধা হতে পারে? সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সচিবালয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা পড়েছে। নিউটাউনে ওই জমির আয়তন ৫১.৭৫ একর। জমির চরিত্র বদল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ছাড় বাবদ আদানি শিল্পগোষ্ঠীর জন্য প্রায় ১৯৬৭ কোটি টাকা রাজস্ব ছেড়ে দিচ্ছে সরকার। তবে একই সঙ্গে নবান্নর দাবি, প্রকল্পটি চালু হলে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক এবং সামাজিক সুফল এই অঙ্কের তুলনায় ঢের বেশি হতে পারে। আদানি আরোগ্য নিকতনের প্রকল্পটিতে মূলধন খাতে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ১,২০০ কোটি টাকা। নির্মাণ পর্বে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উৎপাদনের মূল্যায়ন করা হয়েছে আরও ১,৮০০ কোটি টাকা। তবে প্রকল্পটির সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখা যেতে পারে হাসপাতাল চালু হওয়ার পর দীর্ঘমেয়াদে। রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী, হাসপাতাল ও তার সঙ্গে তৈরি হওয়া স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও গবেষণা, চিকিৎসা-ভ্রমণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধির মিলিত বার্ষিক আর্থিক সুবিধা তথা মানিটাইজড বেনিফিট হতে পারে প্রায় ৪,০৮৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের মূল্যায়নে সম্ভাব্য বার্ষিক সুবিধাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাব হল, তারা ১০০০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি করবে। এর মধ্যে ৫০০ বেড়ে রাজ্য সরকার বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানকে প্রস্তাব দিয়েছেন, বেড সংখ্যা বাড়িয়ে ২ হাজার করা হোক। তবে ১ হাজার বেডের হাসপাতাল হলেও স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রোগী কল্যাণ ৮১৭ কোটি টাকার সুবিধা পেতে পারে রাজ্য। এই ৮১৭ কোটি টাকা হাওয়ায় ভাসমান কোনও পরিসংখ্যান নয়। মোটামুটি ভাবে ধরা হয়েছে, সরকার বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য যে ৫০০ বেড পাবে তাতে অকুপেন্সি রেট থাকবে ৮০ শতাংশ। প্রতি রোগী গড়ে ৫ দিন ভর্তি থাকবেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য গড়ে খরচ হবে আড়াই লক্ষ টাকা। সে ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্য দাঁড়াবে ৭৩০ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে ফ্রি ওপিডি বাবদ আরও ৬২ কোটি টাকার সুবিধা বছরে পাবে রাজ্য। আর এই রোগীদের রোগ নির্ণয় তথা ডায়াগোনেস্টিক ফেসিলিটি বাবদ রাজ্য বছরে আর্থিক সুবিধা পাবে ২৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বছরে মোট ৮১৭ কোটি টাকা। এত বড় একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে বছরে যে কর্মসংস্থান হবে এবং কর্মীদের যে আয় বা রোজগার হবে তার সামগ্রিক মূল্য দাঁড়াতে পারে ৫৬০ কোটি টাকা। চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বার্ষিক ৩২২ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা পেতে পারে রাজ্য। কলকাতা এমনিতেই ক্রমশ মেডিকেল ট্যুরিজমের হাব হয়ে উঠছে। আমেরিকার মেয়ো ক্লিনিকের থেকে প্রযুক্তিগত ও চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে কলকাতায় এত বড় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে মেডিকেল ট্যুরিজম গতি পেতে পারে। তাতেও ১,১৫৬ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা রাজ্য পেতে পারে। আবার অন্য একটি

● এরপর ৬ পাতায়...

পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে ইট-বোতল বৃষ্টি!

এবিভিপি-র মিছিল ঘিরে যাদবপুরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ বুধবার মধ্যরাতের সংঘর্ষের জেরে বৃহস্পতিবার দিনভর উত্তপ্ত রইল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বেলা বাড়তেই আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভের মুখে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুরো এলাকা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলা থেকে শুরু করে স্কুলবাস আটকে দেওয়া এবং রাস্তা অবরোধের জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ পথচারীরা। বুধবারের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এবং এবিভিপি। ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশন-এর প্রতিনিধিরা যাদবপুর ৮-বি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল বের করলে মূল রাস্তায় ওঠার করা ব্যারিকেড উপড়ে ফেলে মূল রাস্তায় বসে পড়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। হঠাৎ শুরু হওয়া এই রাস্তা অবরোধে আটকে পড়ে একের পর এক স্কুলবাস ও নিত্যযাত্রীবাহী যানবাহন। সাময়িকভাবে পুরো এলাকা স্তব্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর সাধারণ সভাকে (জিবি) কেন্দ্র করেই এই গোলমালের সূত্রপাত। বৈঠকে দুই পক্ষের ধস্তাধস্তিতে উভয় শিবিরের একাধিক পড়ুয়া আহত হন। ডিএসএফ-এর অভিযোগ, তাঁদের জিবি মিটিং চলাকালীন এবিভিপি

আগেই পুলিশি বাধার মুখে পড়েন। অন্যদিকে, যাদবপুর থানা থেকে পাল্টা মিছিলের তোড়জোড় শুরু করে এবিভিপি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রস্তুত রাখা হয়। তবে সমস্ত নজরদারি এড়িয়ে এবিভিপির মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের কাছে পৌঁছতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। উত্তেজনার পারদ চড়তেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেতরের সমস্ত গেট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বন্ধ গেটের ওপর দিয়েই ইট, কাঁচের বোতল ও পাথর ছোড়া হতে থাকে। সংঘর্ষের ধাক্কায় গেটের সামনে থাকা লোহার একটি বিখ্যাত প্রতীকী কাঠামোর অংশ ভেঙে পড়ে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশের তৈরি সভাপতি নিখিল রায় ও তাঁর সঙ্গীরা এসে জোর করে বৈঠক পণ্ড করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, রেভোলিউশনারি স্টুডেন্টস ফ্রন্ট-এর সদস্য অভিনব দাস জানান, এবিভিপি ও এনএসএফ নেতা নিখিল দাস, দীপ্তিমান কর ও সোমসূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক বহিরাগতকে সঙ্গে নিয়ে হামলা চালান। মারধরে অস্মিত সিনহা ও সায়ক মণ্ডল-সহ বেশ কয়েক জন আহত হন। এবিভিপির পাল্টা দাবি, জিবির নামে পরিকল্পনা করে এসএফআই, ডিএসও এবং ডিএসএফ যৌথভাবে তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় গুরুতর আহত এবিভিপি সভাপতি নিখিল রায় বর্তমানে কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।

ফের চম্পাহাটি! বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ

দগ্ধ ৫, লাইসেন্স ছিল কি না, উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০ আগস্টঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটির পিয়ালি এলাকায় বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। আচমকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান প্রতিবেশীরা। সেখানে গিয়ে তাঁদের চোখে পড়ে ভয়াবহ দৃশ্য-দাউদাউ করে জ্বলছে বাজি কারখানা, চারপাশ ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি কারখানার ভিতরে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের সময় কারখানার ভিতরে সম্ভবত পাঁচজন শ্রমিক ছিলেন। বিস্ফোরণের জেরে তাঁরা সকলেই দগ্ধ হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন প্রায় ৫২ বছর বয়সি পদ্মারানী নস্কর এবং আব্বাস গাজী নামে এক ব্যক্তি। দু’জনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা কতটা ছিল, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিকট শব্দের পরই অনেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। আগুনের তীব্রতা এবং ধোঁয়ার কারণে

প্রথম দিকে কারখানার কাছাকাছি যেতেও সমস্যা হচ্ছিল। দমকলকর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পুলিশও গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে যাতে সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনাস্থলের কাছে না যেতে পারেন। তবে দুর্ঘটনার পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে ওই বাজি কারখানার বৈধতা নিয়ে। আদৌ কি কারখানাটির প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছিল? নাকি সরকারি নিয়ম ও নিরাপত্তা বিধির তোয়াক্কা না করেই সেখানে বাজি তৈরির কাজ চলছিল? বিস্ফোরণের পর থেকেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও এই মুহূর্তে কারখানাটির লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনের তরফে চূড়ান্ত কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। চম্পাহাটি দীর্ঘদিন ধরেই বাজি শিল্পের জন্য পরিচিত। এই এলাকায় বহু পরিবার বাজি তৈরি ও সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত। একইসঙ্গে এই শিল্পকে ঘিরে নিরাপত্তার প্রশ্নও বারবার সামনে এসেছে। এর আগেও চম্পাহাটিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতেও চম্পাহাটিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বাজি কারখানাগুলিতে নিরাপত্তা বিধি কতটা মানা হচ্ছে? দাহ্য ও বিস্ফোরক সামগ্রী কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে? শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে কি না? পাশাপাশি কারখানাগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি চালানো হয় কি না, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজি তৈরির ক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিস্ফোরক উপাদান, বাজির মশলা এবং অন্যান্য দাহ্য সামগ্রী নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। সেই নিয়মে কোনও গাফিলতি হলে আগুন বা বিস্ফোরণ মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ আকার নিতে পারে। তাই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে প্রশাসনের তদন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কারখানায় কী ধরনের বাজি তৈরি হচ্ছিল, সেখানে কত পরিমাণ বিস্ফোরক বা দাহ্য উপাদান মজুত

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রিন্সিপ্যালকে ২৭ বার কোপাল কে? কেবল ‘বাবু’ শব্দটিই ধরিয়ে দিল অভিযুক্তদের

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ২০ আগস্টঃ একটাই শব্দবন্ধ ‘বাবু’। যখন হাজারও চেষ্টায় কোনও ‘ক্লু’ই আসছিল না তদন্তকারীদের হাতে, তখন তাঁদের কানে আসে একটা শব্দ ‘বাবু’। আর এই সূত্র ধরেই তেলঙ্গানার স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের খুনের কিনারা করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে স্কুলেরই দুই ছাত্রকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রিন্সিপ্যালের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, ১.৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে কয়েকটি নোটে রক্ত লেগেছিল। খুনে ব্যবহৃত রক্তমাখা ছুরিটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত ১২ আগস্ট তেলঙ্গানার কোন্ডামাল্লেপল্লিক নাগার্জুনা পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল কল্লু, রূপা রেড্ডির রক্তমাখা দেহ উদ্ধার হয় তাঁর বাড়ি থেকে। সেই সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি হায়দরাবাদে কাজের সূত্রে ছিলেন। প্রতিবেশীরাই তাঁকে ফোন করেছিলেন। রূপাকে একাধিকবার ফোন

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি উপরাষ্ট্রপতির

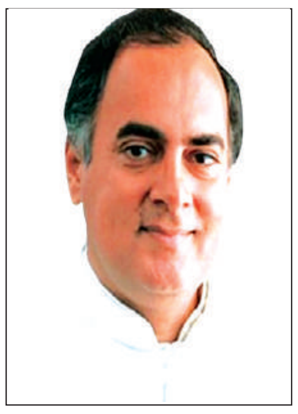

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। দেশের প্রতি তাঁর সেবা ও জনজীবনে অবদানের কথা স্মরণ করি।রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাশাপাশি বীর পূসারি পুলিথেভারের সেনাবাহিনীর সেনাপতি শহিদ ওন্দিভীরানের আত্মত্যাগের প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। তিনি জানান, বীর পূসারি পুলিথেভারের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বীর সেনাপতি ওন্দিভীরান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক লড়াই, বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং সামরিক দক্ষতার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের জীবন আগামী প্রজন্মকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করতে থাকুক।

রেকর্ড ভারতীয় রেলের, চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটল বন্দে ভারত

জম্মু, ২০ আগস্ট ঃভারতীয় রেলের মুকুটে আরও একটি নতুন পালকের সংযোজন। একইসঙ্গে নতুন রেকর্ড গড়ল ভারতীয় রেল। জম্মু ও কাশ্মীরে চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটল বন্দে ভারত ট্রেন। বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতু-চেনাব সেতু-র ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটল বন্দে ভারত ট্রেন।উত্তর রেলওয়ের জম্মু বিভাগের অন্তর্গত ' শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা - বানিহাল' রুটের ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন ব্রড গেজ রেলপথে ট্রেনের সর্বোচ্চ অনুমোদিত গতিসীমা বা।য়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার করার অনুমোদন দিয়েছে রেল মন্ত্রক। এরপরই বৃহস্পতিবার চেনাব সেতু-র ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলল বন্দে ভারত ট্রেন।এর আগে, এই রুটের ' শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা - সাঙ্গালদান' অংশের জন্য অনুমোদিত গতিসীমা ছিল ঘণ্টায় ৮৫ কিলোমিটার এবং' সাঙ্গালদান- বানিহাল' অংশের জন্য ছিল ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার।

বাঁশের শাঁস খেয়ে অসুস্থ

কোডারমা, ২০ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের কোডারমা জেলার ডোমচাঁচ ব্লকের মধুবন এলাকায. জঙ্গলি বাঁশের শাঁস খেয়ে চার শিশু ও এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গত বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটে।বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, বাজার থেকে কেনা বাঁশের শাঁস খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তাঁদের বমি ও পেটে ব্যথা শুরু হয়। অসুস্থ চার শিশুকে চিকিৎসার জন্য কোডারমার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, অসুস্থ মহিলাকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতেই প্রাথমিক চিকিৎসা করান। সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুদের মধ্যে রয়েছে মৌসুম কুমারী (১৬), নৈতিক কুমার (১০), উজ্জ্বল কুমার (১০) এবং সূরজ কুমার (১২) অসুস্থ হয়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কলকাতা নগর সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি (কেন্দ্রীয় কার্যালয়-৬)-এর অর্ধ-বার্ষিক সভা

কলকাতা(পিআইবি),২০আগষ্টঃগত ১৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের আয়করের প্রধান মুখ্য কমিশনার শ্রীমতী সুরভি বর্মা গার্গ(আইআরএস)-এর সভাপতিত্বে কলকাতা নগর সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি (কেন্দ্রীয় কার্যালয়-৬)-এর প্রথম অর্ধ-বার্ষিক সভা ব কলকাতার আয়কর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রায় ৪০ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্যদের স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত সদস্যরা সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। এর ফলে বিভিন্ন সদস্য দপ্তরের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ তৈরি হয়।কমিটির সদস্য-সচিব তথা আয়করের প্রধান মুখ্য কমিশনারের কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (সরকারি ভাষা) ডঃ সূর্যকান্ত সামাল সভাটি পরিচালনা করেন। তিনি আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের পাশাপাশি সরকারি ভাষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে সভার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান।সভায় কমিটির বিশিষ্ট সদস্যরা সরকারি ভাষা নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। দাপ্তরিক কাজে হিন্দির ব্যবহার আরও বাড়ানো, সরকারি ভাষা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সদস্য দপ্তরগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।সভাপতির ভাষণে শ্রীমতী সুরভি বর্মা গার্গ সরকারি কাজে হিন্দির ব্যাপক, স্বাভাবিক ও কার্যকর ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দির ব্যবহার শুধুমাত্র সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি কর্মসংস্কৃতির একটি স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা প্রয়োজন। সরকারি ভাষার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তিনি সকল সদস্য দপ্তরকে ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান।সভায় সরকারি ভাষার প্রচার ও ব্যবহার আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মশালা, হিন্দিতে মৌলিক রচনা এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দাপ্তরিক কাজে সহজ, সরল ও কার্যকর হিন্দির ব্যবহার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।সভা শেষে সহকারী পরিচালক (দাপ্তরিক ভাষা) শ্রীমতী অনিতা এডউইন মারান্ডি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাটিকে সফল করে তোলার জন্য চেয়ারপার্সন, কমিটির সকল বিশিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিদের মূল্যবান অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কলকাতা নগর সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটি (কেন্দ্রীয় কার্যালয়-৬)-এর এই অর্ধ-বার্ষিক সভা সদস্য দপ্তরগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময়, পারস্পরিক সমন্বয় জোরদার এবং সরকারি ভাষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্য কর্মপরিকল্পনাকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

কংগ্রেস এখনও সস্তা ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিতেই মগ্ন রয়েছেঃশিবরাজ চৌহান

পাটনা, ২০ আগস্ট ঃ জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরমকে অসম্মানের অভিযোগ এনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর কথায়, ভারতের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও শেক। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কংগ্রেস এখনও সস্তা ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিতেই মগ্ন রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'বন্দে মাতরম্' ভারতের গর্ব এর সম্পূর্ণ সংস্করণটি গাইতে অস্বীকার করা কেবল এই স্তোত্রটিরই অবমাননা নয়, বরং তা 'ভারত মাতা'র প্রতিও অবমাননা। কংগ্রেস দলের সেই 'মুসলিম লিগ-সুলভ' মানসিকতার কোনও পরিবর্তন হয়নি সেই ১৯৩৭ সালেই মুসলিম লিগের চাপে পড়ে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পূর্ণ অংশ না গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখনও কংগ্রেস ভারতের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও শেক। থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সস্তা ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে লিপ্ত রয়েছে।

কলকাতার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ধৃত এক, দুই কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ২০ আগস্টঃকলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম - আবু জাফর। তাকে গ্রেফতার করেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃত ওই হোটেলের অংশিদার (লিজ হোল্ডার) ছিলেন বলে পুলিশের দাবি। বুধবার রাতে এন্টালি থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বীরেশ্বর মিত্র বলে আরও এক জনের খোঁজ করছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৯ আগস্ট ' শিখা ইন' নামে যে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, তার লিজ হোল্ডার আবু জাফরকে গতকাল এন্টালি মেইন মার্কেট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই কর্মীকে আটক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মির্জা গালিব স্ট্রিটের এই হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। আহতও হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

আখ থেকে ইথানল উৎপাদনের জেরে চিনির ঘাটতি, কেন্দ্রকে নিশানা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ চিনির ক্রমবর্ধমান দামবৃদ্ধি এবং আখ থেকে ইথানল উৎপাদন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছেন, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য ইথানল উৎপাদনে আখের ব্যবহার বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে দেশে চিনির ঘাটতি দেখা দিয়েছে।অরবিন্দ কেজরিওয়াল বৃহস্পতিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি কেন্দ্রের নীতির সমালোচনা করে বলেন, এটি এমন একটি সরকার যারা জানেই না তাদের একটি সিদ্ধান্তের জন্য ভবিষ্যতে কী পরিণতি হবে। কেজরিওয়াল বলেন, তেল আমদানিতে ব্যয় হওয়া বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্য আখ থেকে ইথানল উৎপাদন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর জেরে চিনির ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে এখন সেই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়েই চিনি আমদানি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, গত ১৭ দিনে চিনির দাম ২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন্যা মোকাবিলাই আরামবাগে প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

আরামবাগ , ২০ আগস্টঃ পরিস্থিতি মোকাবিলা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, প্রস্তাবিত আরামবাগ জেলা এবং রামকৃষ্ণ সেতুর নির্মাণ-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে আরামবাগে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সবংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে কপ্টারে করে আরামবাগে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সরাসরি আরামবাগ মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিক ও মহকুমার চার বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি।বৈঠকের শুরু থেকেই এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ গুরুত্ব পায় বর্ষায় বন্যা মোকাবিলার প্রস্তুতি। দ্বারকেশ্বর-সহ বিভিন্ন নদ-নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং বাঁধের পরিস্থিতি নিয়ে সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়।সূত্রের খবর, বাঁধের দুর্বল অংশ চিহ্নিত করে দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও রকম কালবিলম্ব বরদাস্ত করা হবে না বলেও সেচ দফতরের আধিকারিকদের কড়া ভাষায় সতর্ক করেন তিনি। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর নয়, আগেভাগেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার উপর জোর দেওয়া হয়।পাশাপাশি আরামবাগের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো, রামকৃষ্ণ সেতুর নির্মাণকাজ এবং আরামবাগকে জেলা করার পরিকল্পনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি কতটা হয়েছে, কোথায় সমস্যা রয়েছে এবং দ্রুত কীভাবে কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়েও আধিকারিকদের কাছে রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী।ফলে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠককে ঘিরে আরামবাগের উন্নয়ন ও বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনিক তপরতা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে স্থানীয় মহল।

রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় স্থান থেকে মাইক খোলা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান থেকে লাউড স্পিকার ও মাইক সরিয়ে নেওয়া নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্ক ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে গত মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এ ব্যাপারে জনস্বার্থ মামলা খারিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে বলেছিল আদালত। বিষয়টি নিয়ে আগেই ব্যাখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বরং নিয়ম মেনে মসজিদ এবং মন্দির - উভয় ধর্মীয় স্থান থেকেই মাইক খোলা হচ্ছে। প্রশাসন কেবল ২০২০ সালের কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশনাই কার্যকর করছে।আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, যে কোনও ধর্মীয় স্থান - তা সে মন্দির হোক কিংবা মসজিদ- শব্দসীমা সর্বদা নির্ধারিত সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে উচ্চ আদালতের সেই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতেই পুলিশ রাজ্যজুড়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ফের অশান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

যাদবপুর, ২০ আগস্ট ঃ ফের অশান্ত যাদবপুর। বৃহস্পতিবার বেলা গড়াতেই উত্তাপ বাড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভেঙে দেওয়া হয় পুলিশের ব্যারিকেড। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এভিবিপি-র ছাত্রদের একটি মিছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেট পর্যন্ত পৌঁছোলে সেখানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের সব গেট বন্ধ করে দিলেও বাইরে থেকে বোতল, পাথর ছুড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।বুধবার রাতে দুই ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও এভিবিপি-র সদস্যদের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। তার রেশ ধরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য একজোট হয়েছিলেন বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সদস্যেরা।

বাংলার সবচেয়ে পরিচিত টেরাকোটা মন্দির হল- মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির

মধুসূদন দে ,বাঁকুড়াঃভারতের হাজার বছর ধরে রাজতন্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া একমাত্র হিন্দু রাজাদের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে রয়েছে জোড় বাংলা মন্দির। জোড় বাংলা বিষ্ণুপুর শহরের একটি কৃষ্ণ মন্দির। অতীতে , এই মন্দির হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ কে কেষ্ট রায় রূপে পূজা করা হত। বর্তমানে জোড় বাংলা মন্দির বাংলার সবচেয়ে পরিচিত টেরাকোটা মন্দির।আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে জোড় বাংলা মন্দির তৈরি করা হয়। দুটো একচালা ঘর যোগ করে দিলে যে রকম হয় ,জোড় বাংলা মন্দির সেইরকম। বাংলার আদি বাড়ির ছাঁচে মন্দির। বাংলার চালার আদলেই গড়ে উঠেছে মন্দিরটির চূড়া। মন্দিরটি একটি পাথরের মঞ্চের উপর নির্মিত।বিষ্ণুপুর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদি মল্ল। তখন মল্ল রাজাদের রাজধানী ছিল কোতুলপুরের কাছে লাউগ্রাম। তাঁর ছেলে জয় মল্ল রাজা হয়ে জয়পুর থেকে আট মাইল দূরে পদমপুর দুর্গ আক্রমণ করে জয় করেন। পরে সেখানে রাজপাট শুরু হয়। এর কিছুকাল পরে মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হয়। প্রায় ৮৭০ বছর পর মল্ল রাজ বীর হাম্বীর ১৮৫৬ সালে বিষ্ণুপুরের রাজ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক।কথিত রয়েছে, বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবন থেকে গৌড় যাওয়ার পথে বীর হাম্বীর এর হাতে আক্রান্ত হন। কিন্তু শ্রীনিবাসের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন ।সেই থেকে বিষ্ণুপুরের আরেক নাম হয়ে ওঠে গুপ্ত বৃন্দাবন। ঠিক তখন থেকে বিষ্ণুপুর জুড়ে একের পর এক তৈরি হয় রাধা কৃষ্ণের মন্দিদর।এরপর বীর হাম্বীর ছেলে রঘুনাথ সিংহ মল্লভূমের রাজ সিংহাসনে বসেন। মল্ল রাজা রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ সালে বিষ্ণুপুরের রাজ দরবারের কাছে পোড়ামাটির কারুকার্য করা জোড় বাংলা মন্দিরটি তৈরি করেন । তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬২৬ থেকে ১৬৫৬ সাল। জোড় বাংলা স্থাপত্যের বিশেষত্ব অনুযায়ী. পাশাপাশি বাংলার দোচালা বাড়ির আদলে বিরাট দুটি মন্দিরকে জুড়ে রয়েছে একটি মাত্র শিখর। তার উপরে রয়েছে চার চালা বিশিষ্ট একটি চূড়া। ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য এর কারিগরি।জোড় বাংলা মন্দিরে পোড়া মাটির বা টেরাকোটার কারুকার্যময় যে নিদর্শন এখনও রয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্য। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে টেরাকোটার প্লেটের উপর তৈরি কৃষ্ণ লীলা কাহিনী। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রয়েছে রামকথা। জোড় বাংলা মন্দিরের গায়ে রয়েছে পর্তুগিজ যুদ্ধ থেকে মুঘল সামন্তদের আভিজাত্য ও বিলাসব্যসনের নানা ছবি। এছাড়া রয়েছে খোল -করতাল-সহ কীর্তনীয়াদের দৃশ্য।

জন্মবার্ষিকীতে রাজীবকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধা নিবেদন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। জন্মবার্ষিকীতে রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে কংগ্রেসও।দিল্লির বীর ভূমিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা তাঁর সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। রাজীবের স্ত্রী তথা কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, রাজীবের ছেলে ও মেয়ে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এছাড়াও কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

দিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে জাপানি সমকক্ষ শিনজিরো কোইজুমির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনার প্রথম ভারত সফরে আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদলকে আমি উষ্ণ স্বাগত জানাই। শুরুতেই, কুমামোতো অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনায় ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি গভীর সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করছি।এদিন সকালে দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি। পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর উপস্থিতিতে মানেকশ সেন্টারে তাঁকে আনুষ্ঠানিক 'গার্ড অফ অনার' প্রদান করা হয়। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং।দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের নিরাপত্তা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তাই, ভারতের 'মহাসাগর' ভিশন-যার অর্থ এই অঞ্চলে সকলের নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক ও সামগ্রিক অগ্রগতি-এবং জাপানের 'মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক' উদ্যোগের মধ্যে নিবি। সমন্বয় এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা শিবিরের উদ্বোধন প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃসুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত গত বুধবার সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা শিবিরের উদ্বোধন করেছেন। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, এই চিকিৎসা শিবিরের জন্য পেশাগত পরিষেবা প্রদানে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করেছেন, সেই সমস্ত ডাক্তারদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই উদ্যোগটি নেওয়ার জন্য সমগ্র সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন টিমকেও বিশেষ ধন্যবাদ। পেশাগত জীবন প্রায়শই চাপপূর্ণ হয় এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিশ্চিত, বার-এর প্রত্যেক সদস্য এই সুবিধা গ্রহণ করবেন, কারণ সুপ্রিম কোর্ট চত্বরেই এই শিবিরের আয়োজন হওয়ায়, চিকিৎসা পরিষেবা সরাসরি দোরগোড়ায় .পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

৩১-তম 'সাউদার্ন জোনাল কাউন্সিল'-এর বৈঠকে পৌরহিত্য অমিত শাহ-র

চেঙ্গালপাত্তু, ২০ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপাত্তুতে 'সাউদার্ন জোনাল কাউন্সিল'-এর বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন। এই কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি হলো অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরলম, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হলো পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ।দক্ষিণাঞ্চলীয় এই সদস্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুললির উপ-রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসকরা এবং প্রতিটি রাজ্যের মন্ত্রীরা এই বৈঠকে অংশ নেন।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, জোনাল কাউন্সিল মুখ্য সচিবদের স্তরে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, রাজ্যগুলির প্রস্তাবিত বিষয়গুলি প্রথমে জোনাল কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটির কাছে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় এবং সেখানে পর্যালোচনার পর অবশিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য জোনাল কাউন্সিলের মূল বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে দেশের জন্য 'টিম ভারত'-এর ধারণা তুলে ধরেছেন এবং জোনাল কাউন্সিলগুলি এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ছাত্রদের আন্দোলনে বাধা দেওয়ার নির্দেশ প্রত্যাহার তামিলনাড়ু সরকারের

চেন্নাই, ২০ আগস্ট ঃ সরকারি আর্টস ও সায়েন্স কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ ও আংেদালনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়ার জন্য জারি করা বিতর্কিত নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিল তামিলনাড়ু সরকার। ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং সমাজকর্মীদের তীব্র প্রতিবাদের পর বুধবার কলেজ শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা সিন্ধিয়া সেলভি ওই নির্দেশ প্রত্যাহারের কথা জানান।এর আগে কলেজ শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ এবং কলেজ প্রশাসনের নেওয়া সতর্কতামূলক পদক্ষেপের বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের আন্দোলন বন্ধ করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়েও রিপোর্ট চাওয়া হয়। সমস্ত কলেজকে অবিলম্বে রিপোর্ট তৈরি করে পরদিন সকালেই পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যসচিবের নির্দেশের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল।নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং প্রতিবাদের অধিকার সীমিত করার অভিযোগ তোলে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন-সহ একাধিক সংগঠন এই নির্দেশের সমালোচনা করে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়।বিক্ষোভ তীব্র হওয়ার পরই সিদ্ধান্ত বদল করে সরকার। সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট এবং নির্দেশ প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হয় বলে জানান।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য দারুণ যাবে। তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনা পিছনে ফেলে পজিটিভিটির দিকে এগিযে.যাবে। এই সমযে, তোমার মধ্যে নতুন এনার্জি আর উৎসাহ আসবে, যা তোমার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।।

বৃষঃ আজকের দিনটা বৃষের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি অনুভব করতে পারেন, আপনার চারপাশের পরিবেশ একটু টেনশনে আছে, যা আপনাকে অস্বস্তি দিতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

মিথুনঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকবে না। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কটঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে হবে।

সিংহ ঃ আজকের দিনটা Leo রাশির জন্য একসাথে থাকা আর পজিটিভিটিতে ভরা থাকবে। আজকে আপনি আপনার এনার্জি ভালোভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পাবেন। আপনার চারপাশের মানুষজন আপনার লিডারশিপ কোয়ালিটি আর দৃঢ়তা বুঝতে পারবে, এতে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

কন্যাঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে আপনার সোশ্যাল রিলেশনশিপে। আজকে আপনার ইমোশনাল হেলথ একটু অস্থির থাকতে পারে, যার জন্য আপনি সন্দেহ বা দুশ্চিন্তা অনুভব করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে

তুলাঃবিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটা বৃশ্চিক রাশিদের জন্য দারুণ যাবে। আজ আপনার আবেগ আর সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা অনুভব করবেন।

ধনুঃ আধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন

মকরঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। শুভদিন

কুম্ভঃআজকের দিনটা আপনার জন্য দারুণ। আজ আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে গভীর বোঝাপড়া আর সমর্থন পাবে, যা আপনার মনের ভিতরের আবেগের ভারসাম্য ঠিক রাখবে।

মীনঃআজকের দিনটা মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। শুভদিন কাজের যোগ হবে। প্রেম আসবে।

আবহাওয়া

বৃষ্টির দুর্যোগ কাটতে না কাটতেই ফের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস। আগামী ২৩-২৪ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মূলত পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে, দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্র আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকবে। স্থানীয়ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে, বৃষ্টি থামতেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। তবে, ২৩ ও ২৪ আগস্ট উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী কয়েকদিন দার্জিলিং-সহ ওপরের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকতে পারে। অন্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

বেআইনি দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে জয়নগরে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রসিদ নস্কর (৫২)। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনপুয়া গ্রামে। জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে বুধবার রাতে জয়নগর থানার এ এস আই উৎপল ঘোষ সহ পুলিশ টিম জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে রসিদ নস্করকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশের দাবি, বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃত রসিদ নস্করকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করে বেআইনি মদ বিক্রির সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

৫০ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার ঘটনায় পাঁশকুড়া থেকে গ্রেপ্তার প্রতারক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ৫০ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার অভিযানে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে গ্রেপ্তার প্রতারক। আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার বিশেষ অভিযানে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে গ্রেপ্তার হলো প্রতারক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, 'টিএমটি বার' সরবরাহের নামে ওই অর্ধ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার ঘটনাটি ঘটেছিল। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে টাকাও। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম স্নেহাশিস মান্না ওরফে নাট্রো (২৫)। ধৃতের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার দক্ষিণ মেচোগ্রামে। কিছুদিন আগেই অনলাইনে পাওয়া একটি মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করেছিলেন অভিযোগকারী। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে 'টিএমটি বার' সরবরাহকারী ব্রোকার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাল কেনার জন্য অগ্রিম প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠান অভিযোগকারী। কিন্তু অভিযোগ, টাকা পাওয়ার পরও কোনও সামগ্রীই সরবরাহ করা হয়নি। এমনকি টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। এরপরই প্রতারিত ব্যক্তি হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ অভিযুক্তের সন্ধান পায়। হাওড়া সাইবার থানার একটি দল পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে স্নেহাশিস মান্নাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত নগদে উদ্ধার হয় ২০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ১৭টি ডেবিট কার্ড, দু'টি সিম-সহ একটি মোবাইল ফোন, তিনটি সিল করা অব্যবহৃত জিও সিমের প্যাকেট, চারটি ব্যবহৃত জিও সিম এবং একটি ব্যাঙ্কের চেক। পুলিশের দাবি, প্রতারণার টাকার মধ্যে ২৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা অভিযুক্তের সুবিধাভোগী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সেই টাকাও ইতিমধ্যেই 'হোল্ড' করা হয়েছে। এই মামলায় এর আগে আরও ৭ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যারা বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজ্যে ২৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাজ্য সরকারের গত একশো দিনে রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ২৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন। আজ সমাজ মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি শ্যাম স্টিল বাঁকুড়ায় তাদের শিল্প ইউনিটের জন্যে ১৫ হাজার কোটি, লার্সেন এন্ড টুব্রো সাড়ে চার হাজার কোটি ছাড়াও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, লাক্স কোজি, আমূলের মত ১০টি সংস্থা এই অর্থ লগ্নি করেছে বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার চার লক্ষ কোটি টাকার বেশি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

১২ বছর পর রোজভ্যালির টাকা ফেরানোর উদ্যোগ, হাই কোর্টে এক বছরের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রির প্রস্তাব রাজ্যের

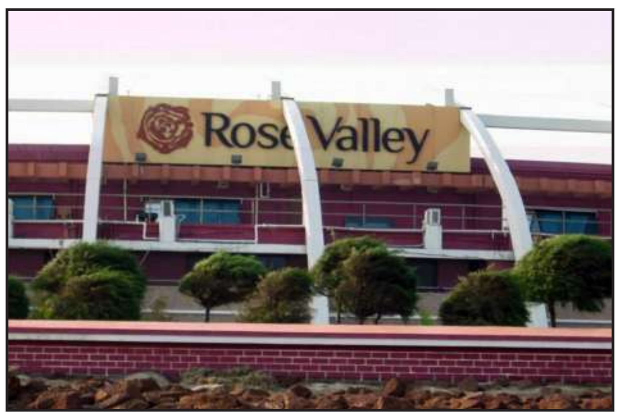

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ আগস্ট, ২০২৬ঃ দীর্ঘ ১২ বছর ধরে নিজেদের জমা টাকা ফেরতের আশায় দিন গুনছেন রোজভ্যালির লক্ষ লক্ষ আমানতকারী। চিটফান্ড কাণ্ডে প্রতারিত এই মানুষগুলির একাংশ এখনও তাঁদের প্রাপ্য অর্থ হাতে পাননি। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে আদালতের নির্দেশে রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই প্রক্রিয়া প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি। এবার রাজ্যে সরকার বদলের পর রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য কলকাতা হাই কোর্টে বড় প্রস্তাব দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রস্তাব অনুযায়ী, আগামী এক বছরের মধ্যে রোজভ্যালির ২১টি হোটেল-সহ সংস্থার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ আমানতকারীদের মধ্যে ফেরত দিতে চায় সরকার। এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে জমা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, আদালতের নজরদারিতে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হলে দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে। রোজভ্যালি চিটফান্ড কাণ্ডে বিপুল সংখ্যক আমানতকারী তাঁদের সঞ্চিত অর্থ হারিয়েছেন বলে অভিযোগ। গোটা মামলায় আর্থিক প্রতারণার অঙ্ক প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তা বিক্রি করে টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া চললেও গত এক দশকেরও বেশি সময়ে সেই উদ্যোগ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এখনও বহু আমানতকারী তাঁদের প্রাপ্য অর্থের অপেক্ষায় রয়েছেন। রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রি এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর জন্য আগে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই কমিটির কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আর্থিক অস্বচ্ছতার অভিযোগও সামনে আসে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এস এফ আই ও-র তরফে অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে রাজ্যের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুরনো অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য সরকার। তার পরিবর্তে আদালতের সরাসরি নজরদারিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রি এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের লক্ষ্য, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পত্তিগুলি বিক্রি করে যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ তুলে দেওয়া। রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবে রোজভ্যালির ২১টি হোটেল-সহ সমস্ত সম্পত্তিকে প্রক্রিয়ার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তিগুলির মূল্য নির্ধারণ, বিক্রির প্রক্রিয়া এবং বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থ আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টনের গোটা ব্যবস্থাই আদালতের নজরদারিতে করার প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরতের কাজ দ্রুত শেষ করাই মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। রোজভ্যালি মামলায় বহু বছর ধরেই আমানতকারীরা তাঁদের টাকা ফেরতের দাবি জানিয়ে আসছেন। চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্তের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে টাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে রোজভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পরে তাঁর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকেও গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রোজভ্যালির একাধিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়নি। এবার রাজ্য সরকার সরাসরি সেই দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সরকারের দাবি, আদালতের নজরদারিতে এক বছরের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে দীর্ঘদিনের সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব। এখন রাজ্যের এই প্রস্তাব নিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রোজভ্যালির লক্ষ লক্ষ আমানতকারী। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আটকে থাকা তাঁদের সঞ্চিত অর্থ সত্যিই এক বছরের মধ্যে ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নির্ভর করছে আদালতের পরবর্তী নির্দেশ এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়ার ওপর।

আমতলায় অভিষেকের দলীয় কার্যালয় ভাঙায় স্থগিতাদেশ বহাল, ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রক্ষাকবচ হাই কোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ আগস্ট, ২০২৬ঃ দঃ ২৪ পরগনার আমতলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় ভাঙার উপর কলকাতা হাই কোর্টের জারি করা অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল থাকল। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আদালত। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমতলায় অভিষেকের কার্যালয় ভাঙার কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। পাশাপাশি আগামী ৮ সেপ্টেম্বর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। আমতলায় অভিষেকের কার্যালয়টি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে গত ১৭ মে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সুশান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের তরফে পরবর্তী সময়ে পদক্ষেপ করা হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর গত ১৮ জুলাই কার্যালয়ের একটি অংশ ভাঙার কাজ শুরু হয়। পরের দিন ফের ভাঙার কাজ শুরু হলে বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ছুটির দিন রবিবার বিশেষভাবে এজলাস বসিয়ে ওই কার্যালয় ভাঙার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বৃহস্পতিবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানিতে অভিষেকের সংস্থা 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। আদালতে আইনজীবী দত্তের বক্তব্য, যে জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেই জমি এবং যে অংশে ভাঙার কাজ হয়েছে, তা এক নয়। তাঁর দাবি, ৫০৯ এবং ৫১২ নম্বর দাগের জমির উপর বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে ভাঙার কাজ করা হয়েছে ৫০৭ নম্বর দাগের জমিতে। ওই জমিতেই তাঁর মক্কেলের দলীয় কার্যালয় রয়েছে বলে আদালতে জানানো হয়। এই কারণে প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেকের সংস্থার আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, যে নির্মাণ নিয়ে অভিযোগই নেই, সেই জমিতে কীভাবে ভাঙার পদক্ষেপ করা হল, তা স্পষ্ট নয়। এর ফলে তাঁর মক্কেলের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এই ক্ষতির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও আদালতের সামনে রাখেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। এর আগে মামলার শুনানিতে অভিষেকের সংস্থার তরফে আরও অভিযোগ করা হয়েছিল, কার্যালয় ভাঙার আগে সম্পত্তির মালিকপক্ষকে যথাযথ কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন এই পদক্ষেপ করছে, সেই বিষয়েও তাঁদের বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি বলে দাবি করা হয়। এমনকি, কোন নথির ভিত্তিতে নির্মাণটিকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই তথ্যও মালিকপক্ষকে দেওয়া হয়নি বলে আদালতে জানানো হয়েছিল। আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, কাউকে তাঁর বক্তব্য জানানোর বা প্রয়োজনীয় নথি পেশ করার সুযোগ না দিয়েই ভাঙার কাজ শুরু করা হয়েছে। যদি নির্মাণের কোনও অংশ সত্যিই বেআইনি হয়ে থাকে, তা হলেও প্রথমে মালিকপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিজে থেকে তা সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল বলে আদালতে সওয়াল করা হয়। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তরফে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র। তিনি মামলাটির বিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে জানানোর জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়ে নেন। রাজ্যের তরফে আদালতের কাছে আবেদন করা হয়, মামলাটির শুনানির প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হোক। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আদালত জানিয়ে দেয়, ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় ভাঙা যাবে না। তার আগে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর মামলাটির ফের শুনানি হবে। ফলে আপাতত আমতলায় অভিষেকের কার্যালয় নিয়ে প্রশাসনের ভাঙার প্রক্রিয়া বন্ধই থাকছে। আগামী শুনানিতে জমির দাগ নম্বর, নির্মাণের বৈধতা, নোটিস দেওয়া হয়েছিল কি না এবং প্রশাসনের পদক্ষেপের পদ্ধতি; এই সমস্ত বিষয় আদালতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতে পারে। এখন ৮ সেপ্টেম্বরের শুনানির দিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

'মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ'

টুলুর রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ হাই কোর্টে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ আগস্ট, ২০২৬ঃ কলকাতা হাই কোর্টে বড় ধাক্কা খেলেন 'পাথরসম্রাট' নামে পরিচিত টুলু মণ্ডল। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া দুটি এফআইআর-এর তদন্তে রক্ষাকবচ চেয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ফলে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে। তবে তদন্তের মধ্যে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাকলে আইন অনুযায়ী জামিনের আবেদন জানানোর সুযোগ তাঁর কাছে খোলা রয়েছে বলেও স্পষ্ট করেছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতে টুলু মণ্ডলের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত জানিয়ে দেয়, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্তে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। ফলে পুলিশের তদন্তে আর কোনও আইনি বাধা রইল না। মামলাটি ঘিরে আদালতের পর্যবেক্ষণও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মামলার সূত্রপাত বীরভূমের ডেউচায় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ওই ঘটনায় পুলিশের তদন্ত এগোতেই টুলু মণ্ডলের নাম সামনে আসে বলে জানা যায়। এরপর তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয়। টুলুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগাযোগ থাকতে পারে, এমন সন্দেহে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। প্রায় ২০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে টুলু মণ্ডল আদালতের রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর আবেদন ছিল, পুলিশের তদন্ত চললেও যেন তাঁকে গ্রেপ্তারের মতো কোনও কঠোর পদক্ষেপের মুখে পড়তে না হয়। তবে বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। শুনানিতে টুলু মণ্ডলের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে ওঠা বেআইনি ব্যবসার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, টুলুর সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বৈধ এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স রয়েছে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি ব্যবসার অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই বলেই আদালতে সওয়াল করেন তিনি। অন্যদিকে, রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে একটি মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেন। ওই রিপোর্টে তদন্তে এখনও পর্যন্ত কী কী তথ্য উঠে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে বলে জানা যায়। আদালত সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর তদন্তে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুনানির সময় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য টুলু মণ্ডলের পরিস্থিতি নিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। রামায়ণের চরিত্র ইন্দ্রজিতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মামলাকারী যেন মেঘের আড়ালে থেকে সবকিছু লক্ষ্য করছেন। টুলু বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন বলেও আদালতে জানানো হয়। এই পরিস্থিতিতে বিদেশে থাকা একজন ব্যক্তিকে কী ধরনের রক্ষাকবচ আদালত দিতে পারে, সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। তদন্ত শুরু হওয়ার পরেই টুলু মণ্ডল দেশ ছেড়েছেন বলে মামলায় উঠে এসেছে। বর্তমানে তিনি দুবাইয়ে রয়েছেন এবং সেখান থেকেই তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে অবস্থান করেই তিনি কলকাতা হাই কোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন করেছিলেন। এখন পুলিশের তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং টুলুর বিরুদ্ধে আরও কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর থাকবে।

ফের রাজ্য সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি, এবার তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার জনৈক সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ফের রাজ্য সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি দেখা গেল হাওড়ায়। তোলাবাজির অভিযোগে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার হাতে গ্রেপ্তার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এর আগে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানা এবং নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রে ঘুষ-কাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এবার হাওড়ার গোলাবাড়িতে থানার এক সিভিকের তোলাবাজির অভিযোগ প্রকাশ্যে এলো। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ সরিফুদ্দিন ওরফে কুরবান। এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জোর করে ৫০ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তারের পর বৃহস্পতিবার তাঁকে হাওড়া আদালতে পেশকরা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জনৈক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে জোর করে আদায়ের অভিযোগ ওঠে কুরবানের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, প্রায় ১০ বছর ধরে গোলাবাড়ি থানায় কর্মরত রয়েছেন কুরবান। প্রসঙ্গতঃ সাম্প্রতিক সময়ে হাওড়ায় ঘুষ-কাণ্ডের অভিযোগে পুলিশ কর্মীদের গ্রেপ্তারির মধ্যেই এবার সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেপ্তার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর আগে গত সোমবার হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার মধ্যে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাতেনাতে গ্রেফতার হন সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত সরকার। দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা তাঁকে গ্রেফতার করেন। পরদিন মঙ্গলবার সাঁকরাইলের নাজিরগঞ্জ তদন্তকেন্দ্রের কনস্টেবল শুভময় মণ্ডলকেও ঘুষ নেওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয়। এরপরেই তোলাবাজির অভিযোগে গোলাবাড়ি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার কুরবানের গ্রেপ্তারি নিয়ে রাজ্য সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি এক্ষেত্রেও সামনে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গৃহস্থের বাড়ি থেকে প্রায় ৬-৭ ভরি সোনার গহনা এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ হাওড়ার বালিতে গৃহস্থের বাড়ি থেকে প্রায় ৬-৭ ভরি সোনার গহনা এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতার ট্যাংরা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বালির শান্তিরাম রোডে প্রায় মাসখানেক আগে গত ২৬ জুলাই ওই চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় বালির শান্তিরাম রোডের বাসিন্দা শৈবাল গুপ্ত সপরিবারে স্থানীয় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে তাঁরা দেখেন, ঘরের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। আলমারি থেকে প্রায় ৬-৭ ভরি সোনার গহনা এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা খোয়া যায় বলে তাঁদের অভিযোগ। এদিকে, এই ঘটনার পর তদন্তে নামে পুলিশ। ২৭ জুলাই বালি থানা মামলা শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং চুরির ধরন ও তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আশপাশের বিভিন্ন থানা এলাকাতেও খোঁজখবর শুরু করে। এরপর অভিযুক্তের সন্ধান মেলে। অভিযান চালিয়ে কলকাতার ট্যাংরা থানা এলাকার বাসিন্দা করিম মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সোনার গহনা উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। থানার তদন্তকারী অফিসার খগেন মজুমদার এবং তাঁর সহকারী রবীন্দ্রনাথ রুইয়ের নেতৃত্বেই তদন্তে সাফল্য আসে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এই চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গ্রামীণ হাসপাতালে বেহাল সরকারি আবাসন, ভাড়া বাড়িতে চিকিৎসক-নার্সরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কুলতলি সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার কুলতলি। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের চিকিৎসার অন্যতম ভরসা জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতাল। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে আসেন। অথচ সেই হাসপাতাল চত্বরেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকার জন্য তৈরি সরকারি আবাসন গুলির বেহাল দশা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। হাসপাতাল চত্বরে থাকা মোট ১১টি সরকারি আবাসনের একটিও বর্তমানে বসবাসের উপযোগী নয় বলে অভিযোগ। কোথাও ছাদের চাঙ্গর খসে পড়ছে, কোথাও আবার দীর্ঘদিনের অযত্নে আবাসন গুলির পরিকাঠামো কার্যত ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। ফলে হাসপাতালের ৬ জনচিকিৎসক, ১২ জন নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের বাধ্য হয়ে হাসপাতালের বাইরে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কেন্দ্রে চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসনের এমন পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে রোগীর আত্মীয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসক বা নার্সের প্রয়োজন হলে তাঁরা হাসপাতাল চত্বরে না থাকায় পরিষেবা পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। বিশেষ করে রাতের দিকে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দা ও রোগীর আত্মীয়দের দাবি, দ্রুত সরকারি আবাসন গুলি সংস্কার করে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি হাসপাতাল চত্বরেই থাকতে পারেন, তাহলে জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের পরিষেবা আরও দ্রুত দেওয়া সম্ভব হবে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও অনেক জায়গাতেই সহজ নয়। ফলে হাসপাতালের কাছাকাছি চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসন থাকা শুধু তাঁদের সুবিধার বিষয় নয়, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে আবাসনগুলির এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছাদ থেকে চাঙ্গর খসে পড়ার মতো ঘটনায় আবাসন গুলিতে বসবাস করা কার্যত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু সাময়িক মেরামতি নয়, প্রয়োজন হলে পুরনো আবাসন গুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে স্থায়ী সংস্কারের ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে। তবে সরকারি আবাসনের এই বেহাল দশা এবং বাইরে ভাড়া বাড়িতে থাকার বিষয়ে কর্মরত কোনও চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য কর্মীরা কোনো মন্তব্য করতে রাজী হয়নি। দ্রুত সরকারি উদ্যোগে হাসপাতালের আবাসন গুলি সংস্কার করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বসবাসের উপযোগী করার দাবি তোলা হয়েছে। দ্রুত স্বাস্থ্য দফতরের হস্তক্ষেপ চায় এলাকার মানুষজন।

২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে কলকাতার গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে আয়োজিত 'ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ প্রমোটি অফিসার্স ফেডারেশন'-এর দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার জৈন, কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী প্রেম সাগর গুপ্ত, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী মণীশ জৈন এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা একটি স্মারক প্রকাশ করছেন।

রায়দিঘিতে ১০ বাংলাদেশি নাগরিক আটক, চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়দিঘী, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সুন্দরবন পুলিশ জেলার রায়দিঘি থানার নগেন্দ্রপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল পুলিশ। গাজীর মোড় এলাকার ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ, দু'জন মহিলা এবং তিন শিশু রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে আটক প্রত্যেকেই বাংলাদেশের ফিরোজপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন। তাঁদের কাছে ভারতে প্রবেশের বৈধ নথিপত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের কয়েকজন বেঙ্গালুরুতে নির্মাণ ও ভাঙাচোরা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলেন। সেখানে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হওয়ার পর তাঁরা রায়দিঘি থানা এলাকায় চলে আসেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে তাঁদের ওই এলাকায় দেখা যাচ্ছিল বলেও পুলিশ সূত্রে দাবি। আটক ১০ জনকে বৃহস্পতিবার রায়দীঘি থানা থেকে লদীকান্তপুরের হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের কাছে বৈধ কাগজ পত্র ছিল কি না এবং রায়দিঘিতে তাঁদের থাকার কারণ কী; এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই নগেন্দ্রপুর ও গাজীর মোড় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রায়দিঘি থানার পুলিশ।

খড়্গপুর-ভদ্রক চতুর্থ রেললাইন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ খড়্গপুর-ভদ্রক (রণিতাল) চতুর্থ রেললাইন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন মেলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছেন, প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার মধ্যে রেল যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করবে এবং পূর্ব উপকূলীয় রেল করিডরের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে। সমাজমাধ্যমে করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় ১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বহু-ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে খড়্গপুর রুটে ট্রেন চলাচলের চাপ কমবে। যাত্রীবাহী ট্রেন আরও দ্রুত, মসৃণ এবং সময়নিষ্ঠভাবে চলাচল করতে পারবে। একই সঙ্গে পণ্যবাহী রেলের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ইস্পাত, কয়লা, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট, মোটরগাড়ি, কনটেনার এবং খাদ্যশস্য পরিবহণে এই প্রকল্প বিশেষ সহায়ক হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE PIYUSH LTD

Corporate Identity No: L51109WB1981PLC034303;
Registered Office: 13, Mandevilla Gardens, Govardhan, Flat - 1A, 1st Floor, Ballygunge, Kolkata – 700 019;
Mob. No.: +91-91632 03304;
Email ID: goenka2012@gmail.com; **Website:** https://piyushlimited.in/

This Exit Offer Public Announcement (**"Exit Offer PA"**) is being issued by Piyush Goenka, member of the promoter and Promoter Group (**"Acquirer"**) of Piyush Ltd (**"PIL", "the Company"**) to the remaining Public Shareholders (**"Residual Public Shareholders"**) of the Company consequent to the voluntary delisting of fully paid up equity shares of the Company having face value of Rs.10/- each (**"Equity Shares"**) from The Calcutta Stock Exchange Limited (**"CSE"**), pursuant to Regulation 26 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (**"SEBI Delisting Regulations"**).

This Exit Offer PA is in continuation to and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated November 04, 2025 (**"IPA"**), Detailed Public Announcement dated April 30, 2026 published on May 04, 2026 (**"DPA"**), Letter of Offer dated April 30, 2026 (**"LOF"**) and Post Offer Public Announcement dated May 19, 2026 published on May 20, 2026 (**"Post Offer PA"**). Undefined capitalized terms used but not defined in this Exit Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the IPA, DPA, LOF and Post Offer PA.

1. INTIMATION OF DATE OF DELISTING

1.1 Following the closure of the Delisting Offer and in accordance with the SEBI Delisting Regulations, the Company had on May 27, 2026 applied for final approval for delisting of its equity shares from CSE.

1.2 CSE vide its letter reference no. CSE/LD/DL/18163/2026 dated July 24, 2026 has informed that the equity shares of the Company have been delisted from CSE effective from July 25, 2026 (**"Delisting Date"**). Delisting of the Equity Shares of the Company means that the equity shares will no longer be available for trading on CSE from the date of delisting.

2. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

2.1 In accordance with Regulation 26 and other applicable provisions of SEBI Delisting Regulations, the Residual Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the Reverse Book Building Process or who unsuccessfully tendered the equity shares in the Reverse Book Building Process and are currently holding equity shares in the Company will be able to tender their equity shares to the Acquirer at a price of Rs.668/- per Equity Share (**"Exit Price"**) for a period of one year starting from the date of delisting i.e., from Saturday, July 25, 2026 to Saturday, July 24, 2027 (both days inclusive) (**"Exit Period"**).

2.2 A separate exit letter of offer along with exit application form (**"Exit Letter of Offer"**) containing the terms and conditions for participation of the Residual Public Shareholders during the Exit Period shall be dispatched by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, August 14, 2026. The Residual Public Shareholders may tender their Equity Shares by submitting the required documents to the Registrar to the Exit Offer during the Exit Period as set out in Exit Letter of offer.

2.3 In the event the Residual Public Shareholders do not receive their Exit Letter of Offer, they may obtain a copy by writing to the Registrar to the Exit Offer with the envelope marked **"PIYUSH LTD - EXIT OFFER"**. A soft copy of this Exit Letter of Offer along with Exit Offer Application Form can be downloaded from the website of the Company i.e., https://piyushlimited.in/ or the website of the Manager to the Exit Offer i.e. www.intelligentgroup.org.in/.

3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS

Subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Exit Letter of Offer, the Acquirer intends to make payment on a monthly basis, within 10 working days at the end of the calendar month in which equity shares have been validly tendered (**"Monthly Payment Cycle"**) Payments will be made only to those Residual Public Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions as set out in the Exit Letter of Offer and Exit Offer Application Form. The Acquirer reserves the right to make payment earlier.

Any changes to the information set out in the Exit Offer Public Announcement or Exit Letter of Offer will be informed by the Acquirer to the Residual Public Shareholders by way of a Public Announcement.

If the shareholders have any query with regard to this Exit Offer, they may contact the Registrar to the Exit Offer or the Manager to the Exit Offer. All other terms and conditions of the Exit Offer as set forth in the IPA, DPA, LOF and Post Offer PA shall remain unchanged.

Intelligent Money Managers Private Limited CIN: U65923WB2010PTC156220 2nd Floor, YMCA Building, 25, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata – 700 087; Tel. No.: +91-33-4065 6289; Email: info@intelligentgroup.org.in; Website: www.intelligentgroup.org.in/; Contact Person: Mr. Amit Kumar Mishra; SEBI Registration No.: INM000012169; Validity Period: Permanent.	Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. CIN: U20221WB1982PTC034886 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001; Tel. No.: +91-33-2248 2248/ 2243 5029; Email: compliance@mdplcorporate.com; Website: www.mdpl.in; Contact person: Mrs. Nilufar Firdous; SEBI Registration Number: INR000000353; Validity Period: Permanent.

Date: August 20, 2026
Place: Kolkata

For and on behalf of Acquirer
Sd/-
Piyush Goenka

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬০ সংখ্যা, শুক্রবার , ৩ ভাদ্র, ১৪৩৩

কংগ্রেসী অতুল্য ঘোষ

যাঁরা আজকাল রাজনীতিতে কুকথা ও মিথ্যাচার নিয়ে সরব হন ও মানুষকে বোঝান... আহা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। তাঁদের সামনে ও বিস্মিত প্রায় বাঙালির সামনে রাখলাম এক প্রতিবেদন যেখানে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মিথ্যাচার ও কুকথা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও রেহাই দেয় নি। অতুল্য ঘোষের নাম শুনেছেন? না শুনে বা জেনে থাকলে জেনে নিন তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, লোকসভার প্রাক্তন সদস্য। এছাড়া তিনি ছিলেন 'নিউ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন করে। বাংলা ভাগের সীমারেখা কী হবে, তাই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে যে চারটি প্রস্তাব জমা পড়ে, তার মধ্যে একটি প্রস্তাব দেয় এই 'নিউ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন।' এমনকি পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পরেও এই সংগঠনটি বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত তৎকালীন বিহারের মানভূম জেলা ও অসমের গোয়ালপাড়া জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন করে। তাই পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষায় অতুল্য ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য। এইবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান শুনুন। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাঁকে গ্রেফতার করে পাঠানো হয় মেদিনীপুর জেলে। জেলের ভেতরেই এক অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জের সময়ে, পি.কিড নামে এক ইংরেজ অফিসার তাঁর হাতের লাঠি অতুল্য ঘোষের চোখে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে আজীবনের জন্যে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া সেইসময় জেলে তাঁর স্পাইনাল টিউবারকলোসিস রোগ ধরা পড়ে। কিন্তু জেলের ইংরেজ ডাক্তার তাঁকে ভুল ওষুধ দেওয়ায় অবস্থার অবনতি হয়। পরে অবশ্য সেই ডাক্তার ক্ষমা চেয়ে নেন অতুল্য ঘোষের কাছে। আর একবার জেলেই মেরে তাঁর ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত হাড় ভেঙে দেওয়া হয়। যার ফলে তাঁকে আজীবন খুঁড়িয়ে চলতে হয়েছে এবং শরীরের পিছনের দিকে তাঁকে আজীবন লোহার খাঁচা জাতীয় একটি সরঞ্জাম বেঁধে থাকতে হয়েছে। ভাবুন এক ভদ্রলোককেও তাও আবার যে সে নয় রীতিমতো একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা, যিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে এক চোখ খুইয়েছেন! এবং আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ গঠনের জন্য বিরাট আন্দোলন করেছেন, তাঁকে আপনি কি করবেন? ব্যঙ্গ করবেন? কানা বলে ডাকবেন? নাম দেবেন কানা অতুল্য? আপনি একজন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী হলে নিশ্চয়ই দেবেন না। দেওয়া তো দূর, মনে-মনে কল্পনাটা অবধি নিশ্চয়ই করবেন না। কিন্তু কমিউনিস্টরা করেছিল, শুধু তাইই নয়, তারা এই মহান ব্যক্তিত্বকে কোনোদিনই ন্যূনতম সম্মানটুকু অবধি দেয়নি। আর সে জন্যই এই মহান সর্বহারার দল এই যশস্বী ব্যক্তিকে নিয়ে তিনটে ছড়াও লিখে ফেলেছিল! 'দুআনা সের বেগুন কিনে মন হলো প্রফুল্ল; বাড়িতে এসে দেখি কানা অতুল্য।' এবং 'ইন্দিরা মাসি বাজায় কাঁসি, প্রফুল্ল বাজায় ঢোল। আয় অতুল্য খাবি আয়, কানা বেগুনের ঝোল।' ' মাছের শত্রু কচুরিপানা; দেশের শত্রু অতুল্য কানা।' এই তিনটে ছড়া সেইসময় (১৯৬৭ সালে) সারা বাংলা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল!

শিল্পী অংশুমান রায়

জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী এবং লোকসঙ্গীত গবেষক অংশুমান রায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৯ আগস্ট, ১৯৩৬ সালে। অংশুমান রায় - যাঁর হাত ধরেই রাঢ় বাংলার লোকগানের সুর সমাদৃত হয় বাংলা সঙ্গীতের জগতে এবং পৌঁছে যায় বাংলার প্রতিটি কোণে। যাটের দশক থেকে শুরু করে আশির দশকের শেষ অব্দি যিনি বাংলা সঙ্গীতের জগতে স্বমহিমায় বিরাজ করেছেন এবং বাংলা সঙ্গীতের জগতে একটি নতুন ঘরানার সৃষ্টি করেছেন। ঝাড়গ্রাম শহরের বুকেই বাছুরডোবা অঞ্চলে জন্ম হয় অংশুমান রায়ের। ছোটবেলা থেকেই চারিপাশে লালমাটি - শালবন নিয়ে এবং সন্ধ্যে নামলেই মাদলের তালে তালে ঝুমুর, টুসু, ভাদু গান শুনে তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন। পরিবারের এক পূর্বপুরুষ বাঁকুড়ার এক জমিদার সভায় সভাগায়ক ছিলেন এবং তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে সেই জমিদার তাঁকে রায় উপাধিতে ভূষিত করেন। সে অর্থে গান ছিল তাঁর রক্তে। ছেলেবেলায় বড়দার উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় এবং তাঁরই হাত ধরে গান শেখার শুরু। সেই সূত্রে বড়দা শঙ্কর রায়কেই তাঁর প্রথম গুরু বলা চলে, যাঁর কাছে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা পান। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বাবার ঝাড়গ্রামনিবাসী এক বন্ধুর কাছেই রাগপ্রধান সঙ্গীত ও ঠুংরীর তালিম নেন। গানের পাশাপাশি তবলা ও বেহালা বাজানোও তিনি শিখেছিলেন। এছাড়াও ঝাড়গ্রামেরই এক বন্ধুর বাবার কাছ থেকে তিনি বাঁশি ও মাদল বাজানোও শিখেছিলেন। ৫০ এর দশকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ঝুমুর, ভাদু, টুসু - রাঢ় বাংলার এইসব লোকসঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করেন এবং এর জন্য তিনি দীর্ঘদিন পুরুলিয়ার অযোধ্যা, বাঘমুন্ডি, পঞ্চকুটের পাহাড়ি অঞ্চলে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে দিন কাটান। এই গবেষণার কারণেই পরের দিকে তাঁর গানে রাঢ় বাংলার লোকগীতির কথা, সুর ও বাদ্যযন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। এই সময় থেকেই লালমাটির সুর-গান ও লোকজনের কথা তিনি সবার সামনে তুলে ধরতে শুরু করেন। ষাটের দশকে কলকাতায় থাকাকালীন তিনি প্রবীর মজুমদারের কাছে আধুনিক গানের তালিম নেন এবং পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছেও সঙ্গীতশিক্ষা করেন। সঙ্গীতশিক্ষা সম্পূর্ণ করে তিনি গানের জগতে প্রথম পা রাখেন 'সাঁঝে ফোটে ঝিঙা ফুল / সকালে মলিন গো'- এই গানের মাধ্যমে। এটিই তাঁকে বাংলা গানের সার্বিক শ্রোতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল। ১৯৬২ সালে গানটি অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা শাখা থেকে সম্প্রচত্রার করা হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা াব। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

কর্ণাটকের শিল্প সংস্কৃতি ঐতিহ্য

সৌমিত্র মুখার্জি

গতকাল সকালে ব্যাঙ্গালোর থেকে বেরিয়ে আমরা এসেছি মাইসুরু বা পূর্বের মহিশুরে। মাইসুরে দেখেছি শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপু সুলতানের সামার প্যালেস, রঙ্গনাথ মন্দির, চামুন্ডা হিলস, চামুন্ডা মন্দির, মাইসুরু প্যালেস ও বৃন্দাবন গার্ডেন। কোদগু বা কুর্গ ঃ আমরা কুর্গের পথে মাইসুরু থেকে । সরা সরি গেলে ঘন্টা তিনেক লাগবে, দূরত্ব মাইসুরু থেকে কমবেশি ১২০ কিমি। এই দূরত্ব কম হলেও সময় লাগবে বেশি,আমরা তো টুরিস্ট। দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে দেখতে যাবো। সকালে উঠে তৈরি। আমাদের গাড়ির চালক সাদ্দাম হোসেন সকালেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন সাড়ে সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে। আটটার মধ্যেই আমরা মাইসুরু থেকে বেরিয়ে পড়লাম কুর্গের উদ্দেশে। মাইসুরু (মহিশুর) শহরটি পরিষ্কার পরিছন্ন একটি শহর। রাস্তার ধারে বড় বড় গাছ, ফুটে আছে নানা রঙের রঙিন ফুল। বহুতল, অফিস, আবাসন, স্কুল, হাসপাতাল রাস্তার ধারে। অবিন্যস্ত নয় রীতিমতো সাজানো। এবার শহর ছেড়ে রাস্তা ধরে যাচ্ছি। মাঠ, চাষের ক্ষেত, গাছের সারি আবার শুখনো জলাশয়। বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে অফিস, আবাসন।

মিনিট চল্লিশ যাওয়ার পর সাদ্দাম বললেন সামনেই একটা ব্রেকফাস্ট করার জায়গা আছে আপনারা ব্রেকফাস্ট করলে গাড়ি দাঁড় করবো। বললাম আর একটু পরে। আমরা রাস্তার পাশে দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম। পথে কিছু জায়গা ঘিরে নার্সারি আছে। ফুলের চাষ হয়। এখানে কিছু সবজি আর রাগি চাষ হয়। রাগি আমাদের চলে না। আমরা তো চাল আটা খাই। একটা খোলা জায়গায় দেখলাম কয়েকটা নৌকা থুড়ি প্যাডেল বোট পড়ে আছে। সাদ্দাম বললেন এখানে একটা লেক ছিল। ওই যাকে একুয়াটিকা বলে। আগে নৌকা বিহারে, সুইমিং করতে লোকের ভিড় হতো। এখন তো জল নেই শুকনো। এটা এখন কয়েকটা বছর ধরেই হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে না।তবে বৃষ্টি না হলেও বড় গাছ আছে বলে সবুজের ছোঁয়া আছে।

অনেকটা পথ চলে এসেছি, এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি। আমাদের চেয়ে বরঞ্চ সাদ্দাম বেশি উদ্বিগ্ন। দুটো হোটেলের সামনে দাঁড়ালো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুটি হোটেলই আজকে বন্ধ। সাদ্দাম বললেন এখন টুরিস্ট কম বলে মনে হয় হোটেল বন্ধ। মন মতো হোটেল পাচ্ছে না বলে সাদ্দাম এদিক ওদিক দেখছে। হঠাৎ একটা টিনের চালা ঘরের সামনে দাঁড় করলো।

ভেতরে কিছু চেয়ার টেবিল রয়েছে। কয়েকজন বসে আছে। এইখানে ব্রেকফাস্ট করবো! পাশে একটা হলুদ রঙের ভ্যান। সাদ্দাম বললেন এখানেই ব্রেকফাস্ট করে নিন এর পর আর পাওয়া যাবে না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। কাছে গিয়ে দেখি হলুদ রঙের ভ্যানটা একটা মোবাইল ফুড স্টল। ইডলি আছে। গরম দোসা তৈরি হচ্ছে। আমরা দোসা অর্ডার করে

চেয়ারে বসে অপেক্ষা করলাম । কিছুক্ষনের মধ্যেই তৈরি হয়ে চলে এল দোসা। সঙ্গে সাম্বার, চাটনি। সাদ্দাম বললেন আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান তির্বতী মনাস্ট্রি। পথে পড়ল কুর্গ জেলার অন্যতম শহর কুশলনগর। একশো টাকা এন্ট্রি ফি দিয়ে আমরা শহরে যাওয়ার অনুমতি নিলাম। কুশলনগরের কাছে দুটি পর্যটন কেন্দ্র আছে একটি বাইলাকাপ্পা মনাস্ট্রি অপরটি নিঃস্বর্গ ধাম। মূল রাস্তা থেকে ভেতরের রাস্তা দিয়ে মনাস্ট্রি যেতে হয়।

মাইসুরু থেকে দূরত্ব প্রায় ৯০ কিমি, সময় লাগে প্রায় দু ঘন্টার ওপর। আমাদের সময় লাগল প্রায় তিন ঘন্টা কারণ আমরা ব্রেকফাস্ট এর জন্য কিছুটা সময় দিয়েছি। গোল্ডেন টেম্পেল নামে পরিচিত এই তির্বতীয় ক্যাম্প যার পোশাকি নাম নামদ্রোলিং মোনাস্ট্রি ।

১৯৬৩সালে ভারত সরকার প্রদত্ত জমিতে তির্বতের ধর্মগুরু এই মনাস্ট্রি তৈরি করেন। এখানে বর্তমানে প্রায় ৫০০০ শিক্ষার্থী ও সন্ন্যাসীরা থাকেন। বিভিন্ন দেশে বিদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মলম্বীরা এখানে আসেন। আশে পাশের অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানুষের সেবা এবং নিজেদের ধর্ম পালন করাই উদ্দেশ্য।

আমাদের গেটে নামিয়ে দিয়ে কার পার্কিং এর জায়গায় চলে গেলেন সাদ্দাম। বড় গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সামনের দিকে বোধহয় অথিতিশালা। এক পাশে শো রুম। গাছ আর ফুলে সাজানো বাগান। সামনের বাড়িটা পাশে রেখে আমরা মূল মন্দিরের কাছে গেলাম।

জুতো স্ট্যান্ডে জুতো রেখে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতো রাখার জন্য ব্যাগ নিলাম। ব্যাগে সব জুতো রেখে ব্যাগটা ওঁদের হাতে দিয়ে দিলাম। ব্যাগের নাম্বার বলে দিলো ওটা ফেরত নেওয়ার সময় বলতে হবে। মনাস্ট্রিটে কোনও প্রবেশ মূল্য নেই শুধু জুতোর জন্য তিন টাকা করে দিতে হবে। হাসপাতাল আছে, স্কুল আছে তবে সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আমরা খালি পায়ে ভিতরে ঢুকলাম। বিশাল কক্ষে তিনটি বুদ্ধ মূর্তি। এক একটি বুদ্ধের এক একটি নাম। মধ্যবর্তী মূর্তিটি আমাদের চির পরিচিত বুদ্ধের মূর্তি। তির্বতী শিল্পে দেওয়াল গুলি রাঙানো। একটা শান্ত ভাব। ছবি তোলায় কোনও নিষেধ নেই।অনেকেই ধ্যান করছেন। মোমবাতি বা ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন। বাহিরে অসাধারণ মুরাল চিত্র। একঘন্টার মধ্যে আমরা মনাস্ট্রি দেখলাম।

নিঃস্বর্গ ধাম ঃ

নামদ্রোলিং মোনাস্ট্রি থেকে নিঃস্বর্গ ধামের দূরত্ব ১০ কিমি সময় ২০ মিনিট। নিঃস্বর্গ ধাম কাবেরী নদী ঘিরে আছে এই দ্বীপটির অবস্থান। প্রায় ৬৪একর জমি নিয়ে এই আকর্ষণীয় পার্কটি তৈরি করা হয়। প্রকৃতির বুকে বাঁশ বন, টিক ও চন্দন গাছের ছায়া দিয়ে ঘেরা এই দ্বীপ। একটি ঝুলন্ত সেতু দিয়ে আমরা দ্বীপে প্রবেশ করলাম। পার্কটি ঘুরে দেখার জন্য রাস্তা আছে। চারিদিকে বিভিন্ন গাছ। বিনোদনের জন্য পাখির সঙ্গে ছবি তোলা। উঁচু গাছ থেকে নেমে আসার জন্য জিপ রোলিং আছে। ঘেরা জায়গায় হরিণ, খরগোশ আছে। কোদাগু আদিবাসীদের বিভিন্ন মডেল আছে। নারী, পুরুষ, গ্রাম্য নাচ এইসব। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে আমরা গিয়ে পৌছালাম কাভেরি নদীর কাছে। যে জায়গাটা টুরিস্টদের জন্য নদীতে নামার জায়গা সেখানে নদী খুবই সংকীর্ণ, নদী না বলে নালা বলা যায়। নদীতে জল নেই বললেই চলে শুধু পাথরের খাঁজে খাঁজে জল। নদীর ওপর পারের লম্বা গাছগুলো ডালপালা ছড়িয়ে ছায়াময় এক আশ্চর্য পরিবেশ তৈরী করেছে। বেশ ভিড়, কমবয়সী ছেলে মেয়েদের মনেহয় সবাই ছাত্র । সবাই ছবি তুলছে। একজন বছর তিরিশের যুবক আমাকে ডেকে তার পাশে বসতে বলল। সে নদীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কিছু বলছে কিন্ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভাঙা হিন্দি বা দুর্বল ইংরেজি দিয়ে শেষে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম কী সে বলতে চাইছে! সে নিজের ভাষা ছাড়া কিছুই জানে না। তবে আকার ইঙ্গিত দিয়ে যা বোঝালো তাতে মনে হয় ও বলতে চাইছে এখন নদী শুখনো আছে কিন্তু বর্ষায় এই নদী ভয়াল আকার ধারণ করে। হরপা বান এসে সব কিছু তছনছ করে দেয়। চারিদিকে সবুজ গাছপালায় ভরা এই কুর্গ, সঙ্গে নদী, ঝর্ণা। কুর্গ একটি পৃথক দেশীয় রাজ্য ছিল। এখানকার রাজা ছিলেন এবং পরে ব্রিটিশ অধিকৃত হয়।কুর্গের অধিবাসী বা কোদাভুরা মূলত যোদ্ধা। এখানকার কফি, গোলমরিচ, কোকো ও মশলা বিখ্যাত। ধান চাষ ও কিছু জায়গায় হয়। পাহাড়ের ধারে বড় গাছের তলায় চাষ হচ্ছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো কুর্গ ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ সালে কর্ণাটক রাজ্য গঠিত হলে কুর্গ কর্নাটকে যুক্ত হয়। বর্তমানে কুর্গ কর্ণাটকের একটি জেলা এবং এখনকার নাম কোদাগু। মাদিকেরি সদর এছাড়া কয়েকটি তালুক আছে তার অন্যতম কুশলনগর। পশ্চিম ঘাট পর্বত মালায় অবস্থিত কুর্গকে ভারতের স্কটল্যান্ড বলা হয়। কেন বলা হয় তা অবশ্য জানি না কারণ স্কটল্যান্ড আমি কোনোদিনও যাইনি। আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাদৃশ্য আছে বলে হয়ত বলে। আবহাওয়া মনোরম। গরম কালে তেমন গরম নেই আবার শীতকালে তাপমাত্রা খুব একটা নামে না। ১০ডিগ্রির আশেপাশে থাকে আবার গরমকালে ২৮ডিগ্রির বেশি তাপমাত্রা হয় না। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কুর্গের অধিবাসী।

মহাজাতি সদন উদ্বোধনে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ

সৌরভ দাস

'তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত যে মহৎ, পিতা। 'মহাজাতিসদন'- এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ। ১৯৩৭ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর বন্ধু অ্যাডভোকেট নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়িতে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটি সভা ডেকেছিলেন। ওই সভায় সুভাষচন্দ্র কলকাতা নাগরিকদের সভা সমিতি ডাকার উপযুক্ত একটি বড় প্রেক্ষাগৃহ স্থাপনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। এর কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্র মধ্য কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগস্থলের কাছে কলিকাতা পৌরসংস্থার ৩৮ কাঠা জমির সন্ধান পান। এই স্থানটি সুভাষচন্দ্রই প্রস্তাবিত প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য নির্বাচন করে। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কলিকাতা পৌর সংস্থা এক টাকা লিজে জমিটি সুভাষচন্দ্রকে হস্তান্তরিত করে।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এই প্রেক্ষাগৃহটির ভিত্তি স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন এবং বিশ্বকবি তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগস্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করে বলেন, আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি একটি দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন পূরণের সূচনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। মহাজাতি সদনের পরিকল্পনা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র, নামকরণ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্র নাথ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র রায় এবং আরো অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই মহাজাতি সদনের উদ্বোধন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ, 'বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা -আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা যাহা প্রতীকস্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হই নি। পরিশেষে, আপ নার পবিত্র করকমলের দ্বারা ' মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ বপন করাতে পেরেছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতে জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা আপনা- আপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভেতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডি মানে নি।এমনকি জাতীয়তার গণ্ডিও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন তাকি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নব জাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করে নি? আমরা জানি যে, আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। নবজাগরণের ফলে , প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্মা যখন ' বহু '-র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে, একদিকে রাষ্ট্র এবং অপরদিকে সমাজ তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ হল রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বছর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নতুন যুগ আরম্ভ হয় সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীর ও বিদেশী- বর্জনের যুগ। তারপর একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে আমলাতন্ত্রের দমননীতি এমন এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করল যে, দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করল। দশ বৎসর অতীত হতে না হতে আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম ' অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের' অধ্যায়।

আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বর্জন করেছিলাম পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব ? অথবা আমরা কি গণ -আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ- সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্ক-বিতর্ক আমি শুরু করব না।... নবজাগ্রত মহাজাতি পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না।

গীতা দত্তের ভালোবাসায় ছিল অভিমান

চিত্তজিৎ দত্ত

গীতা দত্ত ও গুরু দত্ত ভালোবাসা, অভিমান আর এক করুণ পরিণতির গল্প। বাংলা ও হিন্দি সংগীতের ইতিহাসে গীতা দত্ত এমন এক নাম, যার কণ্ঠে ছিল এক অদ্ভুত মায়া। আনন্দ, প্রেম, অভিমান কিংবা গভীর বিষাদ;যে অনুভূতিই তিনি গেয়েছেন, তা যেন সরাসরি মানুষের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছেছে। অথচ এই প্রাণচঞ্চল শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল গভীর দুঃখ, অভিমান ও একাকিত্বের গল্প।

আর সেই গল্পের কেন্দ্রে ছিলেন পরিচালক-অভিনেতা গুরু দত্ত। গুরু দত্তের সঙ্গে গীতার প্রেমের শুরু, তাঁদের সংসার, ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত গীতার করুণ পরিণতি;সবকিছুই যেন একটি চলচ্চিত্রের চেয়েও বেশি নাটকীয়। এই গল্পে পরবর্তী কালে আরও দু'টি নাম বারবার উঠে আসে;ওয়াহিদা রেহমান ও আশা ভোঁসলে। তবে তাঁরা গীতার ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, এমন কথা বলার কোনো কারণ নেই। পরিস্থিতির জটিলতায় তাঁরা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই গীতার জীবনের এক দুঃসময়কে আরও গভীর করে তুলেছিলেন।

'সিআইডি'-তে দুই নতুন মুখ। ১৯৫৬ সালে মুক্তি পায় দেব আনন্দ অভিনীত 'সিআইডি'। ছবিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গুরু দত্ত এবং এই ছবিতেই হিন্দি সিনেমায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন ওয়াহিদা রেহমান। এর আগে দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করে ছিলেন তিনি।

অন্যদিকে ছবির সংগীত পরিচালক ওপি নাইয়ারের সুরে আশা ভোঁসলের কণ্ঠও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। 'লেকে পহেলা পহেলা পেয়ার' গানটি আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি ও শামসাদ বেগমের কণ্ঠে দারুণ জনপ্রিয় হয়। অন্যদিকে গীতা দত্তের কণ্ঠেও ছিল ছবির বেশ কিছু স্মরণীয় গান। 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল জিনা ইঁহা' কিংবা 'আঁখো হি আঁখো মে' আজও সেই সময়ের সোনালি দিনের স্মৃতি বহন করে।

কিন্তু কে জানত, এই ছবির সঙ্গে যুক্ত এই দুই নতুন মুখ;ওয়াহিদা ও আশা;পরবর্তী সময়ে গীতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের কঠিন অধ্যায়ের সঙ্গে এত গভীর ভাবে জড়িয়ে যাবেন! গুরু দত্তের জীবনে ওয়াহিদার আগমন তামিল নাড়ুর এক শিক্ষিত পরিবারে জন্ম ওয়াহিদা রেহমানের। ছোটবেলা থেকেই ভরতনাট্যমে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু অল্প বয়সে বাবাকে হারানো এবং মায়ের অসুস্থতার কারণে সংসারের দায়িত্ব তাঁকে অন্য পথে নিয়ে যায়।

নৃত্য থেকেই তাঁর চলচ্চিত্রে প্রবেশ। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে কাজ করার সময়ই গুরু দত্তের নজরে পড়েন তিনি। গুরু তাঁকে বোম্বেতে নিয়ে আসেন এবং 'সিআইডি'-তে অভিনয়ের সুযোগ দেন।

ওয়াহিদা পরবর্তীকালে বহুবার গুরু দত্তকে তাঁর মেন্টর হিসেবে স্বীকার করেছেন। অভিনয়ের অনেক কিছুই তিনি গুরুর কাছ থেকেই শিখে ছিলেন। এরপর 'পিয়াসা', 'কাগজ কে ফুল', 'চৌধরি কা চাঁদ', 'সাহেব বিবি আউর গুলাম';একাধিক ছবিতে গুরু দত্তের বিপরীতে ওয়াহিদা অভিনয় করেন। ওয়াহিদার অভিনয় প্রতিভা তখন ক্রমশ পরিণত হচ্ছিল এবং তিনি নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু এই পেশাগত সম্পর্কের পাশাপাশি গুরু ও ওয়াহিদার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও নানা কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। গুরু দত্তের পরিবারের কয়েকজন বরাবরই দাবি করেছেন, তাঁদের সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যার কিংবা ভাই-বোনের মতো। কিন্তু চলচ্চিত্রজগতের একটি বড় অংশ মনে করত, তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। গীতা দত্তও এই গুঞ্জনে বিশ্বাস করেছিলেন বলে বিভিন্ন স্মৃতিচারণে উল্লেখ পাওয়া যায়।

আসল সত্য কী ছিল, তা আজও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট;এই সন্দেহ গীতার দাম্পত্য জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। গীতা ও গুরুর সংসারে দূরত্ব গুরু দত্ত ছিলেন অত্যন্ত অন্তর্মুখী ও স্বল্পভাষী মানুষ। নিজের অনুভূতি সহজে প্রকাশ করতে পারতেন না। অন্যদিকে গীতা ছিলেন আবেগ প্রবণ, প্রাণচঞ্চল এবং স্বামীর কাছ থেকে ভালোবাসার প্রকাশ আশা করতেন। ফলে ভুল বোঝাবুঝি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

গুরুর সঙ্গে ওয়াহিদার ঘনিষ্ঠতার খবর গীতার মনে সন্দেহ ও কষ্ট তৈরি করেছিল। তিনি ক্রমশ ভেঙে পড়ছিলেন। একসময় স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে তিনি আলাদা থাকতে শুরু করেন। তবু গুরুকে তিনি মন থেকে কখনোই ছেড়ে যেতে পারেননি। পেশাগত জীবনেও আঘাত ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি গীতার পেশাগত জীবনেও তখন পরিবর্তন আস ছিল। ওপি নাইয়ারের সঙ্গে একসময় গীতার দারুণ সাফল্যের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরে আশার সঙ্গে ওপি নাইয়ারের ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশাই তাঁর প্রধান গায়িকা হয়ে ওঠেন। গীতার জন্য সুযোগ কমতে থাকে।

পরবর্তীকালে ওপি নাইয়ার নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে গীতার মতো প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান পাননি। এদিকে হিন্দি ছবির সংগীত জগতেও লতা মঙ্গেশ কর ও আশা ভোঁসলের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছিল। ফলে গীতার জায়গাটি আরও সংকুচিত হয়ে আসছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ভাঙন, পেশাগত জীবনে অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক সমস্যার চাপ;সব মিলিয়ে গীতা ক্রমশ এক গভীর হতাশার মধ্যে ঢুকে পড়ছিলেন। গুরু দত্তও হয়তো বুঝতে পারছিলেন যে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে। গীতাকে কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

এমনকি 'গৌরী' নামে একটি বাংলা ছবি করার উদ্যোগ নেন, যেখানে গীতাকে নায়িকার ভূমিকায় নেওয়া হয়েছিল। ছবিটির শুটিং কলকাতায় শুরু হলেও মাত্র দু'দিনের মধ্যেই গুরু ও গীতার মধ্যে প্রবল অশান্তি হয় বলে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত ছবিটি আর সম্পূর্ণ হয়নি। এদিকে গীতার আর্থিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকে।

গণিত সম্রাট যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীকে বাংলার সবাই ভুলে গিয়েছে

দেবেন্দ্র সরকার

গণিত সম্রাট খ্যাত যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি-যাদব নিবাস (১৮৫৫-১৯২০)। উল্লেখ্য, এই বাড়িটাই এখন সিরাজগঞ্জের North Bengal Medical College Hospital হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে!

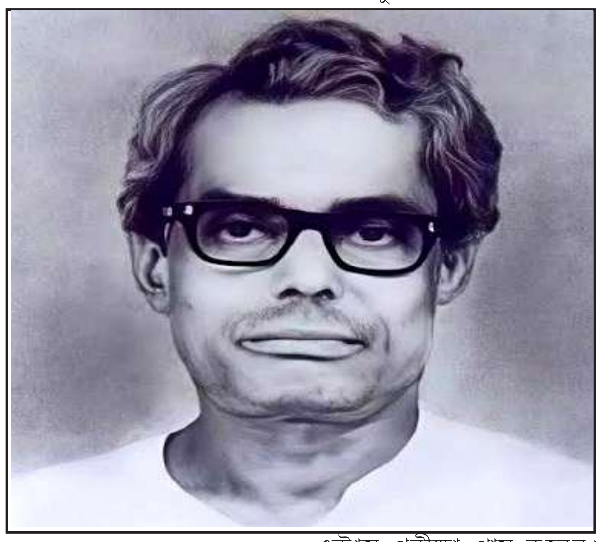

উপমহাদেশের গণিত চর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল প্রদীপ যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী। একসময় বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে অংক বা পাটীগণিত মানেই ছিল যাদব বাবুর বই। গণিতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গণিত সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী ১৮৫৫ সালে তৎকালীন পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) কামারখন্দ উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জ শহরের ধানবান্ধি মহল্লাতেও তাঁর পরিবার বসবাস করত। তাঁর বাবার নাম ছিল কৃষ্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং মায়ের নাম দুর্গা সুন্দরী। পেশায় পুরোহিত বাবার আর্থিক অবস্থা খুবই সাধারণ ছিল। শৈশবকালেই যাদব চন্দ্র পিতৃহারা হন এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে বড় হতে হয়। দারিদ্র্যকে তোয়াক্কা না করে নিজ মেধার জোরে তিনি একের পর এক কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মেধার সুবাদে তিনি মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় সমগ্র রাজশাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৬ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফ.এ এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি কলকাতা সিটি কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর গণিত প্রতিভা ও পড়ানোর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান তাঁকে নিজ প্রতিষ্ঠানে (তৎকালীন মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ) গণিতের অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেখানে টানা ২৮ বছর নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করেন। যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর সবচেয়ে বড় অবদান হল জটিল পাটীগণিতকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা। 'Arithmetic'(১৮৯০) আলিগড়ে অধ্যাপনাকালে তিনি ইংরেজিতে তাঁর বিখ্যাত পাটীগণিত বইটি রচনা করেন।

কাউন্টডাউন শুরু, বাকি আর ৫৭ দিন......

আধুনিক থিমের জোয়ার ঠেলে এবার দুর্গাপুজোয় আবার ফিরছে বাঙালির সাবেকিয়ানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২০ আগস্ট ঃ থিমের ভিড়ে কি হারিয়ে যাচ্ছিল পুজোর আসল অনুভূতি? ২০২৬ দুর্গাপুজোয় আবার ফিরছে

বাঙালির সেই রাজকীয় সাবেকিয়ানা! বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দিন বাকি নেই। ভাদ্র মাসের প্রথম থেকে উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু হতেই প্রতিমা শিল্পীদের নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। মেতে উঠেছেন প্রতিমার কাঠামো তৈরি ও খড়ে দেহে মাটির আস্তরণ দিতে। আধুনিকতার জাঁকজমক ও অতিরিক্ত থিম সংস্কৃতির ভিড় ঠেলে বাঙালির পুজোয় আবার সগৌরবে ফিরছে আসল সাবেকিয়ানা। খাঁটি মাটির ছোঁয়া, ধ্রুপদী চোখ আর ঐতিহ্যবাহী চালচিত্রই এবার মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে। অন্তত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে নামিদামি শিল্পীদের কাছে প্রতিমা তৈরির বরাত এসেছে সাবেকিয়ানায়। শেষ কয়েক বছরে দুর্গাপুজোয় আধুনিক আর্ট ও নিরীক্ষাধর্মী প্রতিমার রমরমা দেখা গিয়েছিল। মণ্ডপের ভাবনার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে দেবীর নানাবিধ কাল্পনিক রূপ ফুটিয়ে তুলতেন শিল্পীরা। তবে এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল বা ফিউশন প্রতিমা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে জমে উঠেছিল ক্ষোভ ও অসন্তোষ। পুজোপ্রেমীদের একাংশের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল, তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়ায় দুর্গাপুজো তার আসল গাম্ভীর্য, পুজো পুজো গন্ধ ও ভাবাবেগ হারিয়ে ফেলছে। দেবীপ্রতিমাকে আবার তাঁর চিরচেনা রূপে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ভক্তরা। জনগণের এই আবেগ অনুধাবন করে ২০২৬-এর পুজোয় বড় পরিবর্তন এনেছেন পুজো আয়োজকরা। কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীদের বক্তব্য অনুযায়ী, চলতি বছরে ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলোর প্রথম পছন্দই হল ঐতিহ্যবাহী সাবেকি প্রতিমা। আর্টিস্ট মডেলের চাহিদা এবার এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গেছে। ক্লাবের কর্তারা শিল্পীদের কাছে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও কাল্পনিক মডেল নয়, বরং সাবেকি প্রতিমা, নিখুঁত শোলার কাজ ও চমকপ্রদ ডাকের সাজে সেজে ওঠা দশভূজা রূপকেই তারা মণ্ডপে বসাতে চান। চলতি বছর উদ্যোক্তাদের পছন্দের ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের স্টুডিওতে। এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের মৃৎশিল্পী বলেন, শারদীয়ায় সাবেকিয়ানার রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। শোলার নিখুঁত সাজ আর উজ্জ্বল মৃন্ময়ী প্রতিমার চাহিদা রয়েছে। ৫০টি প্রতিমার অর্ডারের মধ্যে ৩৫ টি সাবেকি প্রতিমার অর্ডার এসেছে। মৃৎশিল্পীদের ঘরে ঘরে বাঁশের কাঠামো, খড়-মাটি, রং ও অঙ্গসজ্জায় ডাকের সাজে জীবন্ত হয়ে উঠবেন দেবী দুর্গা। যুগের পর যুগ ধরে থিমের জোয়ার কিংবা আধুনিকতার প্রভাব এলেও, এই প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে দিল যে বাঙালির হৃদয় আজও আটকে আছে চিরন্তন চালচিত্র ও সাবেকি রূপেই। ঐতিহ্য ও ভক্তির এই মেলবন্ধনেই এবার কাটবে দুর্গাপুজো।

বড়জোড়ায় বেসরকারি কারখানায় চুল্লি ফেটে আহত ৩ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২০ আগস্ট ঃ বাঁকুড়ায় বেসরকারি কারখানায় চুল্লি ফেটে গুরুতর জখম হলেন ৩ জন শ্রমিক। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের ঘুটগড়িয়া এলাকায় থাকা একটি কারখানায়। আহত ৩ শ্রমিককে প্রথমে বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আহতদের দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বড়জোড়া থানার ঘুটগোড়িয়া শিল্প তালুকে বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় বিষাণপুরের বাসিন্দা জীবন ঘোষ (২৬) আহত হয়েছেন। এছাড়াও শিবশঙ্কর রায় (২৬) ও রাজেশ কুমার সিং (৩১) নামে বিহার থেকে আসা দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। বেসরকারি ইস্পাত তৈরির কারখানায় গলিত লোহায় ঝলসে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কাজল শেখের ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২০ আগস্ট ঃ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন হাসনের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কাজল শেখ। তাঁর বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের ১৯ জন তৃণমূল সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। শুক্রবার ওই প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক ও সম্ভাব্য ভোটাভুটির আগে কাজল শেখের ইস্তফায় জেলা পরিষদের রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, বুধবার (১৯ আগস্ট) কাজল শেখ সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন। বৃহস্পতিবার সকালে ইস্তফার কারণ ব্যাখ্যা করতে তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হতে হয়। সেখানে কাজল শেখ জানান, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। তাঁর উপর কোনও ধরনের চাপ ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি। এরপরই তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করা হয়। বীরভূম জেলা পরিষদে মোট ৫২ জন সদস্য রয়েছেন।

GHATBERA-KEROWA GRAM PANCHAYAT
Kumardih, Ghatbera, Balarampur, Purulia, Pin-723153
Notice Inviting E-Tender

E-Tender is invited from reputed contractors for execution of different development work vide **eNIT No.: NIT 01, 02, 03, 04/2026-27/GKGP.** Bid Submission Start Date: **20/08/2026 at 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **27/08/2026 up to 5.00 PM**. Bid Opening Date: **29/08/2026 at 5.00 PM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & Undersigned GP Office.

Sd/- Prodhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub- Division-I, Govt. of W.B. vide Short **NIQ No. 12/AE/BKPSD-I OF 2026-27** for the work of "Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **i) Old Kanchrapara Municipality Building, Kanchrapara (01 No Building)** under **Bizpore P.S** within Barrackpore Police Commissionerate for West Bengal General Assembly Election-2026." (SL NO 01) "Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **i) Naihati Bankimanjali Stadium (01 No. Stadium)** under **Naihati P.S** within Barrackpore Police Commissionerate for West Bengal General Assembly Election-2026.." (SL NO 02)., : Intending tenderers are requested to visit the website **http:// https://wbpwd.gov.in/tender/page.html**

Sd/-
Assistant Engineer, P.W.Dte
Barrackpore Sub-Div-I

Banglar Dairy Limited
(A Government of West Bengal Organization)

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:

Sl. No.	Description of Items / Works	Bid submission Starts on	Bid submission Closes on
1.	Engagement of Service Provider for deploying operational manpower on "Job Work" basis at Haringhata Dairy Plant under Banglar Dairy Limited	21.08.2026	16.09.2026
2.	Comprehensive Annual Maintenance and Operation of ETP, DM Plant and IR Plant at Dankuni Dairy Plant under Banglar Dairy Limited	21.08.2026	08.09.2026

The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : **https://www.wbtenders.gov.in/**

Sd/- **Managing Director, Banglar Dairy Limited**

ফর্ম জি

কলকাতায় ব্যবসা পরিচালনাকারী স্বদেশী মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসন্স) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর উপ-রেগুলেশন (১)-এর অধীনে)

ক্রম নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১	কর্পোরেট দেনাদারের নাম এবং প্যান ও CIN/ LLP নম্বর	স্বদেশী মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড PAN-AAMCS8153K CIN-U51900WB2009PTC133119
২	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	৩১, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ
৩	URL ওয়েবসাইট	NIL
৪	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত, সেই স্থানের বিবরণ	NIL
৫	প্রধান পণ্য / সেবাসমূহের স্থাপিত সক্ষমতা	NIL
৬	গত অর্থবছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য / সেবার পরিমাণ ও মূল্য	NIL
৭	কর্মচারী / শ্রমিকের সংখ্যা	বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ cirp.swadeshimerchants@gmail.com
৮	বিস্তারিত তথ্য-যার মধ্যে রয়েছে গত দুই বছরের সর্বশেষ আর্থিক বিবরণী (তফসিলসহ) এবং পাওনাদারদের তালিকা-নিচের ইউআরএল-এ পাওয়া যাবেঃ	বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ cirp.swadeshimerchants@gmail.com
৯	কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারার অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতার বিষয়টি এই ইউআরএল-এ পাওয়া যাবেঃ	বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ cirp.swadeshimerchants@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশের আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১১	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের সাময়িক তালিকাপ্রকাশের তারিখ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১২	অস্থায়ী তালিকার বিষয়ে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৩	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকাপ্রকাশের তারিখ	০৫ অক্টোবর ২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার অনুরোধপত্র জারির তারিখ	১০ অক্টোবর ২০২৬
১৫	সমাধান পরিকল্পনা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৯ নভেম্বর ২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য ইমেইল ঠিকানা	cirp.swadeshimerchants@gmail.com
১৭	MSME হিসেবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধনের অবস্থার বিবরণ	বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ cirp.swadeshimerchants@gmail.com

স্বা /-
সুদীপ্ত ঘোষ
IBBI Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
৮, এন.এন. মুখার্জী থার্ড লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি-৭১২২৫৮
স্বদেশী মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখঃ ২১.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

ইন্দিরা আইভিএফ-এর নতুন ফার্টিলিটি সেন্টারের উদ্বোধন খড়্গপুরে

খড়্গপুর, ২০ আগস্ট ঃ ভারতের অন্যতম শীর্ষ ফার্টিলিটি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইন্দিরা আইভিএফ পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে তাদের নতুন ফার্টিলিটি সেন্টারের উদ্বোধন করেছে। নতুন এই সেন্টারটি ৫ম তলা,

কোর্টইয়ার্ড বিল্ডিং, ওয়ার্ড নম্বর ১, ওটি রোড, ইন্দা, ম্যাক্স মল খড়্গপুরের নিকটে, পশ্চিম মেদিনীপুরে চালু করা হয়েছে। এর ফলে আশেপাশের এলাকার ব্যক্তি ও দম্পতিরা আরও সহজে মানসম্পন্ন ফার্টিলিটি পরিষেবার সুবিধা পাবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য, উচ্চমানের এবং আধুনিক ফার্টিলিটি কেয়ারের প্রাপ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। নতুন সেন্টারটি পূর্ণাঙ্গ ফার্টিলিটি কেয়ার এবং অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ পরিষেবা প্রদান করবে, যেখানে উন্নত চিকিৎসা দক্ষতার সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল, আধুনিক ল্যাবরেটরি পদ্ধতি এবং রোগী-কেন্দ্রিক যত্নকে একত্রিত করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবস্টেট্রিশিয়ান ও গাইনোকোলজিক্যাল সার্জন ডাঃ অনুপ কুমার মল্লিক এবং অবস্টেট্রিশিয়ান ও গাইনোকোলজিক্যাল ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন ও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ রতন চন্দ্র মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা আইভিএফ কলকাতার জোনাল বিজনেস ডিরেক্টর ও সেন্টার হেড ডাঃ আকাঙ্ক্ষা জাঙ্গিড়, গাইনোকোলজিস্ট ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন ডাঃ মঙ্গল প্রসাদ মল্লিক, গাইনোকোলজিস্ট ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন ডাঃ তন্ময় মণ্ডল এবং ইন্দিরা আইভিএফ বাগুইহাটির সেন্টার হেড ডাঃ অদ্বৈত পণ্ডিত। এ সময় ইন্দিরা আইভিএফ খড়গপুরের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও সেন্টার হেড ডাঃ পিয়ালী দাস-এর সঙ্গে ইন্দিরা আইভিএফ-এর অন্যান্য সিনিয়র প্রতিনিধি ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের 'সাহায্য' বন্ধ, বেঁচে থাকতে গোপনে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ, ধৃত ৭

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ আগস্ট ঃ নেই গ্যাস, নেই তেল, চারিদিকে বেকারত্বের হাহাকার। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের এই নির্মম দুর্দিনে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে গোপন পথে ভারতে এসে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ খুঁজছে বাংলাদেশি নাগরিকরা। বুধবার রাতে এমনই ৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার কাহারপাড়া এলাকা থেকে আটক করল রাণীনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাহারপাড়া এলাকায় রাতেই অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে একসঙ্গে ৭ জন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপর তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় পুলিশের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। তারপর তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় রাণীনগর থানায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানা এলাকায়। গোপন পথে সীমান্ত পেরিয়ে তারা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল রুটি-রুজির তাগিদে। পুলিশের কাছে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতে প্রবেশের কোনও বৈধ নথিও দেখাতে পারেনি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। তাদের কাছ থেকেই বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতির কথা জানতে পারে পুলিশ। প্রসঙ্গত, তেল, গ্যাস, খাবারের হাহাকারে তীব্র সঙ্কটে পড়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। বাধ্য হয়ে তারা চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করছে। গত প্রায় ২৫ দিন ধরে এলপিজি-র তীব্র সঙ্কটে ভুগছে বাংলাদেশ। সূত্রের খবর, বকেয়া বিল এবং ডলার সঙ্কটের কারণে বাংলাদেশ সময়মতো টাকা দিতে না পারায় বিদেশ থেকে এলএনজি 'কার্গো' প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে খুলনা, রাজশাহী, রংপুরের বেশ কিছু এলাকায় শিল্প ও গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহ ৪০ কমে গেছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ীর মতো সীমান্ত এলাকায় তো গ্যাস প্রায় নেই বললেই চলে। জ্বালানি সঙ্কটের খবর ছড়ানোর পর থেকে সীমান্ত এলাকায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। গৃহস্থালিতে রান্না বন্ধ, ছোট হোটেল-কারখানা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এলপিজি,

ডিজেল, পেট্রোলের দাম আরও বেড়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও জ্বালানির অভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে ৮-১০ ঘণ্টা লোডশেডিং করতে হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে দ্রুত সম্পর্ক স্বাভাবিক করে জ্বালানি সঙ্কট মেটানোর জন্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশে চাল ৮০ টাকা কেজি, তেল ২০০ টাকা লিটার। গ্যাস না থাকায় পরিবহন খরচ বেড়ে সব্জির দামও দ্বিগুণ হয়ে গেছে। রাজশাহী, কুষ্টিয়ার কৃষকরা ফসল তুলতে পারছে না ডিজেলের অভাবে। তাই কাজের সন্ধানে অনেক বাংলাদেশি নাগরিক গোপনে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, সূত্র মারফত জানা গেছে, গ্যাস- তেলের সঙ্কটের খবর পেয়ে সীমান্ত পারাপারের জন্য দালালরা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দর হাঁকছেন এবং কথা দিচ্ছেন 'চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোরে কাজ পাইয়ে দেব'। রাণীনগরে আটক ৭ জনকে ইতিমধ্যেই পুলিশ লালগোলার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠিয়েছে। এরপর তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী সুদীপ কুমার মোদক (ওরফে সুদীপ মোদক)-পিতাঃ অভয় মোদক, ধর্মঃ হিন্দু, জাতীয়তাঃ ভারতীয়, পেশাঃ ব্যবসা, ঠিকানাঃ গ্রাম ও পোস্ট অফিসঃ মহানাদ, থানাঃ পোলবা, জেলাঃ হুগলি, পিন-৭১২১৪৯-এর হেফাজত থেকে একটি মূল 'লিঙ্ক ডিড' (পূর্ববর্তী মালিকানা সংক্রান্ত দলিল) হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ে তিনি চুঁচুড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন (জিডি নং ১১৭, তারিখঃ০৫-১২-২০২৩)। সংশ্লিষ্ট হারিয়ে যাওয়া দলিলের (টাইটেল / লিঙ্ক ডিড) আওতাভুক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সম্পত্তির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো- হারানো দলিলের বিবরণ বিক্রয় দলিল (Deed of Sale), বুক-১, দলিল নং ১৯৩৩ (১৯৮৬ সাল), চন্দননগর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, হুগলি-তে নিবন্ধিত। সম্পত্তির বিবরণ- ৫ কাঠা ১১ ছটাক পরিমাণের ভিটি জমি এবং তার ওপর অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবন। সম্পত্তিটি মৌজা- চন্দননগর, জে.এল. নং ০১, শিট নং ০১, লেআউট প্লট নং ৩০/২-এর অন্তর্ভুক্ত যা আর.এস. দাগ নং ৭৬৩ (আর.এস. খতিয়ান নং ৫৭৬) এবং এল.আর. দাগ নং ১২১১ / ১৬৭৩ (এল.আর. খতিয়ান নং ৫৩৮৮ ও ৫৩৮৯)-এর অন্তর্গত। হোল্ডিং নং ৩৯৫, রাম প্রসাদ চ্যাটার্জি রোড, চন্দননগর পৌরসভা এলাকা (ওয়ার্ড নং ০৮), পোস্ট অফিস ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২১৩৬-এর মধ্যে অবস্থিত। যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত হারানো দলিল সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, অথবা উক্ত সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ বা মালিকানা দাবি করেন, কিংবা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের (পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, চুঁচুড়া শাখা-কোডঃ ০১৫৪২০) কাছে তাঁদের বক্তব্য বা দাবি জানাতে পারেন।

স্বা /-
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
চিনসুরাহ (015420) শাখা টাউনগার্ড রোড, চিনসুরা, হুগলি

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 263/2026-27, Dt: 20/08/2026

Invites e-tender for the work: SUPPLY OF SLAG MATERIAL. Date of Opening of Financial proposal(online): 29/08/2026 at 02.00pm. For details visit http://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

অন্নপূর্ণার টাকা কই! রিজেক্ট, আন্ডার প্রসেস ঘিরে এসডিও দফতরে বিক্ষোভ কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

রতন দে, বালুরঘাট , ২০ আগস্ট ঃ বালুরঘাট অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ভাতা কবে মিলবে কারও আবেদন রিজেক্ট কারও আবার আন্ডার প্রসেস। কারও ক্ষেত্রে আগে অ্যাপ্রুভড দেখালেও পরে বদলে গিয়েছে স্ট্যাটাস। এই জটিলতার কারণ জানতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট মহকুমা শাসকের দফতরে হাজির হন বহু মহিলা। আর সেখানেই দফতরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। আবেদনকারীদের দাবি গত ৯ জুলাই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন তাঁরা। তিন মাস পেরিয়ে গেলেও অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। বার বার দফতরে যোগাযোগ করলে তাঁদের জানানো হয়েছিল ভেরিফিকেশন বা এনকোয়ারি চলছে। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ঢোকার আশ্বাসও মিলেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার পোর্টালে স্ট্যাটাস দেখতে গিয়ে অনেকেই দেখেন আবেদন রিজেক্ট হয়ে গিয়েছে। কারও আবার আন্ডার প্রসেস। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার কারণ জানতে এসডিও দফতরে ভিড় করেন মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ মহকুমা শাসক বিষয়টি লিখিত ভাবে জানাতে সাদা কাগজে আবেদন করে লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট কর্মীর কাছে জমা দিতে বলেন। সেই মতো সুশৃঙ্খল ভাবে আবেদন জমা দেওয়ার সময়ই এক কর্মী কয়েক জন মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এমনকি কয়েক জন মহিলাকে মারধর করা এবং তাঁদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। এক আবেদনকারীর কথায় আমরা মুদিখানার দোকান করে সংসার চালাই। অনেকেই অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন আমরা কেন পাব না আমাদের কারও স্ট্যাটাস আন্ডার প্রসেস আবার যাঁদের আগে অ্যাপ্রুভড দেখাচ্ছিল তাঁদেরও এখন অন্য স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে। সমস্যা জানতে এসেছিলাম। অথচ আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি মহিলাদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। সমস্যার সমাধান চাইতে এসে যদি এমন আচরণের মুখে পড়তে হয় তা হলে নিরাপত্তা কোথায় অন্য আবেদনকারী অর্চনা সাহার প্রশ্ন আমরা আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছি। চাকরি করি না কোনও আয়ের সংস্থানও নেই। তা হলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা কেন পাব না আমি যোগ্য বলেই আবেদন করেছি। কেন আমার আবেদন বাতিল করা হয়েছে সেই কারণটাই জানতে এসেছি। আবেদনকারীদের বিক্ষোভে কিছু সময়ের মধ্যেই সরগরম হয়ে ওঠে মহকুমা শাসকের দফতর চত্বর। খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রশাসনিক আধিকারিক ও পুলিশকর্মীরা বিক্ষোভরত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। এক দিকে ভাতা নিয়ে রিজেক্ট ও আন্ডার প্রসেস এর ধোঁয়াশা অন্য দিকে দফতরের কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ দুইয়ে মিলে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বালুরঘাট এসডিও দফতর। আবেদনকারীদের প্রশ্ন অন্নপূর্ণার টাকা আটকাল কেন আর তাঁদের আবেদন বাতিলই বা হল কী কারনে এখন প্রশাসন এই অভিযোগের কী ব্যাখ্যা দেয় সে দিকেই নজর।

নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** CAPNONDGTL-8-26, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ২৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টেশনের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে ৫৮টি স্টেশনের স্থানে নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, সংযুক্ত এলাকার বিবরণ অনুসারে।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৩-০৮-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 02 nos. different schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from 18/08/2026 to 25/08/2026. Vide NIT-13(e)/PMKSY-WDC 2.0/06-NRM/Man-II/2026-27 C2.0/06-NRM/Man-II/2026-27

Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Assistant Director of Agriculture Manbazar-II Block, & PIA, Kumari-Chaka Watershed, Purulia
Memo-1155/ICA/PURU Dt. 20/8/26

মদ বন্ধের বিরোধিতায় ব্যবসায়ীরা

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ২০ আগস্ট ঃ কৌশিকী অমাবস্যায় মদ বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল রাজ্য ফরেন লিকার সি এস অফ অন শপ ও হোটেল মালিক সমিতির রাজ্য সভাপতি গৌতম মুখোপাধ্যায়। তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেলে মদ ব্যবসায়ীদের বীরভূম জেলা সম্মেলনে এমনটা জানান তিনি। গৌতম বাবু বলেন, কৌশিকী অমাবস্যায় মদ বন্ধ হলে ব্যবসায়ীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তেমনি কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে সরকারের। এর ফলে কিছু মানুষ কালোবাজারি করে মুনাফা লুঠবে। বাইরে থেকে নকল মদের রমরমা বাড়বে। যদিও বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটা কার্যকর হবেই। তাতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হলে হবে। এদিনের সম্মেলন থেকে সরফুল শেখ ও অক্ষয় সাহাকে যৌথ সম্পাদক করা হয়। রমেন্দ্র শেখর রায়কে সভাপতি করে ২১ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

ইথানল 'কাটিং' মেমারীতে ধৃত ৩

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ আগস্ট ঃ ট্যাঙ্কার থেকে অবৈধভাবে ইথানল 'কাটিং' করে বার করার অভিযোগে তিন জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দফতর। অভিযানে ১২টি ব্যারেলে রাখা মোট ২৪০ লিটার ইথানল উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি ইথানল-বোঝাই দু'টি ট্যাঙ্কারও আটক করা হয়েছে। ধৃতদের নাম অভিজিত কোনার, বাল্মীকি কুমার ও দীপক কুমার। আবগারি দফতর সূত্রে জানা গেছে, আউশগ্রামের একটি ইথানল কারখানা থেকে দু'টি ট্যাঙ্কারে ৪০ হাজার লিটার করে মোট ৮০ হাজার লিটার ইথানল নিয়ে হাওড়ার মৌড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। অভিযোগ, পথে মেমারি থানার রসুলপুর এলাকায় জিটি রোডের ধারে ট্যাঙ্কার দু'টি থামিয়ে সেখান থেকেই ইথানল 'কাটিং' করে ব্যারেলে ভরা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে ঘটনাস্থলে অভিযান চালান আবগারি দফতরের আধিকারিকেরা। সেখান থেকেই তিন জনকে হাতেনাতে ধরা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ইথানল ভর্তি ১২টি ব্যারেল উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে আটক করা হয় ইথানল-বোঝাই দু'টি ট্যাঙ্কার। আবগারি দফতর সূত্রে আরও জানা গেছে, ট্যাঙ্কারে থাকা বিপুল পরিমাণ ইথানলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের দু'দিনের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিজ্ঞপ্তি — **DSP** MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Friday, 21st August 2026	the Planet Building, 3rd, Sevoke Rd, near Cosmos Mall, Ward 41, Don Bosco Colony, Siliguri	6:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.
KALYANI DEVELOPMENT BLOCK

Sealed Tender is being invited by the undersigned vide [1]eNIT No-09/2026-27, Memo No-376/KLY/PS, dated 10.08.2026. (Providing Ferry Service at Raninagar Ferry Ghat under Chanduria-II GP). Bid submission start date is 11.08.2026 at 01:00 PM, Last date of Bid submission 25.08.2026 at 06:50 PM. and [2]eNIT No-10/2026-27, Memo No-396/KLY/PS, dated 18.08.2026 (Providing Ferry Service at Kalipur Khamargachhi Ferry Ghat under Sarati GP). Bid submission start date is 18.08.2026 at 06:00 PM, Last date of Bid submission 31.08.2026 at 06:00 PM. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.

Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (SWM), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following work:
NIT No. : SWM/BR-I/CSM/01/26-27
Name of work : **Through repairing and maintenance of Compactor Station at Tallah Park in Ward No.-05, Br-I, under SWM-I Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,83,391.47**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Time of Completion : **30 Days**. Price of Tender : **NIL.** Bid submission start (online) date: **25.08.2026 (2 p.m.)**. Bid submission closing (online) date : **03.09.2026 (2 p.m.)**. Bid opening for technical proposal (online) date : **05.09.2026 (2 p.m.)**. The tender documents are available on and from **24.08.2026 (1 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Dy. C.E. (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage two bids system for following works:
1. NIT No. : SWM-II/SRC/10/2026-27
Tender ID : 2026_KMC_1038800_1
Name of work : **Repairing & running maintenance of hopper tipper dumper vide no. WB 07K 0876 (TATA Signa 1923.K) of SRC Garage under SEM-II.** Estimate Amount: **Rs. 2,61,382.00**. Earnest Money : **Rs. 5,300.00**. Period of Completion : **14 Days**.
2. NIT No. : SWM-II/SRC/11/2026-27
Tender ID : 2026_KMC_1038818_1
Name of work : **Repairing & running maintenance of hopper tipper dumper vide no. WB 07K 0867 (TATA Signa 1923.K) of SRC Garage under SEM-II.** Estimate Amount: **Rs. 2,66,292.00**. Earnest Money : **Rs. 5,400.00**. Period of Completion : **14 Days**. Last date and time of submission of bid : **01.09.2026** up to **1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.08.2026 (1 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No. : SWM-II/DIST-II/07/2026-27
Name of work : **Fabricating & fitting, fixing of 03 nos. Guide Rail at Masjid Bari (1 no.) and Bidon Street Compactor Station 2 nos.) under Dist-II Garage (SWM-II).** Estimated Cost: **Rs. 1,18,379.25**. Earnest Money : **Rs. 2,600.00**. Period of Completion : **02 Days**. Last date and time of submission of bid : **01.09.2026 (1 p.m.)**. Bid opening date for technical proposal : **03.09.2026 (1 p.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/196 (1st Call)
Name of work : **Washing & painting of guard railing including kerb at Aurobindo Sarani under Br-II.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,56,157.92**. Earnest Money : **Rs. 9,200.00**. Period of Completion : **120 Days**.
2. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/195 (1st Call)
Name of work : **Washing & painting of guard railing including kerb at Bidhan Sarani from Gallif Street to Beadon St. Crossing under Br-II.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,735.98**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **120 Days**.
3. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/35 (1st Call)
Name of work : **Repairing of Harinath Dey Road (in patches) from Jn. of Canal West Road to Jn. of A.P.C Road in Ward No. 028 under Br-IV.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,96,808.46**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **03.09.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/216 (1st Call)
Name of work : **Washing and painting of guard railing and kerb at Bidhan Sarani, Kailash Bose Street and Sukia Street under Borough-IV**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,55,547.10**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **90 Days**.
5. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/204 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road at Maharshi Debendra Road (in patches), Strand Road (in patches) and surrounding areas under Br-IV**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,96,911.30**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
6. NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/192 (1st Call)
Name of work : **Washing and painting of guard railing including kerb at Vivekananda Road under Br-IV**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,668.61**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **90 Days**. Last date and time of submission of bid : **09.09.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 4 to 6). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2026 (12 noon)** (for Sl. No. 1 to 3) and **29.08.2026 (12 noon)** (for Sl. No. 4 to 6). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6).

378/26-27

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-03 of 2026-2027 Dated 19.08.2026

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online item rate Quotation (Two Cover Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

অফবিট

সত্যিই কি মৃতকে জীবিত করা সম্ভব? মৃত সঞ্জীবনী রহস্য

জানুন, চমকে দেওয়া বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য!

মৃত সঞ্জীবনী রহস্য ঘিরে যুগ যুগ ধরে বিস্ময় ও বিতর্ক চলেছে। পুরাণের অলৌকিক কাহিনি, প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি-সবকিছুর মিলিত আলোচনায় উঠে আসে এক প্রশ্নঃ সত্যিই কি মৃত্যু জয় করা সম্ভব, নাকি এটি কেবল মানব কল্পনার চিরন্তন স্বপ্ন?

অভি ব্যানার্জী

মৃত সঞ্জীবনী রহস্য-শুনলেই যেন মনে পড়ে পুরাণের বিস্ময়কর গল্প, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত যোদ্ধাকে জীবিত করে তোলার অলৌকিক শক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি মৃতকে জীবিত করা সম্ভব? আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন নতুন করে আলোচনায় এসেছে। কারণ, চিকিৎসা প্রযুক্তি আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে 'ক্লিনিক্যাল ডেথ' থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। ভারতে ও বিশ্বজুড়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সফলভাবে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার হার গত দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। হু-এর তথ্য বলছে, সময়মতো সিপিআর ও ডিফাইব্রিলেশন পেলে বহু মানুষ মৃত্যু থেকে ফিরে আসছেন। তাহলে কি প্রাচীন 'মৃত সঞ্জীবনী' বিদ্যার পেছনে কোনো বাস্তব চিকিৎসা জ্ঞান লুকিয়ে ছিল? এই প্রতিবেদনে আমরা জানব পুরাণ, আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মৃত সঞ্জীবনীর আসল সত্য।

রামায়ণ-এর কাহিনিতে আমরা দেখি, যুদ্ধে আহত লক্ষ্মণকে বাঁচাতে হনুমান হিমালয়ের দ্রোণগিরি পর্বত থেকে 'সঞ্জীবনী বুটি' নিয়ে আসেন। সেই ভেষজ প্রয়োগেই লক্ষ্মণ পুনরায় জীবিত হন-এমনটাই বলা হয়েছে কাহিনিতে। এই গল্প শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের বিশ্বাস ও কল্পনায় বেঁচে আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক ও ভেষজ গবেষক মনে করেন, সঞ্জীবনী বুটি হয়তো কোনো বিরল ভেষজ উদ্ভিদ ছিল, যার ছিল তীব্র পুনরুজ্জীবন ক্ষমতা-বিশেষত শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞানতা বা মারাত্মক আঘাতের ক্ষেত্রে। ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতা-তে এমন বহু ভেষজ ও শল্যচিকিৎসার উল্লেখ রয়েছে যা আধুনিক সার্জারির পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত। 'মৃত সঞ্জীবনী' শব্দটি হয়তো সরাসরি শারীরিক মৃত্যুকে বোঝায়নি। অনেক গবেষকের মতে, এটি ছিল 'প্রাণ সংকট' বা গভীর অজ্ঞান অবস্থাকে বোঝানোর রূপক। প্রাচীন আয়ুর্বেদে 'প্রাণ' ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতাই ছিল তার মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, যাকে আমরা আজ কোমা বা হৃদরোগে আক্রান্ত হলে বলি, প্রাচীন চিকিৎসকরা সেটাকেই হয়তো 'মৃতপ্রায়' বলে উল্লেখ করতেন। সঠিক সময়ে সঠিক ভেষজ বা শল্যচিকিৎসা প্রয়োগ করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠতেন-এবং সেই ঘটনাই লোককথায় মৃত থেকে জীবিত হয়ে যাওয়ার গল্পে রূপ নেয়।

• ক্লিনিক্যাল ডেথ বনাম বায়োলজিক্যাল ডেথ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৃত্যুর দুটি ধাপ আছে। হৃদস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়াকে বলা হয় 'ক্লিনিক্যাল ডেথ'। এই অবস্থায় আধুনিক সিপিআর বা ডিফাইব্রিলেশন-এর মাধ্যমে অনেককেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু যখন মস্তিষ্কের কোষগুলো স্থায়ীভাবে নষ্ট হতে শুরু করে (৪-৬ মিনিট পর), তখন তাকে বলা হয় 'বায়োলজিক্যাল ডেথ'। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় পর্যায়টি নিয়েই গবেষণা করছেন। বিশ্বজুড়ে বহু হাসপাতাল এখন উন্নত লাইফ সাপোর্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে মৃতপ্রায় রোগীদের ফিরিয়ে আনছে। কিন্তু বায়োলজিক্যাল ডেথ হলে-অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে-তাকে পুনরুজ্জীবিত করা বর্তমান বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব।

• সত্যিই কি মৃতকে জীবিত করা সম্ভব?

মৃত সঞ্জীবনী রহস্য নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও, বৈজ্ঞানিক সত্য হলো-সম্পূর্ণ জৈবিক মৃত্যু থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে 'মৃতপ্রায়' অবস্থা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনার প্রযুক্তি আজ বাস্তব সত্য। হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বুকে চাপ দিয়ে ও শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার জরুরি পদ্ধতি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা কোষ পুনর্জন্মভিত্তিক চিকিৎসা-এসবই প্রমাণ করে মানুষের হাতে জীবনের স্থায়িত্ব বাড়ানোর ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাচীন কাহিনির অলৌকিকতা হয়তো কল্পনার রঙে রঞ্জিত, কিন্তু তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভেষজ বিজ্ঞানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবত 'মৃত সঞ্জীবনী' ছিল এমন এক বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি বা বিরল ভেষজ উদ্ভিদ, যা দ্রুত প্রাণশক্তি ও চেতনাশক্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম ছিল-আর সময়ের প্রবাহে সেই ঘটনাই কিংবদন্তির আকার ধারণ করেছে। মৃত সঞ্জীবনী মূলত পুরাণের কাহিনি থেকে পরিচিত। 'মৃত সঞ্জীবনী রহস্য' আমাদের কৌতূহল জাগায়-কারণ এটি মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার প্রতীকঃ মৃত্যুকে জয় করার স্বপ্ন। পুরাণ আমাদের কল্পনাকে বিস্মিত করে, আর বিজ্ঞান সেই কল্পনাকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করায়। হয়তো একদিন চিকিৎসা প্রযুক্তি আরও এগোবে-কিন্তু আপাতত, মৃত সঞ্জীবনী একটি সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসা-ঐতিহাসিক রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে।

নিউটাউনে আদানির হাসপাতাল প্রকল্পে রাজ্যের কী প্রাপ্তি?

...১ পাতার পর দিকও রয়েছে। বাংলাদেশ বা নেপাল ও ভূটান থেকে যেমন বহু রোগী চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন, তেমনই বাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক রোগী এখনও চিকিৎসার জন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে যান। তা ঠেকাতে পারলে অন্তত ১,০০০ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন এ রাজ্যেই ঘটতে পারে। অর্থাৎ ওই টাকা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মধ্যে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাক থাকবে। সর্বোপরি রাজ্যের অতিরিক্ত জিএসটি আয় হতে পারে ২৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, শুধু হাসপাতাল তৈরি করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই নয়, প্রকল্পটিকে ঘিরে একটি বড় হেল্থকেয়ার ইকোসিস্টেম তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাকে হিসাবের মধ্যে রাখা হয়েছে। প্রকল্পটির আর একটি সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব হল চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা। রিপোর্টে বছরে ৩২২ কোটি টাকার শিক্ষা ও গবেষণা-সংক্রান্ত সুবিধা হবে অনুমান করা হয়েছে। এর অর্থ, হাসপাতালটি কেবল রোগীর চিকিৎসার জায়গা হিসেবে নয়, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং গবেষণার সঙ্গে যুক্ত একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে। এর ফলে কলকাতায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির সুযোগও বাড়তে পারে। হাসপাতালকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। রিপোর্টে এর বার্ষিক এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম বেনিফিট ৫৬০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, প্রশাসনিক কর্মী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য, পরিবহণ এবং অন্যান্য পরিষেবা-বিভিন্ন স্তরে কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। ফলে প্রকল্পটির প্রভাব হাসপাতাল চত্বরের বাইরে স্থানীয় অর্থনীতিতেও পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান বাবদ রাজ্যের অর্থনীতিতে যোগ হবে ৩২০ কোটি টাকা। তা ছাড়া ১০ হাজার জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থান হতে পারে। তাঁরা মাসে যদি ২০ হাজার টাকা রোজগার করে, তাহলেও রাজ্যের অর্থনীতিতে যোগ হতে পারে ২৪০ কোটি টাকা। এখানেই প্রকল্পটির অর্থনৈতিক যুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার জমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার ক্ষেত্রে প্রায় ১৯৭৬ কোটি টাকার সুবিধা দিচ্ছে বলে প্রকল্প-সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে। যাকে বলা হচ্ছে, ওয়ান টাইম আইডেনটিফাইয়েবল স্টেট ফিস্কাল কস্ট। অন্যদিকে, মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রকল্পটি থেকে বার্ষিক মোট মানিটাইজড বেনিফিট ৪,০৮৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রকল্পটির কস্ট বেনিফিট রেশিও দেখা হয়েছে ২৭:১। অর্থাৎ রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রকল্পে রাজ্যের যে পরিমাণ এককালীন আর্থিক ব্যয় বা ফিসকল কস্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, তার তুলনায় দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। আরও বড় অঙ্কটি হল নেট সোশাল প্রেজেন্ট ভ্যালু রিপোর্টে এটি ৫৩,৮৬০.১০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। হিসাবে ৮ শতাংশ রিয়েল ডিসকাউন্ট রেট এবং ২ শতাংশ বার্ষিক সুবিধা বৃদ্ধির দর ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রকল্প থেকে পাওয়া সুবিধাগুলিকে বর্তমান মূল্যে হিসাব করেও প্রকল্পটির সামাজিক আর্থিক মূল্য যথেষ্ট বেশি বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। এখানে সতর্কতার জায়গাও রয়েছে। রিপোর্ট নিজেই এই হিসাবকে আনুমানিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থা ৪,০৮৫ কোটি টাকা বার্ষিক সুবিধা, ৫৩,৮৬০.১০ কোটি টাকার এনএসপিভি বা ২৭:১ বিসিআই-এগুলি প্রকল্পের বিভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে করা অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, নিশ্চিত ভবিষ্য রাজস্ব নয়। রিপোর্টের সুপারিশেও বেশ কিছু শর্ত রাখা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চূড়ান্ত মূলধন খাতে বিনিয়োগ যাচাই করা, আর্থিক ছাড়ের শংসাপত্র, বিনামূল্যে যে ৫০০টি বেডের রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হবে তার শর্ত মেনে চলা, নিয়মিত সরকারি নজরদারি ইত্যাদি।

সম্পত্তির লোভে বাবাকে খুন, চন্দননগর আদালতে যাবজ্জীবন সাজা হল ছেলে বৌমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২০ আগস্টঃ দস্তানা পরে বুকে চেপে বসে গলা টিপে বাবাকে খুন করেছিল ছেলে। পালিয়ে বেঁচেছিলেন মা। সম্পত্তির লোভে স্ত্রীর প্ররোচনাতে খুন বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিচার শেষে অভিযুক্ত দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা দিল চন্দননগর আদালত। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ৬ জুলাই রাত দশটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে যান তারকেশ্বর থানা এলাকার গৌরবাটি গ্রামের বাসিন্দা বৃদ্ধ আদিত্য কোলে। দোতলায় তাঁর শোওয়ার ঘর। রোজকার মতো দরজা ভেজিয়ে শুয়ে ঘুমিয়েও পরেন। তাঁর স্ত্রী ৬৪ বছরের সাবিত্রী কোলে ওই একই তলায় তাঁর ঘরে নাতনিকে নিয়ে শুয়েছিলেন। রাত্রি একটা নাগাদ স্বামীর ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে সাবিত্রীদেবী ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে দেখেন তার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া ছিল। তিনি ডাকাডাকি করলে তাঁর নাতি দরজা খুলে দেয়। বৃদ্ধা তার স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখেন পুত্রবধূর প্ররোচনায় তাঁদের পুত্র তাঁর স্বামীর বুকের উপর বসে হাতে দস্তানা পরে গলা টিপে তার বাবাকে খুন করছে এবং তাঁর স্ত্রী তখন তাঁকেও খুন করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। সাবিত্রীদেবী কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে অন্ধকারে ১০ মিনিটের হাঁটা পথে তাঁর দেওরের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে সাবিত্রীদেবী তারকেশ্বর থানায় তাঁর ছেলে অমিত ও বৌমা পুজা কোলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারকেশ্বর থানার তদন্তকারী অফিসার অতি দ্রুততার সঙ্গে এই মামলায় চার্জশিট দাখিল করেন। এই মামলায় স্পেশাল পিপি ছিলেন শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। শঙ্করবাবু বলেন, ''১৯ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আজ মহামান্য আদালত দোষী ছেলে বৌমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেন।'' এদিন চন্দননগর আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মানবেন্দ্রমোহন সরকার অমিত কোলে ও তাঁর স্ত্রী পুজা কোলেকে এই সাজা শোনান। শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''ছেলে বাবাকে খুন করেছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য হাতে গ্লাভস পরেছিল। নিজের সন্তারের কাছে বৃদ্ধ বাবা সুরক্ষিত নয়। এটা মানবতার লজ্জা। আমি সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছিলাম। মাননীয় আদালত দম্পতির বাচ্চাদের কথা ভেবে তাদের যাবজ্জীবন দিয়েছেন।''

হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ধৃত লিজ হোল্ডার

...১ পাতার পর

ভিতরে ধোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আবাসিকদের বের করে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও নিশ্চিত নয়। প্রাথমিক তদন্তে এসি বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও এই সম্ভাবনা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেন্সিক পরীক্ষা এবং অন্যান্য তদন্তের পরই আগুনের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনার পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরনিগম। আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হোটেল 'শিখা ইন'। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা খতিয়ে দেখতে বড়সড় পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে শহরের ১৬টি বরোর অধীনে থাকা বাণিজ্যিক কাঠামোর নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২৫ আগস্ট থেকে শুরু হবে এই পরিদর্শন। হোটেল, মার্কেট এবং অন্যান্য জনবহুল জায়গায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স এবং সেগুলির মেয়াদ খতিয়ে দেখা হবে। কোথাও নিয়ম ভাঙার অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। এই তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে কলকাতা পুরসভার লাইসেন্স বিভাগের পাশাপাশি কেএমডিএ, কলকাতা পুলিশ, দমকল এবং সিইএসসি-র প্রতিনিধিরা থাকবেন। আগামী এক মাসের মধ্যে পুরো পরিদর্শনের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। শুধু পুরসভার স্তরেই নয়, রাজ্য প্রশাসনও ঘটনার পর সক্রিয় হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ফায়ার অডিট সংক্রান্ত রিপোর্ট অবিলম্বে তলব করেছেন। কোথায় অগ্নিনিরাপত্তার ঘাটতি রয়েছে, কোন কোন হোটেল বা বাণিজ্যিক ভবনে নিয়ম মানা হয়নি, তা খতিয়ে দেখা হবে। নিউ মার্কেটের এই অগ্নিকাণ্ড তাই শুধু একটি হোটেলে আগুন লাগার ঘটনা নয়। ন'জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর শহরের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই উঠেছে বড় প্রশ্ন। এখন তদন্তের মূল লক্ষ্য-নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল এবং গাফিলতির কারণে প্রাণহানি আরও বাড়ল কি না, তার উত্তর খুঁজে বের করা।

ফের চম্পাহাটি! বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ

...১ পাতার পর ছিল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী ছিল এবং ঘটনার সময় ঠিক কী কাজ চলছিল-সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে। একইসঙ্গে কারখানার মালিক বা পরিচালনাকারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করা হতে পারে। অন্যদিকে, আহত পাঁচ শ্রমিকের চিকিৎসা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকিদেরও চিকিসা চলছে। আহতদের শারীরিক অবস্থার পরবর্তী আপডেটের দিকেও নজর রয়েছে প্রশাসনের। এই বিস্ফোরণের পর ফের একবার চম্পাহাটির বাজি শিল্পে নিরাপত্তা ও নজরদারির বিষয়টি সামনে চলে এল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রশ্ন, বারবার দুর্ঘটনা ঘটার পরও যদি কোথাও নিয়মবহির্ভূতভাবে বাজি তৈরির কাজ চলে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? প্রশাসনের নজরদারির ঘাটতি রয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় আসা প্রয়োজন বলে দাবি তাঁদের। এখন তদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। কারখানাটির বৈধ লাইসেন্স ছিল কি না, সেখানে নিরাপত্তা বিধি মানা হচ্ছিল কি না এবং ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল-এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিললেই স্পষ্ট হবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ। তবে বৃহস্পতিবারের এই বিস্ফোরণ ফের মনে করিয়ে দিল, চম্পাহাটির বাজি শিল্পে নিরাপত্তার প্রশ্নটি এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর।

রাজনীতি সংকীর্ণতাই সর্বনাশ করছে, বিরোধিতার অধিকার...

...১ পাতার পর

আন্তর্জাতিক স্তরের প্রযুক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানেও বাঙালিরা দক্ষতার সাক্ষর রাখছেন। এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা ভারতীয়, তারপর আমরা বাঙালি, মারাঠি বা গুজরাতি।'' তবে পশ্চিমবঙ্গবাসী, তিনি যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, তাঁর সার্বিক উত্তরণের স্বপ্ন আজ বাস্তবে থমকে গেছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের ১০০ দিন পূরণের প্রেক্ষাপটে শমীক বলেন যে, ৪৯ বছরের দীর্ঘ পলিটিক্যাল হেজেমনি বা রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে গড়ে উঠেছে নতুন বিজেপি সরকার। দলীয় প্রতীকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও সরকার যাতে নির্দিষ্ট কোনও দলের দ্বারা চালিত না হয়ে প্রকৃত অর্থে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার' হিসেবে কাজ করে, সেই চেষ্টাই চালানো হচ্ছে। সর্বশেষে, সুস্থ গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে 'রাইট টু ডিসেন্ট' বা বিরোধিতার অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না।

'আপনার ব্যাঙ্ক একটু বেশি আগ্রহী ওঁকে দেখার জন্য'

...১ পাতার পর

বলা হয় ব্যাঙ্ককে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট চালু করতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেওয়াইসি করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ব্যাঙ্ক জানায় কেওয়াইসি বাড়িতেই করে নেওয়া হবে। ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। তবে সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেনি আদালত। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং কেওয়াইসি ফর্ম-সহ প্রয়োজনীয় নথি অভিষেককে দিতে হবে। আগামী সোমবার মামলার শুনানি রয়েছে।

প্রিন্সিপ্যালকে ২৭ বার কোপাল কে? কেবল 'বাবু' শব্দটিই ধরিয়ে দিল অভিযুক্তদের

...১ পাতার পর

করেও পাচ্ছিলেন না প্রতিবেশীরা। তাঁর বাড়িও অন্ধকার ছিল। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ফোন পেয়েই প্রথমে স্ত্রীকে ফোন করেন রূপার স্বামী। তিনিও ফোনে পান না। থানায় ফোন করেন। পুলিশ গিয়ে বাড়ি থেকে রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত রূপার দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর শরীরে ছুরির মতো ধারাল কোনও অস্ত্র দিয়ে ২৭ বার কোপানো হয়েছে। এরপর শুরু হয় তদন্ত। বাড়ি ও তার চারপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা পাঁচ বার খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। শেষবারে হাতে আসে ক্লু। সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেখা যায়, রূপা ফোনে কারোর সঙ্গে কথা বলছেন। ফোন খতিয়ে দেখে কল রেকর্ডিং বার করা হয়। জানা যায়, ফোনে রূপা তাঁর কাকিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবার ফের সিসিটিভি ক্যামেরা দেখেন তদন্তকারীরা। ফোনে কথার বলার মাঝেই রূপা একবার 'বাবু' বলেছিলেন। আর তারপরই সব বন্ধ। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক শরৎচন্দ্র পাওয়ার বলেন, ''ফোনে কথা বলার সময়ে শেষ বাবু শব্দটাই রেকর্ড হয়েছিল। এটাই আমাদের ক্লু দিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হতে থাকে, ম্যাডাম কাকে 'বাবু' বলে ডাকতে পারে? তদন্তের মুখই ঘুরিয়ে দেয়। সন্দেহের তালিকায় চলে আসে ছাত্ররা। এরপর স্কুল ও হস্টেলের ছাত্রদের রেজিস্ট্রার খাতা চেক করা হয়। দেখা যায়, স্কুলে গত ১০ দিন ধরে বেশ কয়েকজন ছাত্র অনুপস্থিত রয়েছে। তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার মধ্যে ২ জনের প্রতি সন্দেহ গাঢ় হয়। কারণ শেষ এক সপ্তাহে তাঁরা প্রচুর টাকা উড়িয়েছে। পার্টি করেছে। কিন্তু এত টাকা তাদের কাছে আসবে কীভাবে? বুধবার তাদের ডেকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে দুই ছাত্র। তারা স্বীকার করে 'প্রিন্সিপ্যাল ম্যাম' কে তারাই খুন করেছে। তাদের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করে পুলিশ। জেরায় ছাত্ররা জানিয়েছে, কিছুদিন আগে তাদের ব্যাগ থেকে মোবাইল ও টাকা উদ্ধার হয়েছিল। তাতে প্রিন্সিপ্যাল ম্যাম প্রচণ্ড বকাবকি করেন। অভিভাবকদের ডেকে পাঠান ও ছাত্রদের অন্য স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। তাতেই রাগ হয় ওই দুই ছাত্রের। প্রতিশোধ নিতে খুন। পাঁচ দিন ধরে খুনের পরিকল্পনা করে দুজন। গ্লাভস কেনে, ছুরি কেনে। এরপর সুযোগ বুঝে বাড়িতে হানা! খুনের পর বাড়ি থেকে আড়াই লক্ষ টাকাও চুরি করে পালায় তারা। তার মধ্যে থেকে রক্তমাখা ১.৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত তদন্তকারীরা।

শুধু বাড়িতে থাকলেই হয় না, সংসারের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করা কর্মরত মহিলা বা পুরুষরাও হোমমেকার হাইকোর্ট

সংবাদ সংস্থা, কর্নাটক, ২০ আগস্টঃ শুধুমাত্র নিরক্ষর হলে আর ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকলেই তাঁরা 'হোমমেকার' নয়, যাঁরা প্রতিনিয়ত পরিবারের সেবা করছেন, পরিবারের জন্য স্বার্থত্যাগ করছেন, পরিবারকে খুশি রাখার কথা ভাবছেন তাঁরা প্রত্যেকে হোমমেকার। দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনটাই বললেন কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি। বিচারপতি চিল্লাকুর সুমলতা আরও উল্লেখ করেছেন যে 'হোমমেকার' শব্দটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। পুরুষ-মহিলা উভয়েই হতে পারেন হতে পারেন হোমমেকার। কর্নাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা করেন এক মহিলা। আবেদনকারী ওই মহিলা ২০১৩ সালের অক্টোবরে একটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। তাঁর বায়োটেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আছে। ২০১২ সালের আগস্ট থেকে ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত একটি কলেজে গেস্ট লেকচারার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। সেই সময় বেতন ছিল ৩৫ হাজার টাকা। দুর্ঘটনার ফলে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে

যান ওই মহিলা। তাঁর মূল দাবি ছিল, ভবিষ্যতে যে তিনি আর উপার্জন করতে পারবেন না, তার জন্য তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কর্নাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্টের তরফ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়, ওই মহিলা উচ্চশিক্ষিত, তাই তাঁকে হোমমেকার বলা যায় না। এছাড়া দুর্ঘটনার সময় চাকরিরত ছিলেন না ওই মহিলা। তাই তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস ট্রাইব্যুনাল কোনও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়নি। এরপর ২০১৮ সালে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। তাঁর দাবি ছিল, দুর্ঘটনার পর স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি পরিবারের দেখভাল করছেন। তিনি চান, হোমমেকার হিসেবে বিবেচনা করেও তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সুমলতা বলেন, ''প্রত্যেক মহিলা, যাঁরা পরিবারের সদস্যদের দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরাই হোমমেকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, পরিবারের জন্য পরিষেবা দিচ্ছেন, এমন প্রত্যেককেই হোমমেকার বলা যায়। একজন কর্মরত মহিলাও পরিবারের দেখভাল করলে তিনি হোমমেকার, একজন পুরুষও হতে পারেন হোমমেকার। শুধু ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকলে, নিরক্ষর হলে আর বাড়ির সব কাজকর্ম করলেই তিনি হোমমেকার নন।'' বিচারপতি আরও বলেন, ''যিনি প্রতিনিয়ত সুখী পরিবারের পিলার হিসেবে কাজ করেন, পরিবারের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেন, পরিবারকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন, তাঁরাই হোমমেকার।'' শেষ পর্যন্ত ওই পরিবারের দেখভাল করার জন্য ওই মহিলাকে হোমমেকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে হাইকোর্ট। তাঁর বয়সের ভিত্তিতে, শরীরে ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা করেস মাসে মাসে ৮ হাজার টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আর্থিক ক্ষতির জন্য ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা ও সুস্থ হওয়ার সময় তাঁর পরিবার যে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তার জন্য আরও ২৪ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

CHANGE OF NAME

I, Sekh Hifzur (Old Name) S/O–Late Taleb Ali residing at Vill & PO-Sherpur, PS-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Hifzur to Md Hifjur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Hifjur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 20/08/2026. My name Md Hifjur Rahaman & Sekh Hifzur both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Emajuddin Sk my father's (Old Name) Md Mojammel Hoque resident of Vill-Uttar Krishnanagar, PO-Malancha, PS-Samserganj, Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Mojammel Hoque to Mojammel Hoque and henceforth my father's name shall be known as Mojammel Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 20/08/2026. My father's name Mojammel Hoque & Md Mojammel Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bhajuruddin Sk (Old Name) S/O–Kaimuddin Sk residing at Vill-Madhurkul Jumma Masjid, PO-Madhurkul, PS-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal 742406 do hereby declared that I have changed my name from Bhajuruddin Sk to Bhaju Sk and henceforth I shall be known as Bhaju Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 20/08/2026. My name Bhaju Sk & Bhajuruddin Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sorifa Bibi (Old Name) W/O–Abdur Rahaman residing at Vill-Bhabanipur, PO-Purandarpur, PS-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal 7742171 do hereby declared that I have changed my name from Sorifa Bibi to Sarifa Bibi and henceforth I shall be known as Sarifa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 20/08/2026. My name Sarifa Bibi & Sorifa Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joynal Sk, (Old name) S/o- Aymadar Sekh, Resident at, Vill-Mirjapur, Po-Paglachandi, Ps-Kaliganj, Nadia, 741181, West Bengal. I have changed my name Joynal Sk to Jaylal Sekh (New name) I shall be known as Jaylal Sekh vied affidavit before the Notry at Berhampore on 20/08/2026 Jaylal Sekh & Joynal Sk same and one identical person.

DECLARANT

I, Shilpi Meer, W/o Manash Mir, resident of vill. - Narayanpur P.O. & P.S. - Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur, do hereby declare that I have changed my name from Shilpi Meer to Shilpi Mir and henceforth I shall be known as Shilpi Mir in all purpose, vide affidavit No. 13 shown before the Notary Public, Balurghat on 19/08/2026, Shilpi Mir & Shilpi Meer both are same and one identical person.
Shilpi Mir
Declarant

নাম পরিবর্তন

আমি 'অমৃতা সরকার', বাবার নাম- প্রয়াত চিত্তরঞ্জন সরকার, ঠিকানা-গণপতি এনক্লেভ, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং-১/কে, শান্তিনগর মেইন রোড, বার্নপুর, P.O- বার্নপুর, P.S- হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩২৫ এখন থেকে পরিচিত হবে 'অমৃতা সরকার (কুন্ডু)' অনুযায়ী যাহা আসানসোল আদালতের (জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ) নোটারি পাবলিকের সামনে ৪৪এএ ৭৫৮৭৭১ নং হলফনামা, তারিখ ১৯শে আগস্ট, ২০২৬ অনুযায়ী ঘোষিত হোলো। 'অমৃতা সরকার' এবং 'অমৃতা সরকার (কুন্ডু)' উভয়ই একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, DIPALI GHOSH D/o Raghunath Das W/o Sanjib Ghosh Residing at 8/1, Kumar Tuli Street, Hatkhola, Kolkata, Pin-700005 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name DIPALI GHOSH(DOB:- 20.01.1977) instead of DIPU GHOSH which is wrongly recorded in my Voter card being no. FLG0928036 as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata Dated 20-08-2026. DIPU GHOSH and DIPALI GHOSH both are same person.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিন মাস ব্যাপী সতর্কতা সচেতনতা অভিযান শুরু

মালিগাঁও, ২০ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ভিজিল্যান্স

অ্যাওয়ারনেস উইক-এর সূচনা উপলক্ষে, ১৭ আগস্ট থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত তিন মাস ব্যাপী একটি সতর্কতা সচেতনতা প্রচার অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের লক্ষ্য হলো রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে সততা, স্বচ্ছতা ও নৈতিক আচরণের প্রসার ঘটানো এবং একই সাথে জনসেবার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করা। এই প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে, ২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, জেনারেল ম্যানেজার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সততা রক্ষার শপথ পাঠ করান একই সময়ে মালিগাঁওয়ে অবস্থিত জিএম (কনস্ট্রাকশন)-এর কার্যালয় প্রাঙ্গণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (কনস্ট্রাকশন)-এর জেনারেল ম্যানেজার আশীস বনসাল শপথ পাঠের নেতৃত্ব দেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররাও সততা রক্ষার শপথ গ্রহণে অংশগ্রহণ করেন। এই অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হলো সকল কাম-কাজে সততা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি নির্মূল করা। ২০২৬-এর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের মূল বিষয়বস্তু হবে সমৃদ্ধির জন্য সততা। সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় থেকে একটি 'ওয়াকাথন' বা 'সতর্কতা সচেতনতা পদযাত্রা'-র সূচনা করা হয়, যাতে রেলওয়ে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্কাউটস ও গাইড্স সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানের লক্ষ্য হলো রেলওয়ে কাম-কাজের সকল স্তরে সততা, স্বচ্ছতা, সতর্কতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি শক্তিশালী করা এবং একই সাথে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকল অংশীজনকে অবদান রাখতে উৎসাহিত করা।

পুজোর আগেই টয় ট্রেনের জঙ্গল সাফারিতে বড় বদল! পরিবর্তন সময়সূচিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ দুর্গাপুজোর আগেই পর্যটকদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পর্যটকদের দীর্ঘদিনের অনুরোধ ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে ঐতিহাসিক টয় ট্রেনের জঙ্গল সাফারির সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতদিন সকাল ১০টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়ত এই বিশেষ পরিষেবা। এবার সেই সময় বদলে দুপুর ১২টা করা হয়েছে। পুজোর আগে পাহাড়মুখী পর্যটকদের জন্য এই পরিবর্তন বাড়তি সুবিধা দেবে বলেই মনে করছে রেল। জানা গেছে, পর্যটক, স্থানীয় মানুষ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই সকাল ১০ টার সময় নিয়ে অভিযোগ আসছিল। অনেক পর্যটক ট্রেন বা বিমানে করে সকালে শিলিগুড়িতে পৌঁছালেও নির্দিষ্ট সময়ের কারণে জঙ্গল সাফারির অংশ নিতে পারতেন না। সেই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এবার পরিষেবার সময় দুপুর ১২টা করা হয়েছে। ফলে বাইরে থেকে সকালে শিলিগুড়িতে পৌঁছানো পর্যটকরা সময় নিয়ে শহরে এসে ব্রেকফাস্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সরাসরি টয় ট্রেনের জঙ্গল সাফারিতে যেতে পারবেন। রেলের এই সিদ্ধান্তে শুধু পর্যটকদের সুবিধাই নয়, পুজোর আগে পর্যটকদের ভিড় পরিচালনার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে দার্জিলিংমুখী পর্যটকদের একটি অংশকে ঐতিহাসিক টয় ট্রেনের এই পরিষেবার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বর্তমানে যে নতুন রুটে জঙ্গল সাফারি পরিষেবা চালাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেটিকে আরও জনপ্রিয় ও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রেও এই সময় পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানান, পর্যটক, স্থানীয় মানুষ এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সকাল ১০ টার সময় পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অনুরোধ আসছিল। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই জঙ্গল সাফারির সময় দুপুর ১২টা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এর ফলে সকালে শিলিগুড়িতে পৌঁছানো পর্যটকরা স্বচ্ছন্দে সময় নিয়ে এই হেরিটেজ টয় ট্রেনের জঙ্গল সাফারিতে অংশ নিতে পারবেন। একইসঙ্গে পর্যটকদের ভিড় পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন সহায়ক হবে। বর্তমানে সপ্তাহে দু'দিন- শনিবার ও রবিবার এই জঙ্গল সাফারি পরিষেবা চালানো হয়। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১২টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ট্রেনটি রওনা দিয়ে দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে তিনধারিয়ায় পৌঁছবে। সেখানে কিছু সময় থাকার পর বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে তিনধারিয়া থেকে ফেরার জন্য রওনা দেবে এবং সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছবে। এই বিশেষ জঙ্গল সাফারির ভাড়া রাখা হয়েছে ৪৫০ টাকা। সব মিলিয়ে পুজোর আগে টয় ট্রেনের জঙ্গল সাফারির সময় পরিবর্তন পর্যটনপ্রেমীদের জন্য নতুন সুবিধার দরজা খুলে দিচ্ছে। সকালে শিলিগুড়িতে পৌঁছে আর তাড়াহুড়ো নয়-সময় নিয়ে শহরে এসে দুপুরে শুরু হবে হেরিটেজ টয় ট্রেনে জঙ্গল ভ্রমণ। পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলেই আশা রেলের।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Corrigendum

N.LT-161,162,163,164,166 Dt. 14.08.26, published on 15.08.26
Please visit www.wbtenders.gov.in for the revised Terms & Details. Other conditions remain unchanged.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Notice Inviting Quotation

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against **N.I.Q. NO.- 02/AE/ARG of 2026-2027** for the work: **[SL No-01]** Supply of one no Diesel Driven Motor Cab Non-Air Condition on hire basic for the Office of the Assistant Engineer, Arambagh Sub-Division, P.H.E. Dte for the purpose of Office Duty. **[01.09.2026 To 31.10.2026]**
Last date of Application :- 25.08.2026 up to 02.00 P.M.
Last date & Time for submission of Tender documents: 31.08.2026 upto 02.00 P.M.
Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website : **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division
P.H.E. Dte.

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Short Notice tender is invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah-711103. **NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-194 of 2026-2027.** Memo. 2576 Dt. 20.08.2026. Name of Work: PWD Logistic Support in respect of accommodation Centers for CAPF in c/w PPLO & Other L/O duties at Karmatirtha Building under Uluberia P.S. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website: **www.pww.wh.in.**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D.
Howrah Electrical Division

Notice Inviting Tender

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against **N.I.T. NO:- 04/AE/ARG of 2026-2027** for the works: [SL No-01 to 10] Operation & Maintenance of OHR, Laying Distribution System including Street Stand post, FHTC, Rising main & other essential components of different Schemes for the Period from 01.09.2026 to 31.10.2026 under Arambagh Sub- Division of Hooghly Division, P.H.E. Dte.
Last date of Application:- 25.08.2026 up to 01.00 P.M.
Last date & Time for submission of Tender documents:- 31.08.2026 upto 02.00 P.M.
Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website : **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division
P.H.E. Dte.

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 357/PWD/ROAD/BMC, Dated : 20/08/2026
(ii) NIT No. 1954/PHE(C)/BMC, Dated : 20/08/2026
(iii) NIT No. 1955/PHE(C)/BMC, Dated : 20/08/2026

e-Tender has been invited for (i) Development of road by Paver unit (ii) (iii) different type of water related job and Annual maintenance for the repair of water tanker at different locations Under BMC.
For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1038967_1 (ii) 2026_MAD_1038946_1 to 2 (iii) 2026_MAD_1038953_1 to 2]** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board.
Last Date of Bid Submission :
(i) 10/09/2026 upto 3.00 p.m.
(ii) 05/09/2026 upto 3.00 p.m.
(iii) 29/08/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

মিউটেশন আবেদনকারীর রায়তের নামঃ শ্রীমতী মৌসুমী রায়, স্বামী প্রয়াত কমল কুমার রায়। বিজ্ঞপ্তি আবেদনাকারী দাতাঃ শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ, স্বামী মৃত বিজ্ঞান ঘোষ, শ্রীমতী তন্দ্রা ঘোষ, স্বামী সাধন ঘোষ, শ্রীমতী মানসী ঘোষ, স্বামী শ্রী সঞ্জীব ঘোষ, শ্রীমতী অদিতি ঘোষ, স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, শ্রী আলোক কুমার ঘোষ, পিতা- প্রভাত চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণা চন্দ ঘোষ, স্বামী সুধীর ঘোষ, শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষ, স্বামী জীবন কৃষ্ণ ঘোষ
প্রতিটি পুলক ঘোষ,
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 1913 dt 2.6.25
বহি ১ নং খন্ড 3138 dt 11.11.25
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 070102309 for the year - 2026
মামলার কেস নং: MN/2026/0702/7618
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে যথাযথ সম্পত্তির ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে লিখিত আকারে দাখিল পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ-
মৌজা - খড়িয়া সীট নং 27, থানা- কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি, জিলা খতিয়ান নং RS 17124 বা LR 4540 দাগ নং RS 1830 বা LR-1593 বিক্রিত জমি ২.১ কাঠা বা ৩.৪৬৫ ডেসিমাল
দাতা - পুলক ঘোষ পিতা- প্রভাত চন্দ্র ঘোষ, পান্ডাপাড়া, বৌবাজার, জলপাইগুড়ি
(আদেশ নং - ১০০০-I.S./২২/ ২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম - শ্রীমতি মৌসুমী রায়
স্বামী - প্রয়াত কমল কুমার রায়
ঠিকানা- হাসপাতাল পাড়া, ওয়ার্ড নং 7, পোঃ হলদিবাড়ী, থানা - হলদিবাড়ী,
কোচবিহার - ৭৩৫১২২

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 190 **Tender Notice Date: 20/8/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 190/8/2026-2027 (Electrical)** dated 20/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 25/08/2026, 1 pm).
Last date of E-Submission: 5/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 189 **Tender Notice Date: 20/8/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 189/8/2026-2027** dated 20/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 25/08/2026, 1 pm).
Last date of E-Submission: 5/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 191 **Tender Notice Date: 20/8/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 191/8/2026-2027** dated 20/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 25/08/2026, 1 pm).
Last date of E-Submission: 5/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Name Change

I, Rob Sekh, S/O Late Arman Sekh, resident of Vill: Bogtui, PO + PS: Rampurhat, Birbhum, West Bengal. My son's name is Saptarshi Saikh. My actual name is Rob Sekh. But Rab Sekh is written in my voter card. My name is Rob Saikh in my son's voter card. I declare that Rob Sekh and Rab Sekh, Rob Saikh and Rob Sk both are same and one identical person as per vide Affidavit No. 25584 of Rampurhat Lt Executive Magistrate Court dated 13.08.2026.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Nur Zaman, S/O Mosuduzzaman, গ্রাম + পোঃ - দাদপুর, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার ছেলের সঠিক নাম Abrar Zaman. কিন্তু ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে Md Zohan Ali লেখা রয়েছে। ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Abrar Zaman and Md Zohan Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Rob Sekh, S/O Late Arman Sekh, গ্রাম বগটুই, পোঃ + থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার ছেলের নাম Saptarshi Saikh. আমার সঠিক নাম Rob Sekh. কিন্তু আমার ভোটার কার্ডে Rab Sekh লেখা রয়েছে। আমার ছেলের ভোটার কার্ডে আমার নাম Saikh লেখা রয়েছে। ১৩.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এল.টি. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৫৫৮৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Rob Sekh and Rab Sekh, Rob Saikh and Rob Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

খড়গপুর ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিট, ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন এবং এমপিএস চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ই-নিলাম প্রকাশ করেছেন। **(১) ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: কেজিপি/সিএটিজি/২০২৬ তারিখ ১৯.০৮.২০২৬;** ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য ঝাড়গ্রাম (১টি), বীরশিবপুর (১টি), মৌরিগ্রাম (১টি), মেচেদা (১টি), রামনগর বেঙ্গল (১টি), বেনাপুর (১টি), নারায়ণগড় (১টি), বাখরাবাদ (১টি), রানিতাল (১টি), রূপসা (১টি), শহীদ মাতঙ্গিনী (১টি), দাঁতন (১টি), নেকুরসেনি (১টি), নাচিন্দা (১টি), বন্দর (১টি), সোরো (১টি), সতীশ সামন্ত (১টি), ডুঁয়া (১টি), নুয়াগান ময়ূরভঞ্জ রোড (১টি), লক্ষনাথ রোড (১টি), বস্তা (১টি), জলেশ্বর (৩টি), অমরদা রোড (১টি) সাঁতরাগাছি (৩টি) এবং শালিমার (২টি) রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ক্যাটারিং ইউনিট পরিচালনার জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **ক্যাটালগ নম্বর:** সিএটিজি-কেজিপি-২৬-০৪ দ্বারা, **নিলামের তারিখ:** ১১.০৯.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১০:০০ ও ১৫:২০ টায়।

(২) ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: কেজিপি/এমপিএসএন্ডডব্লিউভিএম/২০২৬ তারিখ- ১৯.০৮.২০২৬, (i) খড়গপুর ডিভিশনের রেলওয়ে স্টেশন ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য সাঁতরাগাছি (৪টি), পাঁশকুড়া (১টি), বালিচক (১টি), মেচেদা (১টি), খড়গপুর (১টি), শালিমার (৭টি), বস্তা (১টি), জলেশ্বর (২টি), দীঘা (২টি) এবং সোরো (১টি) এমপিএস ইউনিট সরবরাহের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ, ক্যাটালগ নং: কেজিপি-এমপিএস-২৬-০৪ দ্বারা, নিলামের তারিখ: ১০.০৯.২০২৬, নিলাম শুরু/বন্ধের সময়: যথাক্রমে ১০:০০ ও ১৩:৫০ টায়। (ii) খড়গপুর ডিভিশনে ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর (১টি), বালেশ্বর (২টি), সাঁতরাগাছি (১টি), মেদিনীপুর (১টি), ঘাটশিলা (১টি), ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (১টি) স্টেশনগুলিতে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ, ক্যাটালগ নং: কেজিপি-ডব্লিউভিএম-২৬-০৪, **নিলামের তারিখ:** ০৯.০৯.২০২৬; **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১০:০০ ও ১১:৪০টা। এগুলি **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে (ক্রম নং ১ ও ২-এর জন্য) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ক্যাটারিং ঠিকাদারদের বিষয়টি জেনে নেওয়ার এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত ও আনুষঙ্গিক তথ্যের জন্য উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাসা বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

(PR-642) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

বাহন ভাড়া করা

ডাক নং. জিইএম/২০২৬/বি/৭৯২১৬৩৬ তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত ক্রু লবি কাটিহার এবং মালদা টাউন অধিক্ষেত্রের অধিনে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে আবশ্যকতা অনুসারে ক্রু লবি থেকে যেকোনো স্টেশন পর্যন্ত এবং ইহার বিপরীত দিশায় লোকো ক্রু এবং গার্ডের দৈনিক পরিবহনের জন্যে প্রত্যেকটি বাহনে ০৬ জন করে ব্যক্তি একই সময়ে পরিবহন করার হেতু কাটিহারে চালক সহিত ০৩ টি নন এসি বাণিজ্যিক বাহন (ডিজেল/পেট্রোল চালিত) ভাড়া করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৪,২৫,৮৮৯.২০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৮,৬০০/- টাকা। **ডাক সমাপ্তির তারিখঃ** ০৪-০৯-২০২৬ তারিখের ২১.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৪-০৯-২০২৬ তারিখে ২১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২২ তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** তিন বৎসরের জন্যে আরারিয়া-রহমতপুর, আরারিয়া কোর্ট-রহমতপুর, রহমতপুর-খাওয়াসপুর, খাওয়াসপুর-লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর-কালিয়াগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ-বিবিগঞ্জ, বিবিগঞ্জ-পাওয়াখালি, পাওয়াখালি-ঠাকুরগঞ্জ খণ্ডে রেলওয়ে মালিকানাধীন সমগ্র ওপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৪,৬২,৬৯২.০৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,০৯,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০৯-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৭-০৯-২০২৬ তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫১৯০৯ডব্লুবি১৯৯৪পিএলসি০৬১৫১৪
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩২, কে.এল. সায়গল সরণী, ৭৪০এ, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ইমেলঃ cs@auroimpex.com, ওয়েবসাইটঃ www.auroimpex.com
ফোন নং. ০৩৩-২৪০০ ৬৩০০

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, কাট-অফ তারিখ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১৮ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত আমাদের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর **৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)** ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার দুপুর ১:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ভিসিও/এভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া-র জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যাবলি সম্পন্ন করা হবে।

যেসব শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং ১৪ই আগস্ট, ২০২৬ (শুক্রবার) তারিখে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের কাছে এজিএম-এর আহ্বানপত্র, সভায় আলোচ্য বিষয়াবলি সংক্রান্ত ব্যাখ্যাসহ বিবৃতি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত নয়, তাঁদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এজিএম-এর নোটিশ পাওয়ার সঠিক ওয়েব-লিঙ্ক বা পাথ উল্লেখ করা হয়েছে। এজিএম-এর নোটিশ, ব্যাখ্যাসহ বিবৃতি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.auroimpex.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাচ্ছে পাশাপাশি, সভার তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে শনিবার ব্যতীত অন্য কর্মদিবসগুলোতে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও এগুলি পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ রয়েছে।

৩৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথিপত্রসমূহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সভার তারিখ পর্যন্ত সদস্যরা কোনো ফি ছাড়াই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিদর্শন করতে পারবেন। যে সকল সদস্য এই বিধিবদ্ধ রেজিস্টার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তাদের কোম্পানির cs@auroimpex.com অথবা investors@auroimpex.com ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে হবে। যেহেতু বার্ষিক সাধারণ সভাটি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার আবশ্যকতা রাখা হয়নি। সেই অনুযায়ী, এই সভায় সদস্যদের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধির সাথে পঠিত এবং এসইবিআই এলওআরডি-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান মেনে চলার স্বার্থে, সদস্যদের এনএসডিএল-এর রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, কোম্পানি সভার চলাকালীন এবং সভা শেষ হওয়ার পরবর্তী ১৫ মিনিট পর্যন্ত ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধাও প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যেঃ

১. ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
২. শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শনিবার)-এ ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সদস্য রেজিস্টার বা বেনিফিশিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে-তাঁরাই ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের যোগ্য হবেন।
৩. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার) সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার) বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে সদস্যরা আর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদান করতে পারবেন না।
৪. যে ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি evoting@nsdl.com-এ নিজের ফোলিও নম্বর অথবা ডিপিআইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, কোনো সদস্য যদি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে লগ-ইন ও ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।
৫. যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অবশ্য, স্পিকার বা বক্তা হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে থাকলে তাঁরা আলোচ্যসূচির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত আছেন, তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৬. কোম্পানি, কলকাতার এম. রাঠি অ্যান্ড কোং. কোম্পানি সেক্রেটারিজ-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিপি নং-৬২০৯) শ্রীমতি কুমকুম রাঠিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে, যাতে তিনি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি যাচাই-বাছাই করতে পারেন।
৭. স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, কোম্পানি এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর কাছে ভোটিং ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য জমা দেবে যা লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪৪(৩) নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী আবশ্যক।
৮. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে pritamd@nsdl.com ইমেইল ঠিকানায় অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা আরও স্পষ্টীকরণের জন্য ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
মধু গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২১.০৮.২০২৬

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
শোমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড - (অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)
(CIN: U74140WB2003PTC096328)
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৫এ, পাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৯
কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
(অবসায়ক - সিএ মহেশ চাঁদ গুপ্ত, ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল কর্তৃক)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-এর ০৮.০৮.২০২৫ তারিখের আদেশবলে নিযুক্ত লিকুইডেটর-এর মাধ্যমে 'লিকুইডেশন এস্টেট'-এর অন্তর্ভুক্ত সিডি -র সম্পদ বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি আইবিসি ২০১৬-এর ধারা ৩৫(১)(এফ) আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩২ ও ৩৩ এবং প্রবিধান ৩৩-এর অধীনস্থ তফসিল-১-এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সম্পদের বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

সিডি-র সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে (স্ট্যান্ডঅ্যালোন ভিত্তিতে) বিক্রয়

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি মূল্য (টাকা)	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকা)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর ও শিয়ালদহ ADSR-এর এখতিয়ারভুক্ত এবং প্রগতি ময়দান (পূর্বনাম তিলজলা) থানার আওতাধীন মৌজা-ধাপা (জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ২৩৬, পরগনা-মাগুরা, তৌজি নং ৪৬বি২)-তে অবস্থিত প্রায় ৪২.৪ (কম-বেশি) পরিমাণ জমির অংশবিশেষ-যা আর.এস. /এল.আর. দাগ নং ১০০২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্বে আর.এস. খতিয়ান নং ২০৭ ও বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ২৭-এ নথিভুক্ত-সেইসাথে উক্ত জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক কলকাতার আলিপুরে অবস্থিত ৩৪তম সিভিল জাজ (সিনিয়র ডিভিশন)-এর আদালতে দায়েরকৃত ৩৬৮/২০২৬ নং দেওয়ানি মামলা (দাবি মূল্য ৯৬ লক্ষ টাকা) থেকে উদ্ভূত আইনি দাবি বা 'অ্যাকশনেবল ক্লেইম' -সহ।	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)
সম্ভাব্য দরদাতার দ্বারা Baanknet পোর্টালে হলফনামা ও অঙ্গীকারনামা, আগ্রহের প্রকাশ, গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা, দরপত্র ফর্ম এবং দরপত্র ঘোষণা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬		
নিলামভুক্ত সম্পদসমূহ পরিদর্শন ও যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের সুবিধার্থে সেগুলোর নাগাল পাওয়ার শেষ তারিখ	২২-০৮-২০২৬ তারিখের সকাল ১০.৩০টা থেকে ০৪-০৯-২০২৬ তারিখের বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত		
সম্ভাব্য দরদাতাদের দ্বারা ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬		
নিলামের তারিখ ও সময়	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, দুপুর ২.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত এরপর রাত ৮.০০টা পর্যন্ত ৫ মিনিটের বিরতিতে সময়সীমা বাড়ানো হবে।		

(১) ই-নিলামটি 'যেমন আছে, যেখানে আছে, যা আছে এবং কোনো প্রকার দাবি বা প্রতিকারের সুযোগ ছাড়া' ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী baanknet@psballiance.com-এর মাধ্যমে https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টালে 'অনলাইন'-এ পরিচালিত হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নথিপত্র-যার মধ্যে রয়েছে ই-নিলামের বিড ফর্ম, নিলামে অংশগ্রহণকারীর হলফনামা ও ঘোষণা এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলি-সেগুলো https://ibbi.baanknet.comeauction-ibbihome ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী নিলাম-অংশগ্রহণকারীরা ইলেকট্রনিক উপায়ে নিবন্ধন করতে, বিড (দর প্রস্তাব) করতে এবং তাদের বিডের নিশ্চিতকরণ বার্তা পেতে পারেন। কোনো অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, আবেদনকারীর পরিচয় উল্লেখ করে cirp.shomukconsultancy@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় অনুরোধ পাঠানো যেতে পারে।
নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ই-নিলাম নির্দেশিকা এবং সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQ) www.ibbi.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য এটি দেখা যেতে পারে। এছাড়া, +৯১ ৮২৯১২২০২২০ ফোন নম্বরে অথবা support.baanknet@psballiance.com ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।
(২) সম্ভাব্য দরদাতাদের অবশ্যই 'Baanknet' প্ল্যাটফর্মের (অর্থাৎ ibbi.baanknet.com) মাধ্যমে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে এর মধ্যে IBC-এর ২৯এ (২৯এ) ধারা অনুযায়ী যোগ্যতার ঘোষণাপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
(৩) জামানতের অর্থ অবশ্যই 'Baanknet' প্ল্যাটফর্মের ওয়ালেটে জমা করতে হবে।
(৪) সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি মুচলেকা বা অঙ্গীকারনামা জমা দিতে হবে যে, উক্ত আইনের ২৯এ (২৯এ) ধারার অধীনে তাদের কোনো অযোগ্যতা নেই এবং প্রক্রিয়ার কোনো পর্যায়ে যদি তারা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তবে জমা দেওয়া জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(৫) ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের কোম্পানির সম্পদ অধিগ্রহণের জন্য সংরক্ষিত মূল্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি অর্থের দর প্রস্তাব করতে হবে। ই-নিলাম চলাকালীন একজন দরদাতা একাধিকবার তাদের প্রস্তাবিত দর বা়াতে বা উন্নত করতে পারেন। দরদাতাদের বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে যে, 'Reserve Price'-এর চেয়ে কম মূল্যের কোনো দর প্রস্তাব করা যাবে না এমন কোনো দর প্রস্তাব করা হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বা।-
মহেশ চাঁদ গুপ্ত
লিকুইডেটর - শোমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি. নম্বরঃ **IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
এএফএ নম্বরঃ **AA1/12304/02/300627/109025** বৈধ **30-06-2027** পর্যন্ত
রেজি. ঠিকানাঃ এফএফ-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর - III, ২য় তল, কলকাতা-৭০০১০৬
ইমেল আইডিঃ **cirp.shomukconsultancy@gmail.com/mcgupta90@gmail.com**
যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১ ৯৮৩১০৪৬৬৫২

তারিখ- ২১.০৮.২০২৬
স্থান- কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৭টি এসএলআর এবং ট্রেন নং. ১৩০২৫/২৬-এর ১টি আরটিভিপি লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৮বি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৭টি এসএলআর এবং ট্রেন নং. ১৩০২৫/২৬-এর ১টি আরটিভিপি, **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিট।

HWH-291/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.
KALYANI DEVELOPMENT BLOCK

Sealed Tender is being invited by the undersigned vide eNIT No-03/2026-27/SDO/KLY, Memo-1679/SDO/KLY, dated 20.08.2026.SL-01 (Construction of Temporary infrastructure(Civil) for Handloom Expo at Bhasa Uddyan, Kalyani Central Park), SL-02 (Temporary Electrical Installation for Handloom Expo at Bhasa Uddyan, Kalyani Central Park). Bid submission start date is 20.08.2026 at 06:50 PM, Last date of Bid submission 29.08.2026 at 06:50 PM. If more details are required see the Website (tenders.wb.gov.in).

Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

নানুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২০ আগস্ট ঃ বীরভূম জেলার নানুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের, এছাড়াও ৩ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে নানুরের নতুনপাড়া গ্রাম সংলগ্ন নানুর-বোলপুর রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম ঋজু ধারা (২৭)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কীর্ণাহারের শ্বাসপুর গ্রাম থেকে বাইকে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নানুর থানার ডোংরা গ্রামের এক যুবক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সে সময়েই উল্টো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ছোট মালবাহী গাড়ির সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনাস্থলেই বাইক চালক যুবকের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-এসইপি-০১। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **বিডিং সিস্টেমঃ** নর্মাল অকশন (সিঙ্গল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ০২.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.২৯ মিনিট। **ডিসিশন মোড**-অটো, **আরপি ডিসপ্লেড**-না, **আরপি-এর কম বিড অনুমোদিত**-হ্যাঁ। **প্রথম রিফিউজালের অধিকার (আরওএফআর) কি প্রযোজ্য?** না। **ক্যাটেগরিঃ** এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১৩-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং, বিবরণ, লট শেষের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ এএ/১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩৭-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-এমপিএস-৪৩-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বিড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে প্ল্যাটফর্ম শেডের নীচে (শিয়ালদহ প্রান্ত) মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১২-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে নর্থ এক্সিট গেটে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিকিউজি-এমপিএস-২১-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ভগবানগোলা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর প্ল্যাটফর্ম এরিয়ার মাঝখানে শেডের নীচে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/৫,** এমপিএস-এসডিএএইচ-কেআরপি-এমপিএস-২২-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য কৃষ্ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্যানেল রুমের নিকটে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর মাঝখানে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৬,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৫-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-১৫/১৬-তে পিলার নং. ৩ এবং ৪-এর মধ্যে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৭,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-এমপিএস-৩৬-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৮,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৯-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-২০/২১-তে পিলার নং. ৫ এবং ৬-এর মধ্যে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/৯,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসজিভি-এমপিএস-২৯-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য সারগাছি রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/১০,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআরপিকে-এমপিএস-৪২-২৬-১, ০৫ বছরের জন্য বিশরপাড়া কোদালিয়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে শিয়ালদহ প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম শেডের পাশে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/১১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিটি-এমপিএস-৩৪-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে ফুট ওভারব্রিজ এক্সক্যালেটরের নীচে সিআইটি/টিআই (এম) অফিসের সামনে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/১২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-৩৮-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/১৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এমবিবি-এমপিএস-৩১-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **রেট ইউনিটঃ** অ্যানুয়াল লাইসেন্সিং ফি (প্রত্যেকটির জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬ (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। **লট স্ট্যাটাসঃ** ড্রাফ্ট ক্যাটালগে নতুন (প্রত্যেকটির জন্য)।

SDAH-183/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/078/019/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H. Cover, G.P. Cover, C.P. Cover & inspection Pit Cover as and when required within 24 hours in Ward No.-78.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **160 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/077/05/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of IPS passage at 41, Manasatala Lane, 5A, Monilal Banerjee Road, 72/2, Mansatala Lane, 65, Mansatala Row etc. and its surrounding areas in Ward No.-77.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,81,155.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/079/008/2026-2027
Name of the work: **"Arrangements at LST Ghat on Remount Road and colour washing & painting at Bhukailash Ghat in Ward No.-79."** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,98,836.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/078/021/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **Removal of chokage by repairing S.W. pipe line & ancillary work at different places in Ward No.-78.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **200 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/076/002/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **"Restoration of I.P. passages at 8, Mohan Chand Road, 31 Hemchandra Street, 9 Ramkamal Street, 12D, Joy Krishna Paul Road and surrounding area etc. in Ward No.-76."** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,55,991.00.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/079/003/2026-2027/UTTARAN (2nd Call)
Name of the work: **"Maintenance of surface drain by desilting at EJC Dock Jackson Uttaran, Sonaidingi Uttaran and adjoining areas in Ward No.-79."** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,98,703.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **240 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/079/001/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **"Maintenance of M.H., INS Pit, C.P. etc. by desilting at 49/5, Karl Marx Sarani and surrounding areas in Ward No.-79."** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,53,191.00.** Earnest money: ₹ **5,200.00.** Period of completion: **270 days.** Last date and time of submission of bid: **01.09.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7).** Tender will be opened on: **03.09.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2026 (5 PM) (For Sl. No. 1 to 7).** The websites: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 4)** and **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 2, 3, 5, 6 & 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/015/03/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No.-15, BR-II.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,90,000.00.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/019/03/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No.-19, BR-II.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,90,000.00.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **01.09.2026 up to 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** Bid will be opened on: **03.09.2026 at 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **21.08.2026 at 5 PM** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVIII/084/01/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of concrete passage and allied civil work from 108B to 106/1/1A Hazra Road (Panjabi Goli) in Ward No.-84 under BR-VIII.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,613.14.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **09.09.2026 - 12 Noon.** Date of opening of tender: **11.09.2026 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **01.09.2026 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/007/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration of cement concrete passage disturbed by different PU Agency near Holding No. S-148/A, R-74, R-112, R-188/1/B, S-155/1, R-182 etc. in Ward No.-137, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,43,605.31.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **05.09.2026 - 11 AM.** Date of opening of tender: **07.09.2026 - 11 AM.** The bid forms and other details are available on and from **24.08.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (375/26-27)

বিশালের হাতে জয়, ফাইনালে মোহনবাগান

সংবাদ সংস্থা, শিলং, ২০ আগস্টঃ তিন বছর পর আবার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে কলকাতা ডার্বি। বৃহস্পতিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে টাইব্রেকারে ৪-৩ হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল মোহনবাগান। রবিবার যুবভারতীতে তাদের সামনে ইস্টবেঙ্গল। দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে তিন বছর আগে মোহনবাগান ট্রফি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে। এ বার লাল-হলুদের সামনে বদলা নেওয়ার সুযোগ। মোহনবাগান জবাব দিল নর্থইস্টকেও। দু'বছর আগে নর্থইস্টের কাছে টাইব্রেকারে হেরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল টানা দু'বার ডুরান্ড জেতার স্বপ্ন। শিলংয়ে নর্থইস্ট সমর্থকদের চিৎকারের সামনেই ম্যাচ জিতল তারা। কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুরের বিরুদ্ধেও একটি শট বাঁচিয়ে নায়ক হয়েছিলেন বিশাল কাইথ। এ দিন তিনি পর পর দু'টি শট বাঁচালেন। তাঁর হাতেই ফাইনালে মোহনবাগান। ডুরান্ডে ১৭ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান। এক বার কম ট্রফি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। টাইব্রেকারে নর্থইস্টের হয়ে প্রথম শট মারতে এগিয়ে আসেন নিনকোভিচ। তিনি গোল করে ১-০ এগিয়ে দেন। সমতা ফেরান রাহুল ভেকে। নর্থইস্টকে ২-১ এগিয়ে দেন আলাদিন। তাঁর শট বিশাল কাইথের হাতে লেগে গোলে ঢোকে। শুভাশিস বসু গোল করে ২-২ করেন। নর্থইস্টকে ৩-২ এগিয়ে দেন এথিয়েন। ৩-৩ করেন লিস্টন। চতুর্থ প্রয়াসে রবিন যাদবের শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে আটকে দেন বিশাল। চতুর্থ শটে গোল করে মোহনবাগানকে ৪-৩ এগিয়ে দেন জেমি ম্যাকলারেন। পার্থিব গগৈয়ের শট বিশাল বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে বাঁচাতেই মোহনবাগানের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ম্যাচের আগে ভালই বৃষ্টি হয় শিলংয়ে। ফলে দেখা না গেলেও মাঠের জায়গায় জায়গায় জমে ছিল জল। ঘাসের নীচেও জল ছিল। এ ধরনের মাঠে পাসিং ফুটবল খেলা ছিল অসম্ভব। ফলে শুরু থেকে

দু'দলেরই খেলতে অসুবিধা হয়। প্রথম একাদশে আলবের্তো রদ্রিগেজ এবং সামির জেলকোভিচ, এই দুই বিদেশিকে নামিয়েছিলেন মোহনবাগান কোচ পানাজিয়োটিস দিমপেরিস। দেজান দ্রাজিচের চোট থাকায় এ দিন শুরু করেন কিয়ান নাসিরি। শুরুতেই একটি সুযোগ পায় নর্থইস্ট। তবে জিতিন এমএসের ক্রস এতই দুর্বল ছিল যে কোনও সতীর্থ ধরতে পারেননি। মোহনবাগানের সাহাল সামাদও একটি ফ্রিকিক কাজে লাগাতে পারেননি। ১০ মিনিটের মাথায় আলবের্তোর থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে উঠেছিলেন নাসিরি। কিন্তু লিস্টন কোলাসোর কাছে ক্রস পৌঁছনোর আগেই বাধা দেন নর্থইস্টের মহম্মদ রাবিহ। এর পর দুই দলই চেষ্টা করতে থাকে একে অপরের রক্ষণ ভেঙে এগোনোর। কেউই সফল হয়নি। মোহনবাগান বল বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখলেও সুযোগ তৈরির ব্যাপারে নর্থইস্ট এগিয়ে ছিল। মাঝে ম্যাকার্টন এবং অভিষেকের মধ্যে কিছু ক্ষণ ঝামেলা হয়। নর্থইস্টের নিকসনকে দেখা যায় মোহনবাগানের এক ফুটবলারকে ধাক্কা দিতে। দুই দলের ফুটবলারেরাই জড়ো হয়ে যান। তবে ঝামেলা বাড়ার আগে পরিস্থিতি শান্ত করেন রেফারি। কাউকে কার্ড দেখাননি। ৩৬ মিনিটের মাথায় সামির বল নিয়ে নর্থইস্টের দু'জন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পাস সতীর্থের কাছে পৌঁছনোর আগেই মাঠে আটকে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম সুযোগ তৈরি করে নর্থইস্ট। আলাদিনের ক্রস বারের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। দু'মিনিট পরেই সামিরের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৬৩ মিনিটে ভাল একটি সুযোগ নষ্ট করে নর্থইস্ট। ডান প্রান্ত থেকে একটি বল ভেসে এসেছিল। কিন্তু আলাদিন বা এথিয়ান কেউই বলের কাছে পৌঁছতে পারেননি। আরও দু'টি সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি নর্থইস্ট। গোল আসছে না দেখে ৭১ মিনিটে সামিরের জায়গায় মিগুয়েল ফেরেরা এবং ৮০ মিনিটে মনবীর সিংহের জায়গায় লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে নামিয়ে দেন দিমপেরিস। ৮৬ মিনিটে আরও একটি ভাল সুযোগ নষ্ট করে নর্থইস্ট। এ বারও ডানপ্রান্ত থেকে বল পেয়েছিলেন ম্যাকার্টন। ঘুরে মোহনবাগানের গোলে শট মারেন। পোস্টের পাশে দিয়ে তাঁর শট বেরিয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ে আর কোনও দলই গোল করতে পারেনি।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বাদ পড়ছেন কুলদীপ!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২০ আগস্টঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। দেবদত্ত পাডিক্কলের সেঞ্চুরি, মানব সুতারের ১০ উইকেটের সাহায্যে ১৬৫ রানে বড় জয় তুলে নিয়েছে ভারত। তবে এই জয়েও কাঁটা হয়ে রয়েছে অনেক বিষয়। তাই দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম একাদশে বড় বদলের পথে হাঁটতে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে দারুণ খেলেছিলেন সারাংশ। দুই ইনিংস মিলিয়ে নেন মোট ৬ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ব্যাট হাতেও খেলেছিলেন ১৪০ বলে ৭০ রানের ইনিংস। ২০২৫-২৬ মরশুমের রঞ্জি ট্রফিতেও ভালো ফর্মে ছিলেন সারাংশ। সাত ম্যাচে ৫৭.৫৫ গড়ে ৫১৮ রান করেছিলেন। পাশাপাশি নিয়েছিলেন

চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, এমনটাই প্রকাশ একাধিক রিপোর্টে। গলে স্পিন-সহায়ক পিচেও দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছেন কুলদীপ যাদব। তাই দ্বিতীয় টেস্টে কুলদীপের জায়গায় দলে অভিষেক হতে পারে অভিজ্ঞ স্পিনার সারাংশ জৈনের। ১২ বছর অপেক্ষার পরে কপাল খুলতে চলেছে ৩৩ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডারের? আগামী ২৩ আগস্ট কলম্বোয় শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচেই মধ্যপ্রদেশের অলরাউন্ডার সারাংশকে খেলানোর কথা ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ওয়াশিংটন সুন্দরের চোটের কারণে স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন ৩৩ বছরের অলরাউন্ডার। ডানহাতি অফস্পিনার সারাংশ বাঁহাতি ব্যাটার হিসেবেও কার্যকর। ২০১৪ সালে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। প্রায় ১২ বছর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। ৩০টি উইকেট। সারাংশ এখনও পর্যন্ত ৫৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর সংগ্রহ ২২২৩ রান, ব্যাটিং গড় ৩১.৭৫। এর মধ্যে রয়েছে দু'টি সেঞ্চুরি ও ১৪টি হাফ সেঞ্চুরি। বল হাতে নিয়েছেন ১৮৮টি উইকেট। গল টেস্টের উইকেটে কুলদীপের মতো রিস্ট-স্পিনারের কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেননি তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২৫ ওভারে ১০৩ রান দিয়ে মাত্র একটি উইকেট নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে তাঁর একমাত্র শিকার ছিলেন কামিন্দু মেন্ডিস। যদিও ডাইভ দিয়ে শুবমান গিল দুরন্ত ক্যাচ নিয়েছিলেন বলেই এই উইকেট পেয়েছিলেন কুলদীপ। একই পিচে রবীন্দ্র জাডেজা এবং মানব সুতার অনেক নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ভুল বোলিং করেছেন। তাই কলম্বো টেস্টে বাদ পড়তে পারেন কুলদীপ। অভিষেক হতে পারে সারাংশ জৈনের।

নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ৭০ কোটির লোকসান, মুক্তির উপায় টিম ইন্ডিয়া

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ২০ আগস্টঃ বড় আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট। গত অর্থবর্ষে বোর্ডের ক্ষতি হয়েছে ৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭০ কোটি টাকার সমান। অথচ শুরুতে বোর্ডের অনুমান ছিল ক্ষতির পরিমাণ ১.৮ মিলিয়ন ডলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বাস্তবে সেই ক্ষতির অঙ্ক প্রত্যাশার তুলনায় প্রায় সাত গুণ বেড়ে গিয়েছে। নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, ভারতে ফ্যান্টাসি স্পোর্টস ও অনলাইন গেমিং সংক্রান্ত নিয়মকানুনে পরিবর্তনের প্রভাব

পড়েছে তাদের অন্যতম প্রধান স্পনসর ড্রিম১১-এর সঙ্গে চুক্তির উপর। এর ফলে অংশীদারিত্বের কাঠামোয় বদল আনতে হয়েছে, যা বোর্ডের আর্থিক অবস্থার উপরও প্রভাব ফেলেছে। ফলে প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেটকে। যদিও এই আর্থিক ধাক্কার মধ্যেও আশাবাদী নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট। বোর্ডের বিশ্বাস, আগামী সময়ে তারা প্রায় ১০০ কোটি টাকা আয় করতে পারবে। সেই আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হতে পারে ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন ঘরের মাঠের সিরিজ। অক্টোবরে ভারত সফরে যাবে নিউ জিল্যান্ডে। এই সফরে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ১২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। স্বাভাবিক ভাবেই সম্প্রচার স্বত্ব, স্পনসরশিপ এবং দর্শক আগ্রহ থেকে উল্লেখযোগ্য আয় হওয়ার আশা করছে কিউয়ি বোর্ড।

আশিয়ান কাপ না খেলে কেন ব্রাজিল ম্যাচ? যুক্তি দিয়ে 'জরিমানা'র দাবি ওড়াল এআইএফএফ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য ফিফা আশিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারতের জাতীয় ফুটবল দল। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। ভাইচুং ভুটিয়ার মতো প্রাক্তনীরাও সরব হয়েছেন। এ বার এই নিয়ে মুখ খুলল এআইএফএফ। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তি দিল তারা। এর পাশাপাশি আশিয়ান কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে ভারতকে আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হচ্ছে- এমন দাবিও সরাসরি খারিজ করেছে ফেডারেশন। কী জানাল তারা? গত সপ্তাহেই ফিফা আশিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে ভারত। কারণ, টুর্নামেন্টের সূচির সঙ্গে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচের সূচি মিলে যায়। আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। ফেডারেশন জানিয়েছে, ব্রাজিল ম্যাচটি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অনুমোদিত হয়েছে। এআইএফএফ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ''এই ম্যাচ ভারতের জাতীয় দলের মনোবল বাড়াবে এবং ভারতীয় ফুটবলের প্রতি সমর্থকদের আগ্রহও বাড়াবে। কতটা প্রভাব ফেলবে এই ম্যাচ, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। দুই ফুটবল ফেডারেশনের পারস্পরিক সম্মতিতে এই ম্যাচের আয়োজন হচ্ছে। এটাকে একতরফা কোনও ব্যবস্থা হিসেবে দেখানো উচিত নয়।'' আশিয়ান কাপ চলবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। ফলে একই সময়ে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া এবং ব্রাজিল ম্যাচে খেলা ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারত আশিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করায় আর্থিক জরিমানা হয়েছে- এমন দাবি খারিজ করেছে এআইএফএফ। ফেডারেশন জানিয়েছে, ফিফার টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে কোনও আর্থিক জরিমানা হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। শুধু দাবি খারিজ করেই থামেনি এআইএফএফ। ভুল তথ্য ছড়ানো চালু থাকলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা। এআইএফএফ-এর বক্তব্য, তথ্যগতভাবে ভুল দাবি ছড়ানো হলে ভারতীয় ফুটবলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে 'উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা' নেওয়ার কথাও ভাববে ফেডারেশন, এমনটাই জানিয়েছে তারা।

আল আহলিকে হারিয়ে বার্সার জুয়ান গাম্প্যার ট্রফি জয়

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২০ আগস্টঃ কাম্প ন্যুয়ে বুধবার প্রস্তুতিমূলক ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। হামজা আব্দেলকারিম বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। বিরতির পর ব্যবধান কমান জিজো। প্রত্যাশিতভাবেই ম্যাচের শুরু থেকে মাঠে আধিপত্য করে বার্সেলোনা। ২৯তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলও পেয়ে যায় তারা বাঁ দিক থেকে সতীর্থের পাস ছয় গজ বক্সে পেয়ে ঠাণ্ডা মাথার শটে দলকে এগিয়ে নেন তরুণ স্ট্রাইকার আব্দেলকারিম। প্রাক্তন দলের জালে বল পাঠিয়ে উল্লাস করতে দেখা যায়নি ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে। বরং হাত জোর করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করেন তিনি। গত জানুয়ারিতে স্বদেশের এই ক্লাব থেকেই ধারে বার্সেলোনায় আসেন আব্দেলকারিম। বার্সেলোনা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ১১ ম্যাচে ৬ গোল করে সামর্থ্যের প্রমাণ রাখেন মিশরীয় ফুটবলার। পরে চুক্তির শর্ত কাজে লাগিয়ে তাকে পাকাপাকিভাবে কিনে নেয় কাতালান ক্লাবটি। প্রথমার্ধের শেষদিকে ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হন রাফিনিয়া এবং পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। নিজেই সফল স্পটকিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই

ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের প্রায় পুরোটা সময় ঘর সামলাতে ব্যস্ত আল আহলি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দারুণ গোলে ব্যবধান কমায়। পাল্টা আক্রমণে ডি-বক্সের ঢুকে জোরাল শটে গোলটি করেন মিশরের উইঙ্গার জিজো। এই অর্ধে একে একে পুরো একাদশ বদলে ফেলেন বার্সেলোনা কোচ। তাতে তাদের খেলায় কিছুটা ধার কমে। তবুও শেষ দিকে আরেকটি গোল পেতে পারতো তারা। ডি-বক্সে অ্যান্থনি গর্ডন ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় দলটি। কিন্তু দুর্বল স্পটকিকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি এবারের গ্রীষ্মে নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে কাম্প ন্যুয়ে আসা এই ইংলিশ উইঙ্গার। আগামী রবিবার এলচের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে বার্সেলোনা।

ক্রিকেটে ফুটবলের প্রযুক্তি!

আসন্ন ভারত-আফগানিস্তান সিরিজে সম্প্রচারের নয়া বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্রিকেটের মাঠে এবার ফুটবলের পদধ্বনি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ফিফা বিশ্বকাপের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া এবার বাইশ গজের লড়াইয়ে। আগামী সেপ্টেম্বরে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। আর সেই আসর সাক্ষী থাকবে সম্প্রচারের দুনিয়ায় ঐতিহাসিক বিপ্লবের। দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে এক অনবদ্য ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা। টিভির পর্দায় বসেও মনে হবে যেন স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখছেন! আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে ক্রিকেটের সম্প্রচারে এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় আয়োজিত ফিফা বিশ্বকাপে যে উন্নত প্রযুক্তিতে খেলা সম্প্রচারিত হয়েছিল, এবার সেটাই দেখা যাবে ভারতের ময়দানে। প্রোডাকশন স্বত্ব পাওয়া সংস্থা আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। সিরিজের পরিচালনার দায়িত্বে জ্যামি ওকফোর্ড। ২০০২ সাল থেকে প্রতিটি ফিফা বিশ্বকাপে তিনি ডিরেক্টরের ভূমিকায়। এমনকী ২০১৪ সালে জার্মানি বনাম আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ ফাইনালও তাঁরই নির্দেশনায় সম্প্রচারিত হয়েছিল। ফুটবলের মাঠে ওকফোর্ডের ক্যামেরার কাজ সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। এবার সেই ম্যাজিকাল লেন্সের চোখ দিয়ে ক্রিকেট দেখবে গোটা দুনিয়া। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সিরিজে একাধিক নতুন প্রযুক্তির আত্মপ্রকাশ। থাকছে এআই-নিয়ন্ত্রিত পিওভি ক্যামেরা, ভলিউমেট্রিক ফ্রি-ভিউ পয়েন্ট প্রযুক্তি। এ ছাড়া উন্নত স্পাইডারক্যাম এবং আল্ট্রা-মোশন ক্যামেরার ব্যবহার সম্প্রচারকে আরও নিখুঁত করবে। কুইডিচ ইনোভেশন ল্যাবসের স্প্যাটিও সিস্টেম কাজে লাগানো হবে। ড্রোনের ফিডের ওপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইম অপটিক্যাল প্লেয়ার ট্র্যাকিং সম্ভব। পাশাপাশি দেখা যাবে অগমেন্টেড রিয়্যালিটির গ্রাফিক্স। মাঠে ফিল্ডারদের অবস্থান, দলের কৌশল এবং নিখুঁত রিপ্লে দেখানোর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। খেলোয়াড়দের দৌড়ের গতি, বলের সুইংয়ের নিখুঁত অ্যাঙ্গেল-সবকিছুই ধরা পড়বে নিমেষে। ব্যাটার বা বোলারের প্রতিটি পদক্ষেপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাধারণ দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে আইটিডব্লিউ ইউনিভার্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'এই প্রথম কোনও দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ ফিফা বিশ্বকাপের সম্প্রচার মান অনুযায়ী দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। যাঁরা বিশ্বকাপ ফাইনাল এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল পরিচালকরা এই প্রোডাকশনের দায়িত্বে থাকছেন।' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ভৈরব শান্তের স্পষ্ট কথা, 'দর্শকদের সেরা অভিজ্ঞতা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।' আগামী ১৩, ১৫ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর এই তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলা হবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। খাতায়কলমে সিরিজের আয়োজক আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। চলতি বছরের শুরুতে টিম ইন্ডিয়া ও আফগান বাহিনী একটি টেস্ট ও তিনটি ওডিআই খেলেছিল। এবার টি-২০ সিরিজে দুই দলের লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে যেতে চলেছে এক অবিশ্বাস্য প্রযুক্তির মায়াজাল। দিল্লির পিচ এবং গ্যালারির আবহ এবার নবতর মাত্রায় ধরা দেবে।

দল ছাড়ার জল্পনার মাঝেই হার্দিক পান্ডিয়ার ছবি পোস্ট মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২০ আগস্টঃ আইপিএল-এর পরের মরশুমের আগে সবচেয়ে বেশি যেই প্লেয়ারকে নিয়ে আলোচনা তিনি হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক গত কয়েক বছর ধরে প্লেয়ার ও অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে পারছেন না। এর ফলে আলোচনা তৈরি হয়েছে, তাঁকে ছাড়তে পারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি। এই পরিস্থিতিতে হার্দিককে নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, যা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। সম্প্রতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হার্দিক পান্ডিয়ার অনুশীলনের কিছু ছবি শেয়ার করেন। যেখানে দেখা যায়, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে তিনি অনুশীলন করছেন। এই ছবি দেখে একাংশ মনে করছে, হার্দিকের দল ছাড়া নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটাল এবং হার্দিক মুম্বই ছাড়ছেন না। আবার অন্য একটা অংশ মনে করছে হার্দিককে নিয়ে নেগেটিভ প্রচার চলছে, সেটা রুখতেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই সিদ্ধান্ত। হার্দিকের ট্রেডিং নিয়ে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কর স্পষ্ট জানিয়েছেন যে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ট্রেড হওয়া খেলোয়াড়ের প্রকৃত আর্থিক মূল্যায়ন সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির জানা উচিত।

মেসির গোল, হাতাহাতি করে লাল কার্ড সলিভান ও ব্রাইটের

ম্যাচজুড়ে রোমাঞ্চের রসদ ছিল যথেষ্টই। তবে একদম শেষ সময়ে ছড়াল অন্যরকম উত্তেজনা। ফুটবলের লড়াই হয়ে উঠল যেন মল্লযুদ্ধ। সেটির খেসারত দিয়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেন ইন্টার মায়ামির ইয়ানিক ব্রাইট ফিলাডেলফিয়ার ক্যাভিন সলিভান। এই লড়াইয়ে যেমন দুজনকে মেনে নিতে হলো একই পরিণতি, তেমনি ম্যাচেও শেষ পর্যন্ত আলাদা করা গেল না দুই দলকে।

সংবাদ সংস্থা, ফিলাডেলফিয়া, ২০ আগস্টঃ মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামি ও ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের ম্যাচটি ড্র হয় ২-২ গোলে। আগের ম্যাচে পেনাল্টিতে ব্যর্থ হওয়ার হতাশা পেছনে ফেলে মায়ামির হয়ে গোল করেন লিওনেল মেসি, অবদান রাখেন আরেকটি গোলেও। ঘরের মাঠে ম্যাচের একাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় ফিলাডেলফিয়া। সলিভানের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে দ্রুতগতি ছুটে ফ্র্যাঙ্কি ওয়েস্টফিল্ড দারুণ ক্রস করেন বক্সের ভেতর। সেখানে চমকার ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়ান ইন্ডিয়ানা ভাসিলেভ। মায়ামি সমতায় ফেরে ১০ মিনিট পর। বক্সের একটু বাইরে থেকে মেসি নিখুঁত লব বাড়ান লুইস সুয়ারেজের দিকে। তার মাথা ছুঁইয়ে আসা বলে গোল করেন ড্যানিয়েল পিন্টার। এর মিনিট পাঁচের পরই এগিয়ে যায় মায়ামি। ইয়ান ফ্রের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের ভেতর কারিকুরি করে ফিলাডেলফিয়ার তিন জনের মাঝ দিয়ে বাম পায়ের জোড়াল শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন মেসি। ৫৮তম মিনিটে বাম প্রান্তে বক্সের সামান্য বাইরে ফ্রি কিক পায় ফিলাডেলফিয়া। মিলান ইলস্কির দুর্দান্ত শটে কাছ থেকে হেডে সমতা ফেরান নিল পিয়ের। চার মিনিট পর দারুণ আক্রমণ থেকে বল জালে জড়ান ইলস্কি। তবে মাঠের পাশের মনিটরে লম্বা সময় চোখ রেখে অফসাইডের সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। এরপর একের পর এক সুযোগ হারায় ফিলাডেলফিয়া। ৭১তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন মারামারির ঘটনা। মায়ামির বক্সে একটি চ্যালেঞ্জে পড়ে যান বদলি হিসেবে মাঠে নামা কুইন সলিভান। উঠে দাঁড়ানোর সময় তার মাথার ওপর হাত দিয়ে চাপ দেওয়ার মতো

সেই ইলস্কিই। গোলকিপারকে একা পেয়েও মেরে দেন তার গায়ে। ৭৮তম মিনিটে ইলস্কির পাস থেকে সলিভানের শট অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা হয় ৯ মিনিট। সেটি পেরিয়ে দশম মিনিটে সেই করেন মায়ামির ইয়ান ফ্রে। কুইনের পায়ে পাড়া দেওয়ার অবস্থাও তার। কুইন উঠে ফ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভূপাতিত করে ফেলেন। মায়ামির আরও কয়েকজন ছুটে আসেন। ব্রাইট গিয়ে কুইনকে জোর করে টেনে তোলার চেষ্টা করেন। এটা দেখে ছুটে আসেন কুইনের ছোট ভাই ক্যাভিন সলিভান। ব্রাইটের ওপর হামলে পড়েন তিনি। ব্রাইটও জবাব দেন ধাক্কা দিয়ে। হাতাহাতি চলতে থাকে। একটা পর্যায়ে দুজনকে আলাদা করেন সতীর্থরা। শেষ পর্যন্ত লাল কার্ড দেখানো হয় ক্যাভিন সলিভান ও ব্রাইটকে। কুইন সলিভান পান হলুদ কার্ড। একটু পরই শেষের বাঁশি বাজে। ক্যাভিন ও কুইন সলিভানের নানি যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসি বাংলাদেশী সুলতানা আলম, যিনি মুক্তিযুদ্ধে রেখেছিলেন উল্লেখযোগ্য ভুমিকা। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান ফুটবলারদের একজন মনে করা হয় ১৬ বছর বয়সী ক্যাভিন সলিভানকে। মেজর লীগ সকারের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হন তিনি ২০২৪ সালে। ১৪ বছর বয়সে মেজর লিগ সকারে মাঠে নেমে গড়েন রেকর্ড। আমেরিকা বা কানাডার কোনো প্রধান পেশাদার ক্রীড়া লীগে অভিষিক্ত সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় তিনি। বয়স ১৮ হলে যোগ দেবেন তিনি ম্যানচেস্টার সিটিতে। গত বছর ফিলাডেলফিয়ার সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ে বড় অবদান ছিল এই মিডফিল্ডারের। তার বড় ভাই ২২ বছর বয়সী কুইন সলিভান ফিলাডেলফিয়ার হয়ে খেলছেন ২০২১ সাল থেকে। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com